আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

মক্কায় কালো পাথর স্পর্শ-চুম্বনের সুযোগ পাচ্ছেন মুসল্লিরা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিশ্বের মুসলিমদের জন্য সুখবর দিলেন সৌদি কর্তৃপক্ষ। এখন থেকে দেশটিতে হজ্জ বা উমরাহ পালনে যাওয়া মুসলিমরা পবিত্র **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ৪৫ || সোমবার || শ্রাবন ২৬ || ১৪২৯ || মুহররম ১০ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 45 || 08 August || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086


সাইফুর রহমান তারেক

নিউইয়র্কের এক বাংলাদেশীকে কিডনী দেওয়ার নামে 'চরম প্রতারণা'র অভিযোগ

দুই মাস ধরে লাপাত্তা তারেক

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশী আমেরিকান এক মৃত্যুপথযাত্রীকে কিডনী দেওয়ার নাম করে আরেক বাংলাদেশীর 'চরম প্রতরণা করা'র অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযুক্ত বাংলাদেশী দেশ থেকে নিউইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্র এসে দু'মাস পর লাপত্তা হয়েছেন। এখন তার কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে দুই কিডনীর জটিলতা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় জীবনযাপন করছেন 'আশার আলো' প্রত্যাশি বাংলাদেশী আমেরিকান। জানা গেছে, নিউইয়র্কের এস্টোরিয়ায় স্ত্রী নিয়ে **বসবাসকারী** বাংলাদেশী আমেরিকান মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম (সিকন্দার) তার দুই কিডনীর জটিলতা ছাড়াও শারীরিক নানা সমস্যায় ভুগছেন। তার দেশের বাড়ী মোবারকপুর, উপজেলা বালাগঞ্জ, সিলেট। বিগত ২ বছর ধরে তার দুই কিডনী সমস্যায় **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

প্রেমের টানে ভিনদেশিরা বাংলাদেশে

প্রতারণার ব্যাপারে সতর্ক গোয়েন্দা পুলিশ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিনদেশিদের সঙ্গে পরিচয়। দুই-এক মাস, কখনো ৬ মাস কিংবা এক বছরের পরিচয়ের মাথায় হুট করে **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

মৃত্যুরোধে যুগান্তকারী গবেষণা

মৃতদেহে রক্ত সঞ্চালনের ঘোষনা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল ইউনিভার্সিটির গবেষকরা এমন একটি যৌগ আবিষ্কার করেছেন যা প্রয়োগ করলে মৃত্যুবরণের ৬ ঘণ্টা পর কিডনি, হার্ট ও লিভার কার্যকারিতা হারায় না। গবেষকরা বলছেন, এই আবিষ্কারে উল্লিখিত তিনটি অঙ্গ প্রতিস্থাপনের সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং এটা হবে মানবজাতির জন্য যুগান্তকারী পদক্ষেপ। গত বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের গবেষকদের একটি দল এই ঘোষণা দেয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

পররাষ্ট্র ক্যাডার আনারকলি কাণ্ড



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাসায় নিষিদ্ধ মাদক মারিজুয়ানা রাখার অভিযোগে জাকার্তা থেকে প্রত্যাহার হওয়া উপ-রাষ্ট্রদূত কাজী আনারকলির অতীত রেকর্ড পর্যালোচনা করছে সরকারি তদন্ত কমিটি। যদিও ইন্দোনেশিয়ার ঘটনার বিষয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করে তিনি গতকাল তদন্ত কমিটির কাছে দীর্ঘ বক্তব্য দিয়েছেন। তার বক্তব্য আমলে নেয়া হলেও অতীতের অন্য অপরাধের বিষয়গুলো রেফারেন্স হিসেবে গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (পূর্ব) মাশফি বিনতে শামসের নেতৃত্বাধীন কমিটির সামনে **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

পুলিশ সম্মেলনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আইজিপিসহ ৬ কমকর্তা নিউইয়র্কে আসছেন




বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, পুলিশের আইজিপি বেনজীর আহমেদসহ ছয় কর্মকর্তা নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের পুলিশ প্রধান সম্মেলনে অংশ নেবেন। **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় নিহত ১৫

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গাজা উপত্যকায় বিমান হামলা চালানোর কথা জানিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। শুক্রবার এই হামলা চালানো হয়। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, হামলায় ১৫ জন নিহত **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

মাংকিপক্স নিয়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মাংকিপক্স নিয়ে পুরো আমেরিকায় স্বাস্থ্য বিষয়ক জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে মার্কিন সরকার। দেশটিতে এ পর্যন্ত ছয় হাজার ৬০০ ব্যক্তি মাংকিপক্সে আক্রান্ত হয়েছে বলে শনাক্ত **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
AH LAW FIRM PLLC
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlawnyc@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawnyc.com

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

Welcome to the 36th FOBANA Convention 2022 Chicago, Illinois

Hosted by Bangladesh Association of Chicagoland (BAC)

September 2-4 , 2022 (Friday-Sunday)

Executive Committee



Rehan Reza
Chairperson



Masud Rob Chowdhury
Executive Secretary

Visit FOBANA 2022 Website at:
https://fobana2022chicago.com/

Host Committee



Maqbul M. Ali
Convener



Syed Ahsan
Member Secretary

Invited Chief Guest



Mr. Imran Ahmad
Honourable Minister of Expatriates
Welfare & Overseas Employment.
Peoples Republic Of Bangladesh

- Global Business Luncheon Seminar.
- Youth Forum Alumni.
- FOBANA Scholarship $1000 Each. (Illinois Only)





Invited Artists



Baby Naznin



Kanak Chapa



Tahsan Khan



Shuvro Dev



Rizia Parvin



Zeenat Ara Muna



Meher Afroz Shaon



Dinat Jahan Munni

Invited Artists From North America



Romel khan



Tanima Hadi

Media Partners

ntv | ATN BANGLA | ATN NEWS

Media Friends

সাপ্তাহিক আজকাল | বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika | TIME | IB TV USA | TIMES 24 times24.tv | প্রথম আলো | Bornomalanews | Bornomala news 24 | BANGLA PRESS Every news is draft of history | প্রবাসের নিউজ











বর্ণিল আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ড্রামা সার্কল'র নাট্য উৎসব ও সামার ফেস্টিভ্যাল












(শেষের পাতার পর)

উপভোগ করেন পুরোটা সময় জুড়ে।

সন্ধ্যা ৬টায় আয়োজক সংগঠন ড্রামা সার্কল এর সভাপতি আবীর আলমগীর এর সঞ্চলনায় নাট্য উৎসব উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি বাংলাদেশ থিয়েটার আর্কাইভস এর সভাপতি প্রফেসর আব্দুস সেলিম, বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ থিয়েটার আর্কাইভসের সেক্রেটারী জেনারেল ড. বাবুল বিশ্বাস। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ঢাকা ড্রামা'র এজাজ আলম, শিল্পাঙ্গন এর নজরুল ইসলাম, নাগরিক অনসাম্বল এর শরীফ হোসাইন, নাট্য শিল্পী খাইরুল ইসলাম পাখি। উৎসবে নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর জন ল্যু'র পক্ষ থেকে কয়েকজন বিশিষট ব্যক্তিকে সাইটেশন প্রদান করা হয়।

নাট্য উৎসবে অংশগ্রহন করেছে নিউইয়র্ক এর ৪টি নাট্যদল। উৎসবে ঢাকা (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // August 08 // 2022

জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধির পরিচয়পত্র পেশ



নিউইয়র্ক: জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত মঙ্গলবার (২ আগষ্ট) জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেজ এর কাছে তাঁর পরিচয়পত্র পেশ করেন। এর আগে গত ২৮ জুলাই স্থায়ী মিশনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন রাষ্ট্রদূত মুহিত। 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। মোহাম্মদ (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

ক্রিকেটার আর নায়ক-কে নিয়ে নিউইয়র্কে অন্যরকম সন্ধ্যা



বিশেষ প্রতিনিধি: ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) সম্পর্কে বিশ্বের অন্যতম অল রাউন্ডার খ্যাত ক্রিকেটার সাকিব আর হাসান বলেছেন, আবেগ দিয়ে সবসময় সব কিছু বিবেচনা করা যায় না। আইপিএল এমন একটা জায়গা যেখানে পুরো বিশ্ব ক্রিকেটই চায় ঐ জায়গায় খেলতে। এখানে খেলাটা সব খেলোয়াড়ের জন্যই ভালো একটা সুযোগ। সেখানকার অভিজ্ঞতাটা অনেক বড় কিছু।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির সাথে এক 'মিট এন্ড গ্রীট উইথ দ্যা ওয়ার্ল্ড সুপারস্টার সাকিব আল হাসান এন্ড ঢালিউড কিং শাকিব খান' অনুষ্ঠানে ক্রিকেটার সাকিব আর হাসান অতিথি হিসেবে একথা বলেন। একই অনুষ্ঠানের অপর অতিথি ছিলেন 'ঢালিউড কিং' খ্যাত বাংলাদেশের সুপার ষ্টার তারকা শাকিব খান। শুক্রবার (২৯ জুলাই) ফেসমেডোর ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনাতে 'নিউইয়র্কেও অন্যরকম সন্ধ্যা'র এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে শো টাইম মিউজিক। অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বিশেষ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। নায়ক শাকিব খান আর ক্রিকেটার সাকিব আর হাসান তাদের হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন। এসময় সংশ্লিষ্টরা সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য, অতীতে বাংলাদেশের এই দুই কৃতি সন্তানকে একাধিক টিভি অনুষ্ঠানে একসঙ্গে দেখা গেলেও এই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রে দর্শক-ভক্তদের সামনে এক সাথে উপস্থাপন করেছে শো টাইম মিউজিক। অনুষ্ঠানে দুজনই শোটাইম মিউজিক এর আলমগীর খান আলমের সঞ্চালনায় উপস্থিত অনুরাগীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

অনুষ্ঠানে ক্রিকেটার সাকিব আর হাসান বলেন, ২০১৯ বিশ্বকাপের আগেও আমি ম্যাচ খেলিনি। পুরো দেড় মাস আমি ওখানে বসেছিলাম। ওখানে থাকার কারণে জনি বেয়ারিস্টো, রশিদ খান, ডেভিড ওয়ার্নার, কেন উইলিয়ামসন ওদের সঙ্গে থেকে দেখেছি যে বিশ্বসেরা কীভাবে হওয়া যায়। বিশ্ব ক্রিকেটকে যে ওরা লিড করে সেটা কী কারণে করে, সেটা আমি ওখান থেকেই জেনেছি। ওখানে যদি না যেতাম কখনোই জানতে পারতাম না। চেষ্টা করেছি কীভাবে ওদের কাছাকাছি যাওয়া যায়। আমার মনে হয় যেটা আমাকে অনেকটা কাজে দিয়েছে। ২০১৯ বিশ্বকাপে তার ফল আমি পেয়েছি। আইপিএল বলেন সিপিএল বলেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকে যে অভিজ্ঞতা পাওয়া যায় তা দেশের ক্রিকেটেরই লাভ হবে। শুধু আইপিএল না অন্য যে কোনো টুর্নামেন্ট বয়কট করার কোনো মানেই হয় না।

ক্রিকেটার সাকিব আর হাসান মনে করেন জীবনে শেখার কোনো শেষ নেই, 'শেখার তো শেষ নেই আপনি যত নতুন জায়গায় যাবেন ততই নতুন কিছু শিখতে পারবেন। আমি নিশ্চিত আপনি যখন নিউ ইয়র্কের বাইরে ডালাসে ক্যালিফোর্নিয়া বা অন্য কোথাও যাবেন কিছু না কিছু শেখার আসবেই। এই সুযোগগুলো হাতছাড়া করা ঠিক না। পৃথিবীর সব জায়গাতেই কিছু শেখার আছে। তো আপনি কেন সুযোগ হাতছাড়া করবেন।'

ইঞ্জিনিয়ার আবু বকর হানিপ এর এক প্রশ্নের জবাবে বিশ্ব ক্রিকেটের সুপারস্টার সাকিব আল হাসান বলেন, 'আমি বাস্তববাদী মানুষ। বর্তমান নিয়েই থাকি। তাই মারা যাওয়ার পর কে কী ভাবলেন সেটি তো আমি জানতে পারবো না। তবে আমি জানি যারা একান্তই কাছের মানুষ তারা স্মরণ করবেন, দোয়া করবেন। আর যদি সমগ্র জাতির কল্যাণে কিছু করছি বলে বিবেকসম্পন্নরা অনুধাবনে সক্ষম হন, তাহলে তারাও স্মরণ রাখবেন বহুদিন।'

বাংলাদেশের ক্রিকেটের উন্নয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিকেটের প্রসারে কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা জানতে চাইলে ক্রিকেটার সাকিব বলেন, 'অবশ্যই করার ইচ্ছা আছে। নতুন প্রজন্মে ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে ক্রিকেটের প্রতি। সেই আবেগ কাজে লাগাতে সচেষ্ট রয়েছেন সকলেই।'

অনুষ্ঠানে হলিউড সিনেমায় কাজ করলে কোন চরিত্রে কাজ করতে চান এমন প্রশ্নের উত্তরে শাকিব খান বলেন, সবে তো এখানে পা রাখলাম ভাই। আর এখানে বসেই তো পাশে একজন সুন্দরী বসিয়েছি। কিছুদিন সময় দেন। এছাড়া জেনে খুব ভালো লাগলো- বাংলাদেশের বংশোদ্ভুত অনেক টেকনেশিয়ান হলিউড সিনেমায় কাজ করছেন। যারা যারা এখানে ঢুকেছে তারা প্রত্যেকেই কিন্তু সফল।'

শাকিব খান আরো বলেন, 'নেটফ্লিক্সের সবচেয়ে জনপ্রিয় সিনেমা 'এক্সট্রাকশন'। এই সিনেমাটি কিন্তু আমাদের বাংলাদেশকে নিয়ে করা হয়েছিলো। রেটিংয়ের দিক থেকে এটি ছিলো কিন্তু সবার উপরে। এটা তো আমাদের দেশের জন্য খুশির একটি বিষয়। আগামী দিন চরিত্র কোনটা দেবে সেটা তো জানিনা তবে কাজ করবো।'

যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা অর্থাৎ গ্রীনকার্ড পাওয়া এবং বাংলাদেশে যাওয়ার বিষয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে শাকিব খান বলেন, 'গ্রীনকার্ড অনেক আগেই গেয়েছি। এখন ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই দেশে চলে যাচ্ছি। তবে এবার আর তারিখ বলবো না। কারণ এর আগে দুই-তিনবার তারিখ বলে মিস হয়েছে। এবার দেশে ফিরেই বলবো।' বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান বলেন,'পরিশ্রম তো করতে হয়েছে এবং এখনো করছি। এরকম পরিশ্রম অনেকেই করেন। কিন্তু সবাই তো হতে পারেন না। এজন্য কপাল লাগে। মাশাআল্লাহ আমার কপাল বড়, সেটি বড় একটি ব্যাপার।'

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ইউএস সুপ্রিম কোর্টের বাংলাদেশী-আমেরিকান এটর্নী এবং কুইন্স ডেমক্রেটিক পার্টির ডিষ্ট্রিক লীডার এট লার্জ মঈন চৌধুরী, ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রাহাত মুকতাদির, রায়হান জামান ও শাহনেওয়াজ, বিশিষ্ট রিয়েল এষ্টেট ইনভেষ্টর নুরুল আজিম, সঙ্গীত শিল্পী রানো নেওয়াজ, বারী হোম কেয়ার-এর আসেফ বারী টুটুল ও মুনমুন হাসিনা বারী, জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন-জেবিবিএ'র একাংশের সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান, খলিল বিরিয়ানী হাউজের কর্ণধার শেফ খলিলুর রহমান, কমিনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ময়নুজ্জামান চৌধুরী প্রমুখ।

Hillside Medical & Pain Management

164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432

Ph: (718-297-6090

PHYSICAL THERAPY

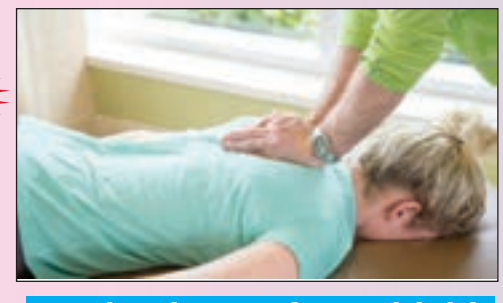
আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি

ফিজিক্যাল থেরাপি
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত





WE ARE OPEN
We have missed you





Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F



বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

কূটনীতিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ

শিষ্টাচার সম্পর্কিত কঠোর নির্দেশনা প্রয়োজন

ইন্দোনেশিয়ায় একজন বাংলাদেশি কূটনীতিকের বাসা থেকে মাদকদ্রব্য উদ্ধার এবং তাকে ফিরিয়ে আনার ঘটনা শুধু সরকারের জন্যই বিব্রতকর নয়, এটি দেশের ভাবমূর্তির জন্যও ক্ষতিকর। উল্লেখ্য, জাকার্তায় বাংলাদেশ দূতাবাসের উপপ্রধান কাজী আনারকলির বাসায় নিষিদ্ধ ঘোষিত মাদক মারিজুয়ানা রাখার অভিযোগ উঠেছে। ইন্দোনেশিয়ার আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নাইজেরিয়ার নাগরিকের সঙ্গে মারিজুয়ানাসহ আনারকলিকে কয়েক ঘণ্টা আটকে রাখে।

এরপর বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের অনুরোধে আন-ারকলিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে ইন্দোনেশিয়ার তরফ থেকে ফেরত পাঠানোর অনুরোধের পর তাকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম বলেছেন, বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

জানা গেছে, কূটনৈতিক দায়িত্ব থেকে কাজী আনারকলিকে ফেরত আনার ঘটনা এবারই প্রথম নয়। এর আগে বাসায় গৃহকর্মী নিখোঁজের ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের লসঅ্যাঞ্জেলেস থেকে তাকে ফেরত আনা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি কূটনীতিকদের বা তাদের পরিবারের সদস্যদের নানা বিতর্কিত কর্মকান্ডের ঘটনা আগেও ঘটেছে। অবশ্য দেশে ফিরিয়ে এনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে। তবে প্রশ্ন হলো, একজন কূটনীতিককে কূটনৈতিক ভব্যতা ও শিষ্টাচার সম্পর্কিত নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ সহকারেই কোনো দায়িত্ব দিয়ে বিদেশে পাঠানো হয়; তারপরও কোনো কোনো কূটনীতিকের আচরণে এর ব্যত্যয় ঘটছে কেন? ভুলে গেলে চলবে না, একজন কূটনীতিক বিদেশে নিজ দেশ ও সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। তার বিরুদ্ধে যে কোনো ধরনের অনিয়ম বা অভিযোগ দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে। সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের দৈনন্দিন কাজকর্মও ব্যাহত হয়। এছাড়া বিদেশে তদন্ত কমিটি পাঠানোসহ নানা প্রক্রিয়ায় কর্মকর্তাদের মূল্যবান সময়ের পাশাপাশি রাষ্ট্রের মোটা অঙ্কের অর্থেরও অপচয় হয়। কাজেই কূটনীতিকদের আরও কঠোরভাবে নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে বিদেশে পাঠানো উচিত বলে মনে করি আমরা। কূটনীতিকদের কাজ দেশের ভাবমূর্তি বাড়ানো। মিশন চালাতে সরকারের ব্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আয় বাড়ানো। কিন্তু সেসব না করে তারা ক্ষুদ্র স্বার্থরক্ষা এবং নানা অপকর্মের কারণে বিতর্কিত হয়ে দেশের বোঝা হয়ে উঠছেন। এটা চলতে পারে না। এ ধরনের কূটনীতিকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার বিকল্প নেই।

আন্তর্জাতিক আদালত কি রোহিঙ্গাদের স্বপ্নপূরণের সারথি হতে পারবে

মো. জাকির হোসেন

রোহিঙ্গাদের গণহত্যার অভিযোগে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গাম্বিয়ার দায়ের করা মামলায় মিয়ানমার যে চারটি আপত্তি তুলেছিল আন্তর্জাতিক আদালত গত ২২ জুলাই তা খারিজ করে দিয়েছেন। এর সোজা মানে হলো, মিয়ানমারের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গা গণহত্যার মামলার বিচার চলবে। মিয়ানমার কি আপত্তি দিয়েছিল, যা আন্তর্জাতিক আদালত নাকচ করে দিলেন? গণহত্যার অভিযোগ অস্বীকার করার পাশাপাশি মিয়ানমারের আপত্তি ছিল, গাম্বিয়ার এই মামলা করার অধিকার তথা আইনগত যোগ্যতা নেই এবং আন্তর্জাতিক আদালতেরও এই মামলার বিচার করার এখতিয়ার নেই। মিয়ানমারের আপত্তির পক্ষে যুক্তি ছিল–এক. গাম্বিয়া অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশনের (ওআইসি) ছায়া হয়ে মামলা করেছে।

আন্তর্জাতিক আদালতের সংবিধি নিয়ম অনুযায়ী কোনো রাষ্ট্র মামলা করতে পারে, জোট নয়। দুই. এই মামলার ঘটনার সঙ্গে গাম্বিয়ার কোনো স্বার্থ জড়িত নেই। রোহিঙ্গাদের আশ্রয় গ্রহণের কারণে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত দেশ বাংলাদেশ, কোনোভাবেই গাম্বিয়া নয়। তাই গাম্বিয়া কোনো রকম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ না হয়ে মামলা করার অধিকার রাখে না। তিন. মিয়ানমার ও গাম্বিয়া এই দুই পক্ষের মধ্যে আগে থেকে এই বিষয়ে কোনো বিরোধ ছিল না বলে মামলাটি আদালতে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। চার. মিয়ানমার জাতিসংঘের গণহত্যা কনভেনশনের ৯ অনুচ্ছেদ স্বাক্ষর করেনি বিধায় এই আদালতের মামলা গ্রহণের অধিকার নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, গণহত্যা চুক্তির কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা, চুক্তির প্রয়োগ, চুক্তির শর্তপূরণ কিংবা চুক্তির কোনো রাষ্ট্রপক্ষের দায়দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি হলে বিরোধের যেকোনো রাষ্ট্রপক্ষ তা নিষ্পত্তির জন্য আন্তর্জাতিক আদালতের দ্বারস্থ হতে পারবে।

মিয়ানমারের উত্থাপিত চারটি আপত্তির মধ্যে তিনটি আপত্তি আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকরা সর্বসম্মতভাবে এবং একটি আপত্তি ১৫-১ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নাকচ করে দিয়েছেন। মিয়ানমারের পক্ষ থেকে নিযুক্ত অ্যাডহক বিচারক জার্মানির কোলন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি লর পরিচালক অধ্যাপক ক্লস ক্রেস নিজেও অন্য বিচারকদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে মিয়ানমারের আপত্তি খারিজ করে দিয়েছেন। গাম্বিয়া কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্র নয় বিধায় মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গাম্বিয়ার মামলা করার অধিকার নেই, মিয়ানমার কর্তৃক উত্থাপিত এই আপত্তি ১৫ জন বিচারক নাকচ করে দিয়ে বলেন, এই মামলায় গাম্বিয়ার কোনো স্বার্থ জড়িত নেই, এটি সঠিক নয়। গণহত্যা কনভেনশনের সব রাষ্ট্রপক্ষের একটি অভিন্ন স্বার্থ রয়েছে এই যে এই কনভেনশনে বর্ণিত বাধ্যবাধকতাগুলো পূরণ করার লক্ষ্যে গণহত্যা প্রতিরোধ, দমন ও শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রগুলো নিজেদের অঙ্গীকারবদ্ধ করেছে। চীনের নাগরিক বিচারক জুর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। মিয়ানমারের অন্যান্য আপত্তির বিষয়ে আদালতের পর্যবেক্ষণ হলো, এই মামলাটি কোনো জোট দায়ের করেনি, গাম্বিয়া নিজের নামেই মামলা করেছে। সেই সঙ্গে মামলা করার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা জোটের কাছ থেকে আর্থিক বা রাজনৈতিক সহায়তা নেওয়ার অধিকার গাম্বিয়ার আছে। মিয়ানমার ও গাম্বিয়া এই দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ ছিল না বলে মিয়ানমার যে আপত্তি তুলেছে, তা খারিজ করে দিয়ে আদালত বলেছেন, গাম্বিয়া ২০১৮ ও ২০১৯ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে মিয়ানমারের গণহত্যার বিষয়টি তুলে ধরে বক্তব্য দিয়েছে। মিয়ানমারও সেখানে পাল্টা বক্তব্য দিয়েছে। মামলা করার আগে মিয়ানমারের কাছে কূটনৈতিক চিঠি পাঠিয়ে গণহত্যা বন্ধ করার দাবি জানিয়েছিল গাম্বিয়া। মিয়ানমার তার কোনো জবাব দেয়নি। আন্তর্জাতিক আদালতের এই মামলার বিচার করার এখতিয়ার নেই বলে মিয়ানমার যে আপত্তি উত্থাপন করেছে, আদালতে তা-ও নাকচ করা হয়েছে। মিয়ানমার ১৯৪৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর গণহত্যা কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে এবং নিজের ওপর বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৫৬ সালের ১৪ মার্চ কনভেনশন অনুসমর্থন করেছে। মিয়ানমার গণহত্যা কনভেনশনের ৬ ও ৮ নম্বর অনুচ্ছেদ তার ওপর প্রয়োগের বিষয়ে শর্ত সংরক্ষণ করেছে; কিন্তু আন্তর্জাতিক আদালতের এখতিয়ার প্রয়োগসংক্রান্ত ৯ নম্বর অনুচ্ছেদ বিষয়ে শর্ত প্রত্যাহার করে নিয়েছে। যে পাঁচটি রাষ্ট্রের শর্ত সংরক্ষণ বহাল রয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশ একটি। বাংলাদেশ শর্ত সংরক্ষণ করে বলেছে, বিরোধের সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সম্মতি ছাড়া আন্তর্জাতিক আদালত এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারবেন না। আন্তর্জাতিক আদালতের এখতিয়ার প্রয়োগসংক্রান্ত শর্ত সংরক্ষণের তালিকায় মিয়ানমারের নাম নেই।

গত ২২ জুলাই মিয়ানমারের উত্থাপিত



কোনো শর্ত সংরক্ষণ করেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক চুক্তির কোনো রাষ্ট্রপক্ষ চুক্তির কোনো বিধান তার ওপর প্রযোজ্য হবে না কিংবা ভিন্নভাবে প্রযোজ্য হবে মর্মে ঘোষণা দিলে এবং তা গ্রহণযোগ্য হলে তাকে চুক্তিতে শর্ত সংরক্ষণ বলে। আন্তর্জাতিক আদালতের এখতিয়ার প্রয়োগ বিষয়ে কনভেনশনের ৯ অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে ১৬টি রাষ্ট্র শর্ত সংরক্ষণ করেছিল। এর মধ্যে ১১টি রাষ্ট্র সব আপত্তি খারিজ করে রায় দেওয়া ছাড়াও আন্তর্জাতিক আদালত ২০২০ সালের ২৩ জানুয়ারি উভয় পক্ষের শুনানি শেষে মিয়ানমারের ওপর অন্তর্বর্তী আদেশ জারি করেন। অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে আদালত মিয়ানমারের প্রতি চারটি নির্দেশনা দেন–এক. রোহিঙ্গাদের সুরক্ষা দিতে তথা জাতিসংঘ গণহত্যা চুক্তির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধগুলো রোহিঙ্গাদের ওপর সংঘটিত হওয়া ঠেকাতে মিয়ানমারকে সব ধরনের উদ্যোগ নিতে হবে। দুই. মিয়ানমার নিশ্চিত করবে যে তার সামরিক বাহিনীর পাশাপাশি অন্য কোনো অনিয়মিত সশস্ত্র ইউনিট কোনো ধরনের গণহত্যা করবে না বা গণহত্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে না। তিন. গণহত্যা চুক্তির আওতায় বর্ণিত অপরাধগুলোর তথ্য-প্রমাণ বিনষ্ট না করতে এবং সংরক্ষণে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। চার. অন্তর্বর্তী আদেশ বাস্তবায়নের বিষয়ে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে আগামী চার মাসের মধ্যে আদালতকে জানাতে হবে এবং এই মামলা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রতি ছয় মাস অন্তর আদালতে অন্তর্বর্তী আদেশ পালন বিষয়ে প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। বৈশ্বিক আদালতের অন্তর্বর্তী আদেশ ও সম্প্রতি প্রদত্ত রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে রোহিঙ্গাদের সুবিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে।

আন্তর্জাতিক আদালত কর্তৃক সর্বশেষ ঘোষিত রায়ে মিয়ানমার নতুন করে চাপের সম্মুখীন হয়েছে। আশাবাদী হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। রোহিঙ্গাদের নিজের জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়ার, নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়ার এবং জন্মভূমিতে ফিরে গিয়ে নতুন স্বপ্নের

(বাকি অংশ ২০ পাতায়)

নামাজের সময়-সূচী

আগস্ট	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
ফজর	৪.৩৩	৪.৩৫	৪.৩৬	৪.৩৭	৪.৩৯	৪.৪০	৪.৪১
সূর্যোদয়	৫.৫৯	৫.৫৯	৬.০০	৬.০১	৬.০২	৬.০৩	৬.০৪
জোহর	০১.০২	০১.০২	০১.০১	০১.০১	০১.০১	০১.০১	০১.০০
আসর	৫.৫৮	৫.৫৭	৫.৫৭	৫.৫৬	৫.৫৫	৫.৫৪	৫.৫৩
মাগরিব	৮.০৪	৮.০২	৮.০১	৮.০০	৭.৫৮	৭.৫৭	৭.৫৬
এশা	৯.২৮	৯.২৭	৯.২৫	৯.২৩	৯.২২	৯.২০	৯.১৮

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

গণতান্ত্রিক সমাজে গণঅবাধ্যতা



ড. মাহবুব উল্লাহ্

গণতান্ত্রিক সমাজে ইনসাফ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণতান্ত্রিক সমাজে কখনো কখনো এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়, যার বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ ও অহিংস উপায়ে প্রতিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান সংসদের অধিবেশন বাতিল করে দিলে এর বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পথ বেছে নেয়।

জনগণ দেখতে চেয়েছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি শাসকগোষ্ঠী সম্মান প্রদর্শন করবে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। শাসকগোষ্ঠী বলপ্রয়োগ করে গণঅবাধ্যতাকে দমন করতে চেয়েছে। নিরস্ত্র জনগণকে সশস্ত্রভাবে দমন করার চেষ্টা করলে জনগণের অধিকার আদায়ে সশস্ত্র প্রতিরোধ ন্যায্য হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ শাসনকালে কংগ্রেস নেতা মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী অহিংস আন্দোলনের পথ বেছে নেন।

ঔপনিবেশিক শাসনের অন্যায় ও অন্যায্যতা প্রতিরোধ করতে গিয়ে আন্দোলনকে অনেক সময় অহিংস রাখা সম্ভব হয় না। গান্ধী যখনই দেখেছেন তার অনুসারীরা সহিংস হয়ে উঠছে, তখনই তিনি আন্দোলন বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে মৌন ব্রত পালন করেছেন। গান্ধীর অনেক আন্দোলনের মধ্যে চৌরাচৌরির দৃষ্টান্তটি প্রমাণ করে তার রাজনৈতিক কৌশল পরাধীন ভারতের জন্য স্বাধীনতা আনতে যথেষ্ট ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মার্টিন লুথার কিং কৃষ্ণাঙ্গ জনগণের ন্যায্য অধিকার তথা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে অহিংস আন্দোলনের পথ বেছে নেন।

যুক্তরাষ্ট্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগণ এখনো পরিপূর্ণভাবে নাগরিক অধিকার ভোগ করতে পারে না। জর্জ ফ্লয়েডের ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রে গণবিবেককে কঠিনভাবে নাড়া দিয়েছে। মার্টিন লুথার কিংয়ের অহিংস পন্থা ছিল যৌক্তিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোটাদাগে গণতন্ত্র থাকার ফলে অহিংস আন্দোলন যৌক্তিকতা পায় এবং বিপুলসংখ্যক মানুষ মার্টিন লুথার কিংয়ের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানায়। চীনের নেতা মাও জে দং দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চীনা জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার মতো বিপ্লবীও মার্টিন লুথার কিংয়ের অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

গণতান্ত্রিক সমাজে ইনসাফের ব্যত্যয় ঘটলে তা ফিরিয়ে আনার জন্য অবাধ্যতা (Disobedience) কতটুকু যৌক্তিক, তা আমরা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি। অর্থাৎ গণঅবাধ্যতা কীভাবে ন্যায্য হতে পারে একটি গণতান্ত্রিক সমাজে, তা বিচার-বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

প্রথমত, আমরা ধরে নিতে পারি সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি স্বাভাবিক রাজনৈতিক আবেদন করা হচ্ছে সরল বিশ্বাসে। কিন্তু এ আবেদনকে বাতিল করা হলে কীভাবে এর উপশম ঘটানো যায়, তার প্রতিকারের পন্থার মানটি কী হওয়া উচিত? দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কোনো দেশে রাজনৈতিক দলগুলো সংখ্যালঘিষ্ঠের দাবির প্রতি উদাসীন। এ রকম দেশে অন্যায় আইনের প্রতিবাদে মানুষ যদি অহিংসভাবে প্রতিবাদ জানায় এবং শাসকরা যদি নিপীড়নের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, তাহলে বুঝতে হবে আইনি প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে সংখ্যাগরিষ্ঠরা। এমনও হতে পারে, ইস্যুটি সংখ্যালঘিষ্ঠ বা সংখ্যাগরিষ্ঠের উদ্বেগের বিষয় নয়। কিন্তু



বিষয়টি ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাহীনদের মধ্যে বিরাজমান একটি দ্বন্দ্ব এবং ন্যায়ানুগতার দৃষ্টিতে ইস্যুটি যদি যৌক্তিক হয়, তাহলে ন্যায়বিচার ফিরিয়ে আনার জন্য গণঅবাধ্যতা যৌক্তিক হতে পারে। গণঅবাধ্যতা ঘটতে পারে এমনটি এক ধরনের রাজনৈতিক কার্যক্রম হিসাবে মেনে নিলে এবং আইনের শাসনের প্রশ্নে সমতা থাকলে অহিংস প্রতিবাদ গণতান্ত্রিক সমাজে শেষ ব্যবস্থা হিসাবে মেনে নিতে হয়।

এ রকম সীমাবদ্ধতার মধ্যে গণঅবাধ্যতা হতে পারে অনন্যোপায় হয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শেষ হাতিয়ার। এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হলে ধরে নিতে হবে, কোনো না কোনোভাবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সংকুচিত হচ্ছে এবং গণতান্ত্রিক ন্যায্যতা পরিহার করা হচ্ছে।

এই অর্থে গণঅবাধ্যতা একটি স্বাভাবিক রাজনৈতিক কার্যক্রম। যদি পরিস্থিতি এ রকম হয় যে, মারাত্মক অবিচারের ফলে ন্যায়ানুগতা ভেঙে পড়েছে এবং বিদ্যমান আইন বে-ইনসাফিতে ভরপুর, তাহলে গণঅবাধ্যতার আন্দোলন যৌক্তিক হবে। যখন বিদ্যমান রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অন্যায় আইন সংশোধন করতে চায় না, তখন গণঅবাধ্যতার আন্দোলন যৌক্তিক হবে।

গণঅবাধ্যতা হচ্ছে একটি রাজনৈতিক কার্যক্রম, যেটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ন্যায়বিচার বোধকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। গণঅবাধ্যতার আন্দোলন যৌক্তিক হবে, যদি আইন ইনসাফের পরিপন্থি হয়। এ রকম অবস্থায় ইনসাফের স্বার্থে অবশিষ্ট সব ধরনের অন্যায় আইন বাতিলের দাবি যৌক্তিক হবে। এ কারণে অনেকে মনে করেন, গণঅবাধ্যতাকে সংকুচিত করতে হবে যদি ন্যায়বিচার, সম-স্বাধীনতার নীতি ইত্যাদির পরিপন্থি হয় এবং তা পরিহার করতে হবে। ন্যায়বিচার বা ইনসাফ, সাম্যের নীতি কখন কীভাবে ভঙ্গ করা হচ্ছে, তা সহজে বলে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যদি আমরা চিন্তা করি, মৌলিক রাজনৈতিক সমতা, নাগরিক স্বাধীনতা এবং সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা হচ্ছে তাহলে তুলনামূলকভাবে বলা সহজ হয়, ইনসাফের নীতি পরিপালিত হচ্ছে। সম-স্বাধীনতার বিষয়টি দৃশ্যমান সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কাঠামো দিয়ে সংজ্ঞায়িত হয়। এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিষয়গুলোর বাস্তবিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। যদি সংখ্যালঘিষ্ঠের ভোটাধিকার হরণ করা হয় অথবা তাদের রাজনৈতিক পদে নিয়োগ থেকে বারিত করা হয়, যখন কোনো কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠীর ওপর নিপীড়ন চালানো হয়, অর্থনীতির ক্ষেত্রে সমসুযোগের নীতি অস্বীকার করা হয়, সেক্ষেত্রে খুবই পরিষ্কার হয় যে, দেশে ইনসাফ ব্যাহত হয়। যদি প্রমাণ করা যায় অসমতা সমাজের প্রতিটি গোষ্ঠীর স্বার্থানুকূল, তাহলে আমরা অস্পষ্ট ও বিতর্কিত পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ব। কোনো ক্ষেত্রে অসমতার নীতি সমাজের সব গোষ্ঠীর জন্য কল্যাণকর প্রমাণ করতে হলে এটাকে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য হতে হবে। যদি আমরা এমনটি করতে পারি এবং ব্যাপারটি কী হবে সে ব্যাপারে সম্মত হতে পারি, তাহলেও দেখা যাবে এ ব্যাপারে বিচিত্র মত প্রকাশ করা হচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে গণঅবাধ্যতার পথে অগ্রসর হওয়া যৌক্তিক বলে ধারণা করা হয়।

সমাজে বিদ্যমান মৌলিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক পলিসির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতার বিচারে এরূপ চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হবে। এগুলোর নির্বাচন নির্ভর করে তাত্ত্বিক ও ধারণাতাত্ত্বিক বিশ্বাসের ওপর। থাকতে হবে ব্যাপক বস্তুনিষ্ঠ তথ্য এবং এগুলো বিচার-বিশ্লেষণ এবং সাধারণ আঁচ-অনুমানের ওপর যেন নির্ভরশীল হয়।

এর বাইরে রয়েছে কুসংস্কার ও ব্যক্তিগত স্বার্থের সমস্যা। যদি কর আরোপের সূত্র এমন হয় যে, তা মৌলিক সাম্যের এবং সম-স্বাধীনতার নীতি ভঙ্গ করার জন্য তৈরি না করা হয়, তাহলে গণবাধ্যতার নীতি গ্রহণযোগ্য হবে না। এ রকম ক্ষেত্রে ইনসাফ স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না। ফলে পুরো বিষয়টিকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ওপর ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু সম-স্বাধীনতার নীতি অগ্রাহ্য করা হলে নাগরিকত্বের মর্যাদা যদি ক্ষুণ্ন হয়ে পড়ে, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। যদি সমতা, সম-স্বাধীনতা এবং সম-সুযোগের নীতি দীর্ঘ সময়জুড়ে ইচ্ছাপূর্বক অস্বীকার করা হয়, তাহলে রাজনৈতিক প্রতিবাদ গণঅবাধ্যতায় পরিণত হওয়ার পক্ষে যৌক্তিক কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মোটা দাগে আমরা ভাবতে পারি, সমাজব্যবস্থা দুই ভাগে বিভক্ত। এগুলোর একটি মৌলিক সম-স্বাধীনতার নীতি অনুসরণ করে এবং অন্যটির রয়েছে এমন সব আর্থসামাজিক পলিসি, যার লক্ষ্য হলো সবার জন্য সুবিধা বৃদ্ধি করা। প্রথমটিতে সুবিচারের আবেদন অধিকতরভাবে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট। তার ওপর এ অংশটি কার্যকর। দ্বিতীয়টিতে সমাজকে সঠিক অবস্থায় রাখতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবিচারকে বাধাগ্রস্ত করে।

গণঅবাধ্যতাকে সেসব ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, যেখানে দ্বিমত পোষণকারী মেনে নিতে ইচ্ছুক যে, অন্যরাও সবাই একইভাবে এবং একই মাত্রায় বে-ইনসাফির শিকার হচ্ছে। তাদেরও একইভাবে প্রতিবাদ করার অধিকার রয়েছে। অর্থাৎ অন্যদের দ্বিমত পোষণের অধিকার আছে। সেই অধিকার অন্যরা একইভাবে এবং একই মাত্রায় প্রয়োগ করতে সক্ষম। এ ছাড়া তাদের পদক্ষেপ যে পরিণতি ডেকে আনবে, তাও মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

এভাবে আমরা বুঝতে পারি, গণঅবাধ্যতার মধ্যে ন্যায়ানুগতার উপাদান আছে এবং গণঅবাধ্যতা প্রয়োগ করতে হবে সুনাগরিকের মতো। মোদ্দা কথায় আমরা বুঝতে পারি, আইন অমান্য আন্দোলনই হোক অথবা গণঅবাধ্যতার আন্দোলনই হোক, সবকিছু প্রয়োগ করতে হবে দায়িত্বশীল নাগরিকের মতো। গণঅবাধ্যতা, যাকে বলা হয় ঈরারষ ফরংড়নবফরবহপব, তাকে অবশ্যই হতে হবে ঈরারষ. বাস্তবতা এমন যে, দার্শনিকদের সুচিন্তা রাজনীতিবিদদের মস্তকে প্রবেশ করে না। এ প্রবণতা তীব্র হয়ে ওঠে ক্ষমতার আসনে বসা থাকলে।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ



বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

Emirates

TURKISH AIRLINES

SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

রাশিয়ার জ্বালানি-অস্ত্রের হুমকি কী করবে ইউরোপ

ম্যাক্সিমিলান হেস

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আজকের মতো এতটা তীব্র জ্বালানিসংকট বিশ্বে আর দেখা যায়নি। ইউক্রেনে রাশিয়ার নৃশংস আগ্রাসন এবং এর ধারাবাহিকতায় ক্রেমলিন ও পশ্চিমাদের মধ্যে শুরু হওয়া ভূ-অর্থনৈতিক যুদ্ধে জ্বালানি গ্যাসের বিশ্ববাজার অস্থিতিশীল হয়ে পড়েছে। এতে গ্যাসের দাম অভূতপূর্ব বেড়ে গেছে, এমন নজির সাম্প্রতিক ইতিহাসে নেই। গ্যাস ও তেলসমৃদ্ধ রাশিয়া জ্বালানিকে তাদের ক্ষমতা প্রদর্শনের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। অন্যদিকে ইউরোপ রাশিয়ার প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর নির্ভরতা কমাতে এবং আসন্ন শীতে যাতে বড় ধরনের গ্যাসঘাটতির মুখে না পড়তে হয়, সে জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এতে জ্বালানির আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি ও সরবরাহব্যবস্থা ওলট-পালট হয়ে পড়েছে।

বিশ্বে কোনো দেশই এই প্রভাব এড়াতে পারেনি। এমনকি যেসব দেশ আগে থেকে যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, তারাও পারেনি। এর দৃষ্টান্ত পাকিস্তান। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাকিস্তান গ্যাস আমদানির জন্য বেশ কয়েকটি দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করেছিল। কিন্তু সেই চুক্তি ভঙ্গ করে সরবরাহকারীরা যেসব দেশ বেশি দাম দিচ্ছে, তাদেরই গ্যাস সরবরাহ করছে। জ্বালানি কিনতে উন্নত ও উন্নয়নশীল–সব দেশের কোষাগার খালি হয়ে যাচ্ছে।

এই ফাঁকে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার মুখে ক্রেমলিন নিজেদের অর্থনীতি টেকসই করতে বৈশ্বিক জ্বালানির এই সংকটকে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। ইউক্রেনে নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ানো পশ্চিমা প্রতিরোধকে ভেঙে দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাশিয়া প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর ইউরোপের নির্ভরতাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

সম্প্রতি ইউরোপকে চেপে ধরার জন্য গ্যাসের সরবরাহ আরও কমিয়ে দিয়েছে রাশিয়া। নর্ড স্ট্রিম-১ পাইপলাইনের মাধ্যমে জার্মানিতে গ্যাসের সরবরাহ সামর্থ্যের ২০ শতাংশ কমিয়ে দেয় মস্কো। ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের জ্বালানিমন্ত্রী আসন্ন শীতে ১৫ শতাংশ গ্যাস ব্যবহার কমানোর আহ্বান জানান।

এ ঘোষণার মাধ্যমে ইউরোপ প্রমাণ করতে চায়, রাশিয়ার চাপে তারা মাথানত করছে না এবং ইউক্রেনকে একা ফেলে রেখে যাচ্ছে না। চাহিদা কমানোর উদ্দেশ্য থেকেই এ সিদ্ধান্ত। কিন্তু সেটা নিশ্চিতভাবেই মন্দার মতো পরিস্থিতি তৈরি করছে। গ্যাসের সরবরাহ কমিয়ে দেওয়ার ঘোষণার পর বিশ্লেষকেরা বলেছেন, শীতের আগে ইউরোপ ৮০ শতাংশ গ্যাস মজুতের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, তা পূরণ হবে না।

যদিও ইউরোপ দেরিতে হলেও স্পষ্ট একটা অবস্থানে এসেছে। সেটা হলো, গ্যাসের জন্য রাশিয়ার ওপর নির্ভরতা যেকোনো মূল্যে বন্ধ করা। যত দিন রাশিয়ার ওপর এই নির্ভরতা থাকবে, তত দিন পর্যন্ত ক্রেমলিন ইউরোপকে যতটা সম্ভব যন্ত্রণা দিয়ে যাবে।



বিশ্বে সর্বশেষ দেখা দেওয়া জ্বালানিসংকটের সময় ইউরোপ ও এর মিত্রদের হাতে তেলের বাজারের বড় অংশের নিয়ন্ত্রণ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই মধ্যপ্রাচ্যের তেলের বাজার নিয়ন্ত্রণ করত ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র। সে সময়ে ব্রিটিশ সরকার পেট্রোলিয়াম যুদ্ধসংক্রান্ত বিভাগ এবং পেট্রোলিয়াম বোর্ড গঠন করেছিল। এর মধ্য দিয়ে যুদ্ধকালে জ্বালানির সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য সব মিত্রদেশের জ্বালানি সংস্থাকে এক ছাতার নিচে আনা হয়েছিল।

জার্মানিতে করা সাম্প্রতিক একটি জরিপে দেখা যাচ্ছে, ৫৮ শতাংশ মানুষ জার্মানিতে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব সত্ত্বেও রাশিয়ার ওপর আরোপ করা নিষেধাজ্ঞার পক্ষে। এই সংখ্যা যাতে ক্রমাগত কমে যায়, সেই কাজই করে যাচ্ছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তাঁর উদ্দেশ্য হলো জনসমর্থনটা যেন এতটা কমে যায়, যাতে ইউক্রেনকে সহায়তা করার নীতি থেকে সরে আসতে বাধ্য হয় জার্মানি। অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার ফলে যে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে, তাতে জনসমর্থন হারাতে হচ্ছে ইউরোপের সরকারগুলোকে।

ইউরোপকে এখন একই সঙ্গে তিনটি কঠিন কাজ চালিয়ে যেতে হচ্ছে। ঘাটতি গ্যাস দিয়ে শিল্পোৎপাদন অব্যাহত রাখা, ইউক্রেন যুদ্ধে সহায়তা করে যাওয়া এবং জীবন-জীবিকার সংকটের মুখেও রাশিয়াকে দেওয়া নিষেধাজ্ঞার ওপর জনসমর্থন টিকিয়ে রাখা। রাশিয়া ও পশ্চিমের মধ্যকার চলমান ভূ-অর্থনৈতিক যুদ্ধে স্বাভাবিকভাবেই জ্বালানি গুরুত্বপূর্ণ একটি লড়াইয়ের ক্ষেত্র। ইউরোপকে এখন জ্বালানিতে নিজেদের শক্তিশালী করা প্রয়োজন। এ জন্য ইউরোপের সরকারগুলোকে অনিবার্যভাবে কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। কিন্তু জ্বালানির সরবরাহ-ঘাটতির যে সমস্যা, সেটা তড়িঘড়ি করে সমাধান করতে গেলে উল্টো ফল ফলতে পারে।

বিশ্বে সর্বশেষ দেখা দেওয়া জ্বালানিসংকটের সময় ইউরোপ ও এর মিত্রদের হাতে তেলের বাজারের বড় অংশের নিয়ন্ত্রণ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই মধ্যপ্রাচ্যের তেলের বাজার নিয়ন্ত্রণ করত ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র। সে সময়ে ব্রিটিশ সরকার পেট্রোলিয়াম যুদ্ধসংক্রান্ত বিভাগ এবং পেট্রোলিয়াম বোর্ড গঠন করেছিল। এর মধ্য দিয়ে যুদ্ধকালে জ্বালানির সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য সব মিত্রদেশের জ্বালানি সংস্থাকে এক ছাতার নিচে আনা হয়েছিল।

আজ বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহব্যবস্থার মালিকানা আরও বহুমুখী। সে কারণেই শীত আসার আগেই জ্বালানি খাতে বিশ্বের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা ও ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানিগুলোকে একত্রে বসে একটা কৌশল প্রণয়ন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। কিন্তু সুযোগগুলো হেলায় হারানো হচ্ছে।

গত জুনে জি-৭ সম্মেলনে গ্যাস উৎপাদনে চুক্তি করতে ব্যর্থ হয়েছেন নেতারা। আসছে নভেম্বর জি-২০ সম্মেলনে জ্বালানিক্ষেত্রে বড় কোনো অগ্রগতি হবে, এমনটা আশা করা যায় না।

তবে ইউরোপীয় নেতাদের সামনে একটি সুযোগ রয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে ইতালির মিলানে গ্যাসটেক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জ্বালানিমন্ত্রী এবং শিল্প খাতের নির্বাহীরা থাকবেন। এর পরপরই জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন। জ্বালানি কূটনীতির সুযোগ কাজে লাগাতে হলে এখন থেকেই প্রস্তুতি দরকার।

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ মনোজ দে

লেখক: ম্যাক্সিমিলান হেস ফরেন পলিসি রিসার্চের ফেলো

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী
● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসার নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
ন্যূনতম ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
চলে যেতে ফেডারেল মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

পেলোসির তাইওয়ান সফর

(১২ পাতার পর)

অতিক্রম করার জন্য তাদের এসইউ-৩৫ যুদ্ধবিমান পাঠায়। পিএলএর ইস্টার্ন থিয়েটার কমান্ড মঙ্গলবার রাত থেকে দ্বীপটির উত্তর, দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যৌথ নৌ ও বিমান মহড়া, তাইওয়ান প্রণালিতে দূরপাল্লার আর্টিলারি শুটিং এবং দ্বীপের পূর্ব দিকে সমুদ্র অঞ্চলে প্রচলিত ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার মহড়ার মাধ্যমে তাইওয়ান দ্বীপের চারপাশে যৌথ সামরিক অভিযান পরিচালনা করে। এ ছাড়া পিএলএ বৃহস্পতিবার (আজ) থেকে আগামী রবিবার পর্যন্ত তাইওয়ান দ্বীপকে ঘিরে লাইভ-ফায়ার মহড়াসহ গুরুত্বপূর্ণ সামরিক মহড়া এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

তাইওয়ান প্রণালির 'মধ্যবর্তী লাইন' কার্যত ভেঙে ফেলা থেকে শুরু করে তাইওয়ানের দক্ষিণ-পশ্চিম 'আকাশসীমা' এবং দ্বীপটির চারপাশে বৃত্তাকারে পিএলএর নিয়মিত বিমান টহল এটাই স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে তাইওয়ান প্রণালি আন্তর্জাতিক জলসীমা নয়। বরং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র ও তাইওয়ানের প্রতিটি উসকানিমূলক পদক্ষেপের বিপরীতে তাইওয়ান প্রণালির ওপর মূল ভূখণ্ডের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালী করা হয়েছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না।

তৃতীয়ত, চীনের পাল্টা পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয় পুনর্মিলনের প্রক্রিয়াকে উন্নীত করা। মাতৃভূমির পুনর্মিলন অর্জনের সময় ও গতি সর্বদা দৃঢ়ভাবে আমাদের নিজের হাতে রয়েছে। তাইওয়ানকে সমর্থন করার জন্য এবং মূল ভূখণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তারা যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করুক না কেন, পেলোসির মতো শক্তিগুলো এই ঐতিহাসিক ও আইনি সত্যকে পরিবর্তন করতে পারবে না যে তাইওয়ান চীনের অন্তর্গত। এ ছাড়া তারা চীনের সম্পূর্ণ পুনর্মিলন উপলব্ধি করার প্রবণতাকেও বাধা দিতে পারে না। এটা মনে রাখা উচিত যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বহিঃশক্তি ও ডিপিপি নেতৃত্ব প্রতিটি পদক্ষেপের মাধ্যমে যতই তাদের গোপন আঁতাত ও উসকানির পরিমাণ বাড়াক না কেন, চীন আরো দ্রুত পুনর্মিলনকে অনুভব করবে।

'উপদ্রবের রাজনৈতিক দেবতা'র মতো পেলোসি তাইওয়ানে ঝুঁকি ও উত্তেজনা আনা ছাড়া এ অঞ্চলের জন্য কোনো ভালো কাজ করেননি। তাইওয়ানের কিছু মিডিয়া প্রকাশ করেছে যে ডিপিপি কর্তৃপক্ষ গোপনে পেলোসিকে দেওয়া তাদের আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করে নিয়েছে; কিন্তু মার্কিন রাজনীতিবিদের ভয়ে অভ্যর্থনার ব্যবস্থা তারা ঠিকই অব্যাহত রাখে। এই সংবাদটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক, কারণ এটি ডিপিপি কর্তৃপক্ষের নিচু ও জঘন্য মানসিকতা এবং তাইওয়ানের প্রতি পেলোসির গোঁয়ার্তুমি ও স্বার্থপর মনোভাবকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে। সুতরাং এই সফর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাইওয়ানের মধ্যে সম্পর্কের একটি সত্যিকারের মাইক্রোকোজম (বড় কিছুর ক্ষুদ্র প্রকাশ)।

সূত্র: সম্পাদকীয়, গ্লোবাল টাইমস (চীন)

ভাষান্তর: আফছার আহমেদ

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

কংগ্রেসে দীর্ঘ সময়ের অবৈধ অভিবাসীদের নিয়মিত কারণের বিল উত্থাপনঃ

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের একদল সদস্য সম্প্রতি একটি বিল উত্থাপন করেছেন। যে বিলটি পাশ হলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রায় ৮ মিলিয়ন বৈধ কাগজপাত্রহীন অভিবাসী যারা দীর্ঘদিন এদেশে বসবাসর করছেন, তারা লাভবান হবেন। বিলটিতে বলা হয়েছে, এদেশে ৭ বছর একটানা বসবাসের পর গ্রীনকার্ডের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

বিলটিতে ১৯২৯ সালের ইমিগ্রেশন আইনের ধারাসমূহের নবায়ন সম্পর্কে বলা হয়েছে। এটি এমন একটি পদ্ধতি যা রোলিং রেজিষ্ট্রি তারিখের ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে। সৎ চরিত্রের অধিকারী বৈধ কাগজপত্রহীন অভিবাবসী যারা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এদেশে বসবাস করে আসছেন তারা এই নতুন ব্যবস্থায় উপকৃত হবেন।

বিলটি উত্থাপন করেছেন ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্র্যাট কংগ্রেস প্রতিনিধি যো লফগ্রেন, লো কোরিয়া এবং নরমা টোরেস। নিউইয়র্কের ডেমোক্র্যাট কংগ্রেস প্রতিনিধি এ্যাড্রিয়ানো এসপেইলট এবং গ্রেস মেং, প্রতিনিধি জেসাস গার্সিয়া (ডি-১১১)। প্রধান এসব কংগ্রেস প্রনিধিকে সমর্থন জানিয়েছেন আরও ৪৬ জন ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি।

বর্তমান আইন অনুযায়ী, একজন অভিবাসীকে অবশ্যই ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারীর পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে হবে এবং তারপর থেকে বিরাহমীন এদেশে বাস করতে হবে। কেননা, ১৯৮৬ সালের পর এই তারিখটি আর আপডেট করা হয়নি। এই আইনে প্রায় ১ কোটি অবৈধ অভিবাসী লাভবান হতে পারে।

নির্দিষ্ট তারিখের পরিবর্তে যদি রোলিং ডেট ব্যবস্থা চালু হয় তবে এই ধারাটি চালু রাখতে ভবিষ্যতে কংগ্রেসকে আবার বিলটি আপডেট করার প্রয়োজন হবে না। বিলটি পাশ হলে প্রায় ৮০ লাখ ইমিগ্র্যান্ট উপকৃত হতে পারে।

কাগজপত্রহীন অভিবাসীদের জন্য পরিচয় পত্রঃ

অবৈধ অভিবাসীদের জন্য বাইডেন প্রশাসন নতুন জাতীয় পরিচয় পত্রের প্রস্তাব করেছেন। এই আইডি কার্ডের নাম 'সিকিউর ডকেট কাউস'। যারা যুক্তরাষ্ট্র-ম্যাক্সিকো সীমান্ত দিয়ে এসেছে এবং অভিবাসী বৈধ স্ট্যাটাস ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছে তাদের সাময়িকভাবে এই কার্ড দেয়া হবে। কার্ডের ছবিসহ অন্যান্য বায়োগ্রাফিকাল তথ্য সন্নিবেশিত থাকবে। থাকবে কিউ আর কোড যা দিয়ে কার্ডধারীরা অনলাইনে আদালতের তথ্য এবং ইমিগ্রেশনের কাগজপত্র পেতে পারেন। এই কর্মসূচির লক্ষ্য ইমিগ্রেশন ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের বোঝা হালকা করা। এই আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে আদালতের শুনানীর জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষা বা বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারী দফতর সমূহে সশরীরে গিয়ে খোঁজ নেয়ার হয়রানী থেকে অভিবাসীদের মুক্তি দেবে। জাতীয় আইডি ব্যবস্থা চলতি ইমিগ্রেশন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে এবং অবৈধ অভিবাসী, আইন প্রয়োগকারী অফিসার এবং সরকারী কর্তাদের মধ্যে যোগাযোগের সুযোগ এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।

এছাড়াও এই আইডি কার্ড অবৈধ ইমিগ্র্যান্টদের যুক্তরাষ্ট্রে তাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনকে সহজ করবে। আইডি কার্ড ব্যতিত অভিবাসীদের গৃহসংস্থান স্বাস্থ্য সেবা, পরিবহন এবং স্টেটের বিভিন্ন সুবিধা প্রাপ্তি কঠিন হবে। কার্ডধারীরা যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে বিমানে চলাচলও নির্বিঘ্নে করতে পারবে। ট্রান্সপোর্টেশন সিকিউরিটি এ্যাডমিনিস্ট্রেশন (টিএসএ) ভ্রমণের ব্যাপারে বৈধ পরিচয়ের জন্য কতিপয় ইমিগ্রেশন কাগজকে গ্রহণ করছে।

বাইডেন প্রশাসন এই পাইলট কর্মসূচির জন্য আসন্ন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টের (ডিএইচএস) ব্যয় বিলে ১০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেছে। এই প্রস্তাবতা বাস্তবায়নের জন্য ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস শেষ হওয়ার আগেই ডেমোক্র্যাট এই বিলে কংগ্রেসের অনুমোদন চায়।

আগস্ট ২০২২ এর ভিসা বুলেটিনঃ

যুক্তরাষ্ট্রে স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) আগস্ট ২০২২ এর ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে।

ফ্যামিলি স্পন্সরড অগ্রাধিকারঃ

প্রথম (এফ-ওয়ান) আমেরিকান নাগরিকদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যাঃ (২১ বছর বা তদুর্ধ)ঃ ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ (এফ-৩) আমেরিকান নাগরিকদের বিবাহিত পুত্র-কন্যাঃ ২২ নভেম্বর ২০০৮।

চতুর্থঃ (এফ-৪) বয়স্ক আমেরিকান নাগরিকদের ভাই ও বোনঃ ২২ মার্চ ২০০৭।

আরও বিস্তারিত জানতে স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইটে যোগাযোগ করুন।



দ্বিতীয়ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী, অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাঃ

এ (এফ-২এ) পারমানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী ও ২১ নিম্ন বয়সের কন্যাঃ চলতি।

বি (এফ-২বি) পারমানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা ডিসেম্বর ১, ২০১৪।

কুইন্স থেকে এস চৌধুরীর প্রশ্নঃ

আমার স্ত্রী একজন ইউএস সিটিজেন। একজন ইউএস সিটিজেন হিসেবে সে আমার জন্যে আবেদন করেছিলো তার আবেদনের প্রেক্ষিতে আমি ইন্টারভিউ এর চিঠি পেয়েছিলোম। কিন্তু আমি ঐ দিন ইন্টারভিউ এ উপস্থিত হতে পারি নি।

ইন্টারভিউ এর দিন উপস্থিত হতে না পারার জন্যে আমার কেস অস্বীকৃত হয়ে গেছে। ইন্টারভিউ দিতে না পাবার কারণে কেস অস্বীকৃত হয়ে যাবে এমনিট বুঝতে পারি নি। এই অবস্থায় এখন আমার কী করণীয়? এই অবস্থায় আপনার পরামর্শ কামনা করিছ।

এস চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার প্রশ্নের মত প্রায় একই ধরনের প্রশ্ন আমরা প্রায়শই পেয়ে থাকি। সে কারণে আপনারা যদি নিয়মিত আমাদের এই বিভাগ পড়েন তবে তা থেকে হয়তো আপনার প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পেয়ে যাবেন।

যথাসময়ে ইন্টারভিউ-এ উপস্থিত হতে না পারার জন্যে আপনার কেস অস্বীকৃত হয়ে গেছে। কেস অস্বীকৃত হয়ে যাবার কারণে সাধারণতঃ তিনটি বিকল্প থাকেঃ ১) ফাইল রি-ওপেনের জন্য মোশন করা, ২) আপীল করা, ৩) স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্য ফাইল করা।

ফাইল রি-ওপেনের জন্য মোশানঃ

কেস রি-ওপেনের জন্য একই অফিসে ফাইল করতে হয়। যেসব তথ্যপাত্র প্রয়োজন সেগুলো কাছে ছিলনা ফলে ইন্টারভিউ এ উপস্থিত হতে না পরা- এসব প্রমানসহ ফাইল করা হয়ত সঙ্গত বলে বিবেচিত হবার কথা। আপীল বা ফাইল করার চেয়ে এতে সময় কম লাগে।

আপীলঃ

আপনার কেসের ব্যাপারে ইমিগ্রেশন অফিসার যে সিদ্ধান্ত নেবেন তাতে যদি আপনি সম্মত না হন তবে আপীর করা যায়।

রি-ফাইলিংঃ

ফ্যামিলি ভিত্তিক স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এবং আই-১৩০ কেস রি-ফাইল করা যায়- কেসটি অস্বীকৃত হয়ে যাবার পরে।

আপনার মত এই ধরনের কেসের ক্ষেত্রে মোশান অথবা রি-ওফেন কোনটার ব্যাপারেই ফাইল করা যাবে না। রি-স্ট্যাজুয়েলের জন্য অনুরোধ করা যায় এবং আবেদনকারী যদি ইন্টারভিউ এর দিন উপস্থিত না থাকনে কিংবা ইন্টারভিউ তারিখের জন্য অনুরোধ না করেন তখন একমাত্র ব্যবস্থা রি-ফাইলিং করা। আপনাকে ইন্টারভিউ এর জন্য ডাকা হবে আপনার রি-ফাইলিং এর তারিখ অনুযোয়ী।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

সাম্প্রদায়িক সহিংসতা

বড় ভূমিকম্পের আগে ছোট ছোট কম্পন?

নূরুননবী শান্ত

এদিকে, ১৯৪৮ সালেই বাঙালী মুসলমানের মোহভঙ্গ হয় প্রথমত ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে। এর পর আসে মুসলমান হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার প্রশ্ন। ধর্মীয় রাষ্ট্রের অতি-মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াইয়ে জয়ী হয়ে ১৯৭১ সালে যখন ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়, তখনও এ দেশে মোট জনসংখ্যার ২১ শতাংশ ছিল হিন্দু।

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সহিংসতাকে আর 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা' হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। সর্বশেষ গত রোববার ঝিনাইদহের শৈলকুপায় হিন্দুপল্লিতে হামলার ঘটনা ঘটেছে। আর এটি ঘটেছে নড়াইলের সাহাপাড়ার হিন্দুদের ওপর হামলা ও তাদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগের ঘটনার রেশ শেষ না হতেই। এর কিছুদিন আগে নড়াইলেই ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে একজন কলেজ অধ্যক্ষের গলায় জুতার মালা পরানো হয়েছিল পুলিশের উপস্থিতিতে। সাম্প্রতিক সময়ের আরও কিছু অঘটনের মধ্যে রয়েছে- মিথ্যা অভিযোগে বিজ্ঞান শিক্ষক হৃদয় মন্ডলকে হেনস্তা, রংপুরের ঠাকুরপাড়া গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া, পাটগ্রামে কোরআন অবমাননার অভিযোগে জুয়েলকে হত্যা, কুমিল্লার মন্দিরে কোরআন রেখে দিয়ে সহিংসতা ও প্রাণহানি। এই তালিকায় আরও জনপদের নাম যোগ করা যাবে- নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নবীনগর, সাঁথিয়া, ভোলার বোরহানউদ্দিন।

একই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত সহিংসতার পুনরাবৃত্তি আশঙ্কাজনক। প্রতিটি ঘটনার পর সরকার কঠোর অবস্থানের কথা ঘোষণা করেছে। তবু কোথাও না কোথাও শৈথিল্যের ফাঁক গলে বারবার একই কায়দায় সাম্প্রদায়িকতার অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। শিক্ষা-বাণিজ্য কমিটির বিশেষ পদ অধিকারের পথে কেউ বাধা হয়ে বসে ফেসবুকে সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম ইসলামের অবমাননা কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার অজুহাত তুলে ঘটানো হচ্ছে একের পর এক নির্মম, সহিংস, ধ্বংসাত্মক সাম্প্রদায়িক ঘটনা। প্রায় প্রতিটি ঘটনায় অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হলেও মিথ্যা অভিযোগকারী বা গুজব রটনাকারীকে কিছুতেই চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না। ফলে আক্রান্ত মানুষ যারা বেঁচে যায়; ক্ষত-বিক্ষত হয়ে তারা হয় সন্ত্রস্ত-অপমানিত জীবন কাটায়; নয়তো উপায় থাকলে ত্যাগ করে জন্মভূমি।

সাম্প্রদায়িক ঘৃণা এ অঞ্চলে নতুন নয় এবং তা নয় একপক্ষীয়ও। এ বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়েই পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল। মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশ। ওই একবারই বাঙালি ধর্মভিত্তিক রাজনীতি মেনে নিয়েছিল। তার পরও ১৯৪৭ সালের নতুন পূর্ব পাকিস্তানে ৪০ শতাংশ মানুষই ছিল হিন্দু। ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান থেকে ভয়ে প্রথমে ধনী হিন্দুরা, পরে পাকিস্তান সরকারের হিন্দুবিদ্বেষী নীতির কারণে অন্য হিন্দুরা পাকিস্তান থেকে চলে যেতে শুরু করে হিন্দুস্তান তথা ভারতে।

এদিকে, ১৯৪৮ সালেই বাঙালী মুসলমানের মোহভঙ্গ হয় প্রথমত ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে। এর পর আসে মুসলমান হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার প্রশ্ন। ধর্মীয় রাষ্ট্রের অতি-মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াইয়ে জয়ী হয়ে ১৯৭১ সালে যখন ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়, তখনও এ দেশে মোট জনসংখ্যার ২১ শতাংশ ছিল হিন্দু।

স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি হিসেবেই শুধু গ্রহণ করা হয়নি; ধর্মের নামে রাজনৈতিক দল গঠনও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। সেক্যুলারিজমের বাংলা হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করা হয়েছিল বাঙালির নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা এবং সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ লালন-পালন করার উদ্দেশ্যে। ১৯৭২ সালের সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে বলা হয়েছে :ধর্মনিরপেক্ষতা বাস্তবায়নের জন্য- (ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, (খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদান, (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার, (ঘ) কোনো বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তার ওপর নিপীড়ন বিলোপ করা হবে। এ ছাড়া ২৮ ও ২৯ অনুচ্ছেদেও ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন না করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর জেনারেল জিয়াউর রহমান সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ মুছে ফেলেন এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ওপর সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেন। এর ফলে ফিরে আসে ধর্মীয় রাজনীতি। এর পর জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করে সংবিধানে যুক্ত করেন রাষ্ট্রধর্ম-ইসলাম।

এখন বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্ম ইসলামভিত্তিক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল ১০টি- বাংলাদেশ তরীকত ফেডারেশন, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ, ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ, ইসলামী ঐক্যজোট, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট ও খেলাফত মজলিস। আদালতের নির্দেশে বাতিল হয়েছে জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন। বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু জোট এবং বাংলাদেশ জনতা পার্টির মতো সংখ্যালঘুর ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলও আছে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপিরও আছে ইসলামভিত্তিক সহযোগী সংগঠন।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ ফিরে এলেও বহাল থাকে রাষ্ট্রধর্ম। সংবিধানে সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মের প্রাধান্য ধর্মনিরপেক্ষতাকে জটিল করে তোলে। সাংঘর্ষিক সাংবিধানিক নীতির প্রভাব রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যক্তিগত জীবনে পড়ারই কথা। দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় তো এর প্রভাব স্পষ্ট। এ ছাড়া ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনা বিস্তারের অন্যতম প্রধান মাধ্যম ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক চর্চা অব্যাহত রাখার প্রতি প্রাতিষ্ঠানিক নজর কমই চোখে পড়ে। ব্যবস্থা দ্বারা অসাম্প্রদায়িকতার শিক্ষা বিস্তৃত করার উদ্যোগই পারে নতুন প্রজন্মের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা গড়ে তুলতে। সাম্প্রদায়িক সহিংসতা প্রতিরোধে অসাম্প্রদায়িক চেতনা গড়ে তোলার যথাযথ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার বিকল্প নেই।

লেখক: গল্পকার, অনুবাদক





জনশক্তি ও প্রবীণ জনগোষ্ঠী নিয়ে ভাবতে হবে

এমএ খালেক

সর্বশেষ জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২-এর তথ্য মোতাবেক দেশের মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৫০ লাখ ৫৮ হাজার ৬১৬। ২০১১ সালে যে জনশুমারি হয়েছিল, তাতে দেশের মোট জনসংখ্যা ছিল ১৪ কোটি ৪০ লাখ ৪৩ হাজার ৬৯৭। অর্থাৎ এক দশকের ব্যবধানে জনসংখ্যা ২ কোটি ১১ লাখ বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিছুটা কমেছে।

২০১১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১ দশমিক ৩৭ শতাংশ। এখন তা ১ দশমিক ২২ শতাংশে নেমে এসেছে। সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়ে ৭৪ দশমিক ৬৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। মোট জনসংখ্যার মধ্যে নারী ৮ কোটি ৩৩ লাখ, পুরুষ ৮ কোটি ১৭ লাখ এবং তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ ১২ হাজার ৬২৯ জন। প্রথমবারের মতো দেশে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশি হয়েছে। দেশে জনঘনত্বের হার বেড়েছে। ২০১১ সালে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনঘনত্ব ছিল ৯৭৬ জন। এখন তা ১ হাজার ১১৯ জনে উন্নীত হয়েছে। দেশে তরুণ জনশক্তি, যাদের বয়স ১৫ থেকে ২৯ বছর, তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ৫৯-এ। এ আদম শুমারি ও গৃহগণনা নিয়ে নানা মহল থেকে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। বিশেষ করে বর্ষাকালে এ গণনা করা হয়েছে বলে প্রকৃত চিত্র সব ক্ষেত্রে উঠে আসেনি বলে অনেকেই মনে করছেন।

জনশুমারির তথ্যে উঠে এসেছে, দেশে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে। ৬০ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সিদের আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবীণ বলা হয়। সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে, দেশে এখন প্রবীণ মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৫৩ লাখ ২৬ হাজার ৭১৯। এটি মোট জনসংখ্যার ৯ দশমিক ২৮ শতাংশ। ২০১১ সালে দেশে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর হার ছিল ৭ দশমিক ৪৭ শতাংশ। ২০০১ সালে ছিল ৬ দশমিক ২৩ শতাংশ। ২০০১ সাল থেকে পরবর্তী দশ বছরে দেশে প্রবীণের সংখ্যা বেড়েছিল ১ দশমিক ২৪ শতাংশ। পরবর্তী ১০ বছরে এ সংখ্যা বেড়েছে ১ দশমিক ৮১ শতাংশ। এর অর্থ হচ্ছে, প্রবীণের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। একদিকে জন্মহার কমে যাওয়া এবং নানা ধরনের আধুনিক চিকিৎসা কার্যক্রম সম্প্রসারিত হওয়ার কারণে দেশে মৃত্যুহার ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এ অবস্থায় প্রবীণ জনসংখ্যা বেড়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। একটি দেশের মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশের বেশি যখন ১৫ থেকে ৬০ বছর বয়সি হয়, তখন সেই অবস্থাকে বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বলা হয়। বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থা একটি দেশের উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে অনুকূল। জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞদের মতে, একটি দেশে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থা একবারই আসে। আবার কারও কারও মতে, হাজার বছরে একবার এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট জনসংখ্যার ৬৬ শতাংশের মতো কর্মক্ষম। ২০০০ সাল থেকে বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থায় প্রবেশ করেছে এবং এটি ২০৩৫/২০৩৬ সাল পর্যন্ত চলতে থাকবে। তারপর আমরা আর ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থার সুযোগ পাব না। কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থার সুফল কাজে লাগানোর মতো তেমন কোনো উদ্যোগ লক্ষ করা যাচ্ছে না। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থা উত্তীর্ণ হলে একটি দেশের অর্থনীতি কেমন পরিণতি ভোগ করতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে জাপান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপান ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থায় প্রবেশ করে। সেই অবস্থাকে তারা সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়। এরপর ৪৪ বছর ধরে জাপান বিশ্ব অর্থনীতিতে দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তি হিসাবে বিরাজমান ছিল। সম্প্রতি জাপান চীনের কাছে তার অবস্থান হারিয়েছে। চীন এখন বিশ্ব অর্থনীতিতে দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থা অতিক্রান্ত হলে দেশে প্রবীণের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। দেশে কর্মক্ষম মানুষের হার কমে যায়। জাপান এ অবস্থায় রয়েছে। বাংলাদেশ দ্রুত ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড পেরিয়ে যাচ্ছে। আগামীতে মোট জনসংখ্যার বেশি-রভাগই হবে প্রবীণ। সে অবস্থায় দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম কিছুটা হলেও স্থবির হয়ে যেতে বাধ্য।

বাংলাদেশ আবেগে চলা একটি দেশ। আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য লালায়িত; কিন্তু কীভাবে সেই উন্নয়ন হবে তা নিয়ে আমাদের তেমন কোনো পরিকল্পনা নেই। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন যে ক'টি পিলারের ওপর নির্ভর করে টিকে আছে, তার প্রায় সবই ভঙ্গুর এবং কোনোভাবেই টেকসই বলা যাবে না। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপিত হচ্ছে। এ নিয়ে আমরা বেশ উল্লসিত। এতে প্রচুর পরিমাণ স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রা ত্বরান্বিত হবে, এটি কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু এ অর্থনৈতিক অঞ্চলের সুফল ভোগ করতে আমরা কতটা প্রস্তুত?

> ***সঞ্চয়ের হার কী হবে বা কতটুকু হবে তা নির্ভর করে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ওপর। আমরা আগাখানী বা ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের কথা জানি। এই সম্প্রদায়টি প্রধানত ব্যবসানির্ভর। ব্যবসায় টাকা খাটিয়ে এরা আয়-রোজগার করে। ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের ভোগস্পৃহা সম্পর্কে এক ধরনের প্রবাদ আছে।***

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে বেকার সমস্যা। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো স্থাপিত হলে সেখানে প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। কিন্তু সেই কর্মসংস্থানের সুযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা কি প্রস্তুত আছি? বিদেশি বিনিয়োগকারীরা তাদের উদ্বৃত্ত পুঁজি নিয়ে বাংলাদেশে আসবেন। তারা এখানে বিনিয়োগ করবেন। কিন্তু শ্রমশক্তির জোগান তো স্থানী-য়ভাবে দিতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশের শ্রমশক্তি মোটেও প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ নন। বিদেশে বিনিয়োগকারীরা অদক্ষ শ্রমশক্তি তাদের প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দিয়ে নিশ্চয়ই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবেন না। তারা যে কোনো মূল্যেই হোক দক্ষ এবং প্রশিক্ষিত শ্রমশক্তি জোগাড় করতে চাইবেন। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যদি উপযুক্ত দক্ষ এবং প্রশিক্ষিত শ্রমশক্তির জোগান দিতে না পারে, তাহলে আশপাশের দেশ থেকে তা সংগ্রহ করবেন। আর আমরা তো বিদেশ থেকে শ্রমশক্তি ব্যবস্থা সহজীকরণ করে রেখেছি। আগে একজন বিদেশি শ্রমিক বাংলাদেশে কর্মরত অবস্থায় যে বেতন-ভাতা পেতেন, তার ৭৫ শতাংশ তাৎক্ষণিকভাবে দেশে পাঠাতে পারতেন। অবশিষ্ট ২৫ শতাংশ অর্থ থেকে স্থানীয় বিভিন্ন কর এবং তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যয় বহন করার পর যা হাতে থাকত, তা স্থানীয়ভাবে সংরক্ষণ করতে হতো। তারা যখন চূড়ান্তভাবে দেশে ফিরে যেতেন, তখন এ অর্থ দেশে নিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু এখন আইনি সংস্কারের মাধ্যমে ৮০ শতাংশ বেতন-ভাতা তাৎক্ষণিকভাবে দেশে পাঠানোর অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। অবশিষ্ট ২০ শতাংশ অর্থ দিয়ে স্থানীয় ট্যাক্স পরিশোধ ও থাকা-খাওয়ার ব্যয় নির্বাহের পর যা হাতে থাকবে, তা দেশে পাঠাতে পারবেন। এ আইনি সংস্কারের ফলে বিদেশি শ্রমিকদের জন্য বাংলাদেশে কাজ করা আগের চেয়ে সহজ হয়েছে। অর্থাৎ ১০০ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপিত হলে সেখানে যাতে বিদেশি শ্রমিকরা কাজ করার ক্ষেত্রে আগ্রহবোধ করেন, তার ব্যবস্থা করে রাখা হলো।

এবারের জনসংখ্যা শুমারি নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। তারপরও প্রাপ্ত তথ্যে কিছু বতিক্রমী বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার আগের চেয়ে বেড়েছে। এ তথ্য এটাই প্রমাণ করে যে, দেশে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। কিন্তু এ লক্ষণ সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত ইতিবাচক হলেও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করলে উদ্বেগজনকই বটে। কারণ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধির অর্থ হচ্ছে দেশ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থা থেকে দ্রুত সরে আসছে। আগামীতে আমাদের দেশে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর প্রাধান্য সৃষ্টি হলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড স্তিমিত হয়ে পড়তে পারে। সরকারি পর্যায়ে উন্নয়নের নানা ফিরিস্তি গাওয়া হয়। ভাবখানা এমন যে, সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টার ফলেই দেশ শনৈ শনৈ এগিয়ে যাচ্ছে। আসলে তা নয়। সরকারের উদ্যোগের চেয়ে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থা উন্নয়নের জন্য বেশি ভূমিকা রাখছে। এ সুযোগ যদি আমরা কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারতাম, তাহলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও উচ্চতায় পৌঁছে যেত। যারা কর্মক্ষম, তারা কিন্তু সরকারের সহযোগিতার দিকে তাকিয়ে থাকে না। তারা নিজেরাই কোনো না কোনো কর্মে নিযুক্ত হয়ে আয়বর্ধন করছে। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর এবং টেকসই করতে হলে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাপকমাত্রায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। দারিদ্র্যবিমোচন আমাদের একটি অন্যতম জাতীয় অঙ্গীকার। এটি করার জন্য ব্যাপকভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু আমরা ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে চরমভাবে ব্যর্থ হচ্ছি। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল জিডিপির ২৮ শতাংশ, কিন্তু এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশের ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের হার ছিল জিডিপির ২১ দশমিক ২৪ শতাংশ, যা আগের পাঁচ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম। সদ্যসমাপ্ত অর্থবছরে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ আরও কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২৪ দশমিক ৯৪ শতাংশ। এটি কোনোভাবেই অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে দেশে বিনিয়োগের কার্যকর অনুকূল পরিবেশ নেই। বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ ইজ অব ডুয়িং বিজনেস সূচকে ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৬৭তম। এ অবস্থা নিয়ে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় প্রত্যাশা করা যায় না। সরকারি খাতে বিনিয়োগ বেড়েছে, এটি ঠিক। কিন্তু সরকারি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির অর্থই হচ্ছে দুর্নীতির হার বেড়ে যাওয়া। বাংলাদেশ যদি আগামী দিনের কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই জনশক্তি উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। কারণ মানবসম্পদ উন্নয়ন ব্যতীত কোনোভাবেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যাবে না।

বাংলাদেশে মানুষের গড় আয়ু বাড়ছে, এটি অবশ্যই একটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। এ আয়ু বৃদ্ধির বিষয়টি ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতে হবে। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান থেকে অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৫৯ বছর নির্ধারিত রয়েছে। জনগণের গড় আয়ু ৭৪ বছরের বেশি। কাজেই অবসর গ্রহণের বয়সসীমা বাড়ানো যেতে পারে। অবসর গ্রহণের পরও অনেকেই কর্মক্ষম থাকেন। অবসর গ্রহণের পর যারা কর্মক্ষম থাকেন, তাদের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে আয়বর্ধক উৎপাদনশীল কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। তাদের বিভিন্ন আনন্দময় আয়বর্ধক কাজে নিয়োজিত করা যেতে পারে। এটি করা হলে দেশের জনসংখ্যার একটি অংশ কাজে ফিরে আসতে পারে। এতে তাদের সময় ভালো কাটবে আর দেশও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ পাবে।

লেখক: অর্থনীতি বিশ্লেষক

পেলোসির তাইওয়ান সফর চীন অল্পতেই থামছে না

অনলাইন থেকে

যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নকক্ষের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি গত মঙ্গলবার রাতে গোপনে চীনের তাইওয়ান দ্বীপে অবতরণ করেন। এর মধ্য দিয়ে তাইওয়ান প্রণালি ও চীন-মার্কিন সম্পর্কের মধ্যে তাঁরই পুঁতে রাখা মাইনটির তিনি বিস্ফোরণ ঘটালেন। এই সফরের ধরনটি কতটা বিপজ্জনক এবং পরিণতি কতটা মারাত্মক হতে পারে, সে ব্যাপারে চীন বারবার সতর্ক করে দিয়েছিল। এর পরও পেলোসি বধির হয়ে থাকলেন। আর যুক্তরাষ্ট্র সরকারও সফরটি বন্ধ করার কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নিল না। ফলে সফরটি তাইওয়ান প্রণালিজুড়ে নতুন করে উত্তেজনা ও তীব্র চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে।

এই দফায় গোটা বিশ্ব স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করল, তাইওয়ান প্রণালির স্থিতাবস্থায় কারা পরিবর্তন আনছে, কারা আগ বাড়িয়ে উসকানি দিয়েছে এবং কারা প্রণালির উভয় পারে শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে নষ্ট করছে। এটি নির্মম সত্য যে এই তিনটি বিষয় কিছু সময়ের জন্য চীনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা জনমতের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। তাইওয়ান ডেমোক্রেটিক প্রগ্রেসিভ পার্টির (ডিপিপি) শীর্ষ নেতৃত্ব নিজেদের 'ভিকটিম' ও সিমপ্যাথি কার্ডে পরিণত করার সুযোগ নিয়েছেন। তাই হঠাৎ করে তাইওয়ানকে ঘিরে আন্তর্জাতিক জনমত ব্যাপকভাবে আলোড়িত হয়েছে।

তবে পেলোসির তাইওয়ান সফরের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কালোকে সাদা বলার বাগ্মিতা, তার আধিপত্যবাদী মান-সিকতা ও মাস্তানি যুক্তি ও স্বাধীনতার এজেন্ডা বাস্তবায়নে ডিপিপি নেতৃত্বের মার্কিন নির্ভরতার প্রকৃত চেহারা উন্মোচিত হয়েছে। সুতরাং সফরটি ঘিরে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেনের পাল্টা মিথ্যা অভিযোগ মার্কিন মিত্র ও তার অংশীদারদের বোঝাতে পারেনি তারা কী করতে চাচ্ছে। এমনকি তারা যুক্তরাষ্ট্রের আচরণও ব্যাখ্যা করতে পারেনি। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী পল কিটিং, সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি সিয়েন লুং এবং অন্যান্য বিশ্ব নেতা চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্ভাব্য সংঘাত সৃষ্টির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের বিবৃতিগুলো নিঃসন্দেহে পেলোসির আচরণকে সমর্থন করেনি। ডিপিপি নেতৃত্বের সাধারণত শক্তি প্রদর্শনের জন্য কিছু একটা করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, যা এই সফরের পেছনে ভূমিকা রেখেছে।

সুতরাং পেলোসির নির্বোধ, বেপরোয়া ও বিপজ্জনক শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে অশুভ আঁতাত বাড়ার একটি নতুন মাত্রা, যা তাইওয়ান প্রণালির স্থিতাবস্থায় একটি গুরুতর ও ধ্বং-সাত্মক পরিবর্তন আনা এবং চীনের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ



উসকানিমূলক তৎপরতা তাইওয়ান প্রণালিজুড়ে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নষ্ট করার পুরো দায়দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্র ও ডিপিপি কর্তৃপক্ষের ওপর বর্তায়। এটি যুক্তরাষ্ট্র ও তাইওয়ান রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার প্রদর্শনী। এর ওপর চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার এক চীন নীতি এবং তিন দফা যৌথ বিবৃতির লঙ্ঘন করার পাশাপাশি এই সফর জাতিসংঘের ২৭৫৮ নম্বর প্রস্তাবকে লঙ্ঘন করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের কিছু রাজনীতিবিদ তথাকথিত 'ক্ষমতার বি-ভাজনকে' দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টাকে ছদ্মবেশ হিসেবে ব্যবহার করছেন। কিন্তু তাঁদের যুক্তি একেবারেই দানা বাঁধে না।

যেকোনো স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ কখনোই তার সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা ক্ষুণ্ন করতে বিদেশি হস্তক্ষেপকারী শক্তি ও অভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে যৌথভাবে ষড়যন্ত্র করার সুযোগ দেবে না এবং চীনের মতো একটি বড় দেশ সেটা অবশ্যই করবে না। তাই চীনের মূল স্বার্থ রক্ষার জন্য চীনের গ্রহণ করা যেকোনো পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়া বৈধ ও প্রয়োজনীয় এবং একটি সার্বভৌম দেশ হিসেবে তার অধিকার প্রয়োগ করার ক্ষমতা রয়েছে। প্রকৃ তপক্ষে পাল্টা পদক্ষেপের প্রভাব বেশি হয়ে থাকে।

এই পরিস্থিতিতে প্রথমেই পেলোসি যে ধরনের বড় ঝুঁকি তৈরি করেছেন, তা অবশ্যই তাঁর ওপর প্রতিঘাত হিসেবে ফিরিয়ে দিতে হবে। অন্য কথায়, আমাদের উচিত পেলোসির তাইওয়ান সফর ঘিরে এমন ঝুঁকি সৃষ্টি করা, যাতে তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতার অনেক বেশি মূল্য দিতে হয়। আমাদের উচিত পেলোসির মতো লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া যে তাইওয়ান এমন কোনো জায়গা নয়, যেখানে তারা চাইলেই সফর করতে পারে। মঙ্গলবার পেলোসি যে বিমানটি ব্যবহার করেছেন, সেটির রুট দেখে বোঝা যায় যে চীনের সামরিক বাহিনী পিপলস লিবারেশন আর্মির (পিএলএ) সংশ্লিষ্ট জলসীমায় চলমান সামরিক মহড়া পরিচালনা করার ভয়ে তাঁর বিমানটি দক্ষিণ চীন সাগরের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়েছিল। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, চীনের সামরিক প্রতিরোধব্যবস্থা পেলোসিকে বিপদ অনুভব করতে বাধ্য করেছে।

দ্বিতীয়ত, চীনের পাল্টা পদক্ষেপ এইটুকুতেই শেষ হবে না, বরং তা হবে দীর্ঘমেয়াদি, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও অবিচলিত অগ্রসরমাণ পদক্ষেপের সংমিশ্রণ। পেলোসি যখন তাইওয়ানের দিকে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই পিএলএর এয়ার ফোর্স তাইওয়ান প্রণালি (বাকি ংশ ৯ পাতায়)

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432 718-406-5549	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কাছে খোলা চিঠি



হাওড়তীরবর্তী কৃষি প্রধান এলাকার কৃষকদের মাঝে সুদ বিহীন ঋণ চাই, ন্যায্য মূল্যে বীজ ও কীটনাশক সরবরাহ চাই। রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন চাই। সুচিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করন চাই।

মৌলভীবাজার জেলার অর্ন্তগত দেশের সর্ব বৃহৎ হাওড় 'হাকালুকি' এবং রাজনগর উপজেলার 'কাউয়া দিঘি' হাওড় এলাকা সহ জেলার জুড়ী নদী, ফানাই নদী ও ধলাই নদী তীরবর্তী বন্যাকবলিত এলাকার লাখ লাখ মানুষ পানি বন্দী ছিলো। এদের মধ্যে অনেকেই বন্যাকালীন সময়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে আত্মীয় স্বজনের বাড়ী, বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়ে দিনাতিপাত করেছেন। হাকালুকি হাওড় পাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম তীরবর্তী নওয়াগাঁও, বেরকুড়ি, খামাউড়া, শাহমীর, শশারকান্দি, বাদে ভূকশিমইল, ভূকশিমইল, মুক্তাজিপুর, জাবদা সহ প্রায় ৩০-৩৫ টি গ্রামের রাস্তাঘাট, অগনিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যাকালীন সময়ে জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, সরকারী-বেসরকারী দায়িত্বরত কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সামাজিক বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে ও এলাকার বিত্তবানরা নগদ অর্থ সহ ত্রাণ সহায়তা প্রদান করেছেন। অত্র এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা-ঘাট ও বিভিন্ন প্রতিষ্টানের ক্ষয়-ক্ষতির বিষয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এবং প্রেস মিডিয়াতে তুলে ধরেছেন, সরজমিনে যারা গেছেন তারা সবাই অবহিত আছেন। বিশেষ করে ভাটেরা, বরমচাল, ভূকশিমইল, কাদিপুর এবং জয়চন্ডী ইউনিয়নের রাস্তা-ঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। স্ব স্ব ইউ-নিয়ন পরিষদের মাধ্যমেও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবরে তালিকা প্রদান করা হয়েছে।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ভাটি অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবন মান উন্নয়নের স্বার্থে রাস্তা-ঘাট, সংস্কার চাই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংস্কার মেরামত চাই। এই সব এলাকায় সাধারণ মানুষের চিকিৎসার সুব্যবস্থা চাই।

কৃষি প্রধান এলাকাটির কৃষি খামার রক্ষার্থে স্বল্প সুদে কৃষি ঋণ সরবরাহ, স্বল্প মূল্যে বীজ ও কী-টনাশক সরবরাহ ব্যবস্থা গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে।

-আহমদ কবির রিপন
(হাকালুকি হাওড় এলাকা)
সাবেক প্রাথমিক শিক্ষক
সাবেক ইউপি সদস্য ভাটেরা
কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল গুয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com





হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, **Autism, Autistic,** শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

- বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
- অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

অস্থিতিশীল বিশ্ব অর্থনীতি এবং বাংলাদেশ



ড. আতিউর রহমান

এ বছর বাংলাদেশের অর্থনীতি কভিড-সংকট কাটিয়ে নতুন করে পুনর্জাগরণের জন্য তৈরি হচ্ছিল। মহামারির কারণে এমনিতেই বিশ্ব সরবরাহ চেইন নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। আর সারা বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকার মহামারির কারণে অর্থনীতি যাতে নিস্তেজ না হয়ে যায় সেটি খেয়াল করছিল। তাই বিপুল পরিমাণ তারল্য পাম্প করতে থাকে তারা তাদের অর্থনীতিতে।

আমরাও জিডিপির ৬ শতাংশের মতো প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় সস্তায় ঋণ দেওয়ার উদ্যোগ নিই। স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে অর্থ ঢালতে সরকার ন্যায্যতই দ্বিধা করেনি। এমন বাস্তবতায় বিশ্বজুড়েই মূল্যস্ফীতি ছিল বাড়ন্ত। 'মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা' হিসেবে প্রায় পাঁচ মাস আগে হঠাৎ করেই শুরু হয়ে যায় ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ। এই যুদ্ধের ফলে বিশ্ব সরবরাহ চেইন আরো ভেঙে পড়ে। ইউক্রেন-রাশিয়া-বেলারুশ অঞ্চল থেকে গম, ভোজ্য তেল, সার, জ্বালানি তেল, গ্যাস সরবরাহ প্রায় বন্ধই হয়ে যায়। সবেমাত্র জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ইউক্রেনের ওডেসা বন্দর থেকে ২৬ হাজার টন খাদ্যশস্য বোঝাই একটি জাহাজ লেবাননের পথে ছেড়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে খাদ্য মূল্যস্ফীতিসহ সার্বিক মূল্যস্ফীতি সারা বিশ্বেই বেড়ে গেছে। বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞার অংশ হিসেবে বিশ্ব লেনদেন ব্যবস্থা সুইফট বন্ধ করে দেয় পশ্চিমা বিশ্ব। পাঁচ মাস ধরে বিশ্ববাণিজ্য এক অর্থে 'রোলার কোস্টারে'র মধ্য দিয়েই গেছে। একদিকে তারল্যের ছড়াছড়ি, অন্যদিকে সরবরাহে ঘাটতি। দুইয়ে মিলে মূল্যস্ফীতি এখনো প্রায় উড়ন্ত। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপসহ পশ্চিমে মূল্যস্ফীতি এখন ৯ শতাংশেরও বেশি।

বাংলাদেশও আমদানিজনিত এই মূল্যস্ফীতির আক্রমণের শিকার। এখন বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি সাড়ে ৭ শতাংশেরও বেশি। এর মধ্যে বন্যা ও খরা–দুই-ই আঘাত হেনেছে বাংলাদেশে। তেলের দাম বাড়ন্ত থাকায় জ্বালানিনির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহে লাগাম টানতে হয়েছে বাংলাদেশকে। এর প্রভাবে জনজীবন বা ব্যবসা-বাণিজ্য বেশ খানিকটা চাপে যে পড়ছে সে কথা তো মানতেই হবে। সবচেয়ে বড় কথা, প্রায় ১৩ লাখ সেচপাম্পের এক বিরাট অংশেও বিদ্যুৎ সরবরাহে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। অবশ্য যে চার হাজারেরও বেশি সেচপাম্প সোলারে চলছে সেগুলোর কথা আলাদা। তবে সেগুলো মোটের তুলনায় এখনো সামান্যই বলা চলে। তাই এই নিয়ন্ত্রিত বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রভাব কৃষি উৎপাদনের ওপর যে পড়বে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। সরকার তার সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছে। এখনো তেলের দাম বাড়ায়নি। সে জন্য বিপুল পরিমাণে ভর্তুকি গুনতে হচ্ছে সরকারকে। কেননা খাদ্য উৎপাদন অক্ষুণ্ন রাখা গেলে খাদ্য আমদানি কম হবে। এরই মধ্যে কম মূল্যে খাদ্য বিক্রির জন্য এক কোটি পরিবারকে কার্ড দিয়েছে সরকার। কর্মসূচিটির বাস্তবায়নও শুরু হয়ে গেছে।

দেশের ভেতরে আমরা নানামাত্রিক উদ্যোগ নিয়ে আমাদের অর্থনীতি ও সমাজকে স্থিতিশীল রাখতে পারলেও বড় আক্রমণ আসে বাইরে থেকে। হঠাৎ করে আমদানি করা পণ্যের দাম এতটা বেড়ে যায় যে বাণিজ্য ঘাটতি বাড়তে থাকে। সরকার দ্রুত সাশ্রয়ী বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়ে মুদ্রা ও রাজস্বনীতিকে এই সংকট মোকাবেলায় দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। প্রশাসনিক খরচে লাগাম টানা হচ্ছে, কম দরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন হয় স্থগিত অথবা পেছনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ কমাতে বেশ কিছু নিয়ন্ত্রণমূলক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২৭টি বিলাস এবং প্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানি কমাতে এলসি মার্জিন বাড়িয়েছে। সরকারও এসব পণ্যের ওপর শুল্ক হার বাড়িয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি ডলার-টাকার মূল্যমান নমনীয় করে বাজারনির্ভর করার উদ্যোগও বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়েছে। বিনিময় হার এখনো পুরোপুরি স্থিতিশীল না হলেও পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভালোর দিকেই এগোচ্ছে।

অর্থবছর শেষে খবর পাচ্ছি যে জুলাই মাসে আমদানি মূল্য ৫.৫ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। জুনেও এর পরিমাণ ছিল ৭.৯৬ বিলিয়ন ডলার। জুলাই মাসে প্রবাস আয় এসেছে গত দুই বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ ২.০৯ বিলিয়ন



ডলার। জুনে এসেছিল ১.৮৩ বিলিয়ন ডলার। আমার ধারণা, বিশ্ব সরবরাহ চেইনে বড় ধরনের কোনো ওলটপালট না হলে আমাদের আমদানির পরিমাণ আরো দ্রুত কমে আসবে।

অন্যদিকে বিনিময় হারটিকে যদি আরেকটু প্রকৃত হারের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারি, তাহলে প্রবাস আয় ও রপ্তানি আয় দুই-ই আরো বাড়বে। ধীরে ধীরে ম্যাক্রো-অর্থনীতির স্বস্তির দিকে হাঁটলেও আমরা যে এখনো বাণিজ্য ও চলতি লেনদেনের হিসাবে বেশ চ্যালেঞ্জের মধ্যে আছি, সে কথাটি ভুললে চলবে না। অর্থবছর শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য মতে, আমাদের মোট বাণিজ্যিক ঘাটতি (আমদানি ও রপ্তানির পার্থক্য) ছিল ৩৩.২ বিলিয়ন ডলার। গত অর্থবছরে প্রবাস আয়ও ছিল আগের অর্থবছরের চেয়ে খানিকটা শ্লথ। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও সরবরাহের ভেতর যে ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়, তা বাগে আনতে বাংলাদেশ ব্যাংক বিনিময় হারকে বাজারমুখী করতে তার ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ খানিকটা শিথিল করে। ফলে টাকার মানের বড় ধরনের অবমূল্যায়ন হয়। শুধু বাংলাদেশ কেন, বিপুল রিজার্ভের অধিকার হয়েও ভারত তার রুপির অবমূল্যায়ন ঠেকাতে পারেনি। তার একটি বড় কারণ বিশ্ব আর্থিক বাজারে ডলারের প্রাধান্য এবং তার ক্রমবর্ধমান তেজি ভাব। উন্নত দেশগুলোর মুদ্রার মানের চেয়েও ডলারের দাম বি-পুলভাবে বেড়ে গেছে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল ডলার ইনডেক্সের (১৬টি প্রধান মুদ্রা মানের সমাহারে তৈরি) মতে, বিগত এক বছরে ১৩ শতাংশ বেড়ে গেছে ডলারের মূল্যমান। যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতি যেহেতু এখন ৯ শতাংশেরও বেশি, তাই তার কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেড আক্র-মণাত্মক হারে তার মৌলিক সুদের হার বাড়িয়ে চলেছে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বন্ডের কদর বাড়ছে। আরো বেশি করে বিকাশমান বাজার থেকে ডলারে করা বিনিয়োগ যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের দিকে ছুটছে। উল্লেখ্য, গত এক বছরে ৩৮ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ বিকাশমান বাজার ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে চলে গেছে। এর সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকও ২০১১ সালের পর এই প্রথমবার মৌলিক সুদের হার বাড়িয়েছে। ব্যাংক অব ইংল্যান্ড তো আগে থেকেই তা বাড়াচ্ছিল। কেননা যুক্তরাজ্যে মূল্যস্ফীতি আরো বেশি। জাপান এখনো শূন্য সুদের কৌশল থেকে বের হয়নি। বাদবাকি সব দেশেই সুদের হার বাড়ানো হচ্ছে। ভারতও বাড়িয়েছে।

বাংলাদেশও তার মৌলিক রেট তথা রেপোরেট বাড়িয়েছে। কিন্তু এই রেট বৃদ্ধি আর্থিক বাজারে তেমন প্রভাব ফেলতে পারছে না সুদের হার সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়ার কারণে। যিনি খুদে উদ্যোক্তা তিনিও সর্বোচ্চ ৯ শতাংশে ব্যাংক থেকে ঋণ নিচ্ছেন, আবার যিনি মার্সিডিজ গাড়ি কিনছেন তিনিও একই হারে ঋণ পাচ্ছেন। ফলে মূল্যস্ফীতি কমানোর যে কৌশল সুদের অস্ত্রের মাধ্যমে ব্যবহার করার কথা তা অনেকটাই অকেজো হয়ে আছে। তবে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক প্রণোদনা প্যাকেজের মাধ্যমে খুদে ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ৪-৫ শতাংশ সুদে ঋণ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। সর্বশেষ বাংলাদেশ ব্যাংক ২৫ হাজার কোটি টাকার একটি উপযুক্ত রিফাইনান্সিং তহবিল চালু করেছে কুটির, ক্ষুদ্র ও মধ্যম উদ্যোক্তাদের জন্য। এর সঙ্গে সহসাই যুক্ত হচ্ছে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম। এই স্কিমের আওতায় এ ধরনের ঋণের ৭০ শতাংশের গ্যারান্টি দেবে বাংলাদেশ ব্যাংক। দুইয়ে মিলে ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ঋণ দিতে ব্যাংকগুলোকে স্বস্তি ও সাহস জোগাবে আশা করি।

কিন্তু পুরো বাজারকে চাহিদা ও সরবরাহের কাঠামোতে সচল না করা গেলে বিশ্ব অর্থনৈতিক এই সংকটকালে এসব উদ্যোগ সত্ত্বেও অর্থনীতিতে টানাপড়েন লেগেই থাকে। বিশেষ করে বৈদেশিক মুদ্রার বাজারকে গতিশীল করতে হলে মুদ্রার বিনিময় হার ও সুদের হারকে নমনীয় রেখে বাজারভিত্তিক বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো খুবই জরুরি হয়ে পড়ে। বিদেশি মুদ্রাবাজারকে স্থিতিশীল করতে হলে আন্ত ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রাবাজারকে খুবই গতিশীল রাখতে হবে। এখন বাংলাদেশ ব্যাংক যে হারটি বেঁধে দিচ্ছে সেই হারে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সরকারি আমদানি এলসির দায় মেটাতে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ডলার কিনতে পারে। কিন্তু অন্যান্য ব্যাংক এই হারে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ডলার সেভাবে কিনতে পারে না। বিদেশি বা দেশি এক্সচেঞ্জ হাউসগুলো প্রবাসীদের কাছ থেকে কেনা বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে টাকায় অনুরূপ দাম হাঁকে। তাই অসুস্থ প্রতিযোগিতায় ডলারের দাম অস্থিতিশীল হয়ে থাকে। সে জন্যই আন্ত ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের একটি ভিত্তিরেখা বা বেঞ্চমার্ক তৈরি করা খুব জরুরি। এই হারের আশপাশেই যেন থাকে ডলারের দাম, সেটিই কাম্য। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই হার নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। একটি পোর্টালে সব ব্যাংককেই ডলারের সম্ভাব্য বিনিময় হার উল্লেখ করতে বলে আরবিআই। দিনের শেষে সব উদ্ধৃতি দেখে কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি গড়পড়তা রেট স্থির করে। সেটিই পরের দিন গ্রহণযোগ্য রেট হিসেবে চালু হয়ে যায়। এটিই হয়ে যায় বেঞ্চমার্ক রেট।

আরেকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। কার্ব মার্কেটের আকার কিন্তু মোট বিদেশি মুদ্রার বাজারের ২ শতাংশের বেশি হবে না। কভিডের পরে অনেকেই বিদেশে যাচ্ছেন, চিকিৎসা ও শিক্ষার জন্য অনেক তরুণ বাইরে যাচ্ছে। তাই নগদ ডলারের চাহিদা বেড়েছে। মানি চেঞ্জারদের কারসাজিও আছে। সব মিলেই এই মার্কেটে বিনিময় হার বেশি করে ওঠা-নামা করছে। যেহেতু এটি মূল বাজার নয়, তাই তাকে নিয়ে গণমাধ্যমের এই মাতামাতি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। আর এদের কারসাজি ঠেকাতে বাংলাদেশ ব্যাংক ত্বরিত ব্যবস্থাও নিয়েছে, নিচ্ছে।

বৈদেশিক মুদ্রাবাজারের এই অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে আমাদের স্বনামধন্য কিছু বিশেষজ্ঞ বলতে চাইছেন যে ২০২৪-২৬ সাল নাগাদ বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার মতো ঋণ সংকটে পড়তে যাচ্ছে। অথচ বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ-জিডিপি অনুপাত ২০ শতাংশের কম, আর শ্রীলঙ্কার তা ১০৪ শতাংশ। এমন আতঙ্ক যাঁরা ছড়াচ্ছেন তাঁরা কিন্তু কোনো গ্রহণযোগ্য তথ্য বা ক্যাশফ্লো বিশ্লেষণ দিচ্ছেন না। আগামী দুই বছর কি তাহলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ঘুমিয়ে থাকবে? আমাদের রপ্তানি বা প্রবাস আয় কি আর বাড়বে না? আমাদের রিজার্ভ এই কয়েক দিনে পুরোপুরি উবে যাবে? তাহলে মুডিস বা আইএমএফ কেন বলছে, বাংলাদেশের 'ডিফল্ট রিস্ক' নেই। যে দেশের বেশির ভাগ ঋণই আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে নেওয়া, যে ঋণের সুদ সামান্য, যার শোধের সময়সীমা ৩০ বছরেরও বেশি, যে দেশ গত বছরই আট বিলিয়ন ডলারের এমন ঋণ ছাড় করতে পেরেছে, যার দৃশ্যমান মেগাপ্রকল্পগুলো বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সৃজনে লক্ষ্যভেদী, যার কৃষি ও ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের প্রবৃদ্ধি চোখ-ধাঁধানো, যে দেশের দারিদ্র্য কমতির দিকে, দম্পতিপ্রতি গড় সন্তান সংখ্যা দুই, সাক্ষরতার হার ৭৮ শতাংশ, যে দেশে রয়েছে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অনন্য সাফল্যের ইতিহাস–সেই দেশটি নিয়ে এমন করে আতঙ্ক ছড়ানো কি উচিত হচ্ছে? তার মানে এই নয় যে আমাদের সমস্যা নেই। নিশ্চয় আছে অনিয়ম, দুর্নীতি, প্রকল্পের শ্লথ বাস্তবায়ন এবং বৈষম্য। কিন্তু এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে বিপর্যয় মোকাবেলার ইতিহাসও আমাদের সমৃদ্ধ। আমাদের নেতৃত্বের চোখও সর্বদাই তীক্ষ্ণ ও জনবান্ধব। এই পরিস্থিতিতে হতাশা না ছড়িয়ে আসুন, আমরা সবাই বিশ্ব অর্থনৈতিক এই সংকটকালে ঐক্যবদ্ধভাবে চিন্তা ও কর্মের সমাবেশ ঘটাই, যাতে বাইরে থেকে আসা এই সংকটের ধাক্কা মোকাবেলা করতে পারি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, জাহাজের খোলের নোংরা পানি সিচে ফেলাটাই উত্তম। সমুদ্রের পানির চাপের তীব্রতা তাহলে বরং কমবে। বঙ্গোপসাগরে সুনামি হলে কক্সবাজারের সমুদ্রসৈকতে উঁচু ঢেউ আছড়ে পড়বেই। ভয় না পেয়ে নিজেদের ঘরকে সুদৃঢ় করাই শ্রেয় এমন সময়ে।' রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন, 'দেশে জন্মালেই দেশ আপন হয় না। তাকে জানতে হয়। তাকে ভালোবাসতে হয়।' সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই বলছি, আসুন, যার যার অবস্থান থেকে স্বদেশকে চলমান বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট থেকে সুরক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করি। সংকট মোকাবেলায় আমরা যে 'রেজিলিয়েন্স' বা টিকে থাকার সক্ষমতার প্রমাণ অতীতে দিয়েছি, এবারও তার ব্যত্যয় ঘটবে না বলে আমার বিশ্বাস।

লেখক : উন্নয়ন সমন্বয়ের সভাপতি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর

আল-জাজিরার প্রতিবেদন

বিক্ষোভ ঠেকাতে যুদ্ধবিমান ব্যবহার করছে মিয়ানমার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মিয়ানমারের জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দমনে বিমান হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে। বলা হচ্ছে, সাধারণ মানুষের ওপর ওই হামলায় ইয়াক-১৩০ নামের বিমান ব্যবহার করা হয়েছে। রাশিয়ার তৈরি এ বিমান স্থল হামলায় ব্যবহারের উপযোগী।

মিয়ানমারে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনায় তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের কাজ করছে 'মিয়ানমার উইটনেস' নামের যুক্তরাজ্যের লন্ডনভিত্তিক একটি গ্রুপ। তারা বলছে, মানবাধিকার লঙ্ঘনের কিছু অভিযোগ যাচাই করে দেখা গেছে, বিক্ষোভকারীদের ঠেকাতে সামরিক সরকার বিভিন্ন স্থানে আনগাইডেড রকেট ও ২৩ এমএম কামান ব্যবহার করেছে।

গ্রুপটি তার প্রতিবেদনে বলেছে, মিয়ানমারে (বিক্ষোভ দমনে) রাশিয়ার নির্মিত দুই আসনবিশিষ্ট অত্যাধুনিক ইয়াক-১৩০ বিমান বারবার মোতায়েন করার বিষয়টি যাচাই করে দেখেছে মিয়ানমার উইটনেস। স্থলপথে আক্রমণ চালানোর সক্ষমতা রয়েছে বিমানটির।

মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর অস্ত্র ও বিভিন্ন সরঞ্জামের বড় সরবরাহকারী হচ্ছে মস্কো। গত মাসের শুরুতেই অস্ত্র সরবরাহ নিয়ে আরও চুক্তি করতে রাশিয়া গিয়েছিলেন সেনাপ্রধান মিন অং হ্লাইং।

প্রতিবেদনটি গত শুক্রবার প্রকাশ করেছে মিয়ানমার উইটনেস। গ্রুপটি বলেছে, অভিযোগ তদন্ত করতে গিয়ে বিশ্বাসযোগ্য নানা তথ্য ও বিমান হামলার স্থান সম্পর্কে জানা গেছে। তাতে দেখা গেছে, জনবহুল ও বেসামরিক বিভিন্ন এলাকায় ব্যবহার করা হয়েছে ইয়াক-১৩০।

সাম্প্রতিকতম ঘটনাগুলোর একটি নিয়ে গত মাসে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, অন্তত একটি ইয়াক-১৩০ বিমান আকাশ থেকে ভূমিতে গোলা ছুড়ছে। আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায়, অন্তত একটি ইয়াক-১৩০ বিমান ১৮টির মতো আনগাইডেড রকেট ফেলছে।

বলা হচ্ছে, হামলাগুলো চালানো হয়েছে মিয়ানমারের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের কারেন প্রদেশের মিয়াওয়াদি শহরের দক্ষিণে। ওই এলাকায় ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীদের সশস্ত্র কয়েকটি দল স্বায়ত্তশাসনের জন্য লড়ছে। এ ছাড়া দেশটিতে ক্ষমতাসীন জান্তার বিরুদ্ধে লড়তে বেসামরিক সশস্ত্র সংগঠনের সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও নানাভাবে সমর্থন দিয়ে আসছে তারা।

ওই ভিডিও দুটি কোন অঞ্চলে ধারণ করা হয়েছে, তা খুঁজে বের করেছে মিয়ানমার উইটনেস। তাদের দেওয়া তথ্য বলছে, সেগুলো ধারণের স্থান থাইল্যান্ড-মিয়ানমার সীমান্ত থেকে মাত্র ২০০ মিটার দূরে।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারির আরেকটি ঘটনারও সত্যতা যাচাই করেছে মিয়ানমার উইটনেস। সেবার মিয়ানমারের কায়াহ প্রদেশের লোইকাও শহরের পশ্চিমে অন্তত একটি ইয়াক-১৩০ যুদ্ধবিমান দিয়ে হামলা চালানো হয়। এ এলাকাও থাইল্যান্ড সীমান্তের কাছে।

মিয়ানমার উইটনেসের প্রতিবেদনে বলা হয়, মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী যেসব গোষ্ঠীকে বিদ্রোহী হিসেবে দেখে, দাবি আদায়ে তারা নানা পন্থা অবলম্বন করছে। কিন্তু পুরোপুরি উল্টো পন্থা অবলম্বন করছে জান্তা। যেমন অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান দিয়ে হামলা, বিশেষ করে সেগুলোর সঙ্গে অন্যান্য সামরিক উড়োজাহাজের ব্যবহার।

সাম্প্রতিকতম ঘটনাগুলোর একটি নিয়ে গত মাসে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, অন্তত একটি ইয়াক-১৩০ বিমান আকাশ থেকে ভূমিতে গোলা ছুড়ছে।

হুমকির মুখে শিক্ষকের মর্যাদা

ড. মুহম্মদ দিদারে আলম মুহসিন

সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু ঘটনা পত্রিকার শিরোনাম হয়েছে, যেখানে মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে খ্যাত শিক্ষক সমাজের কিছু প্রতিনিধি নিগ্রহের শিকার হয়েছেন। তাদের অনেকে শারীরিকভাবে নিগৃহীত হয়েছেন, কেউ কেউ ঘটনা পরম্পরায় জেল-জুলুমের মুখোমুখি হয়েছেন, কোথাও বা কাউকে এমনকি চিরতরে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে। এসব ঘটনা নিয়ে ইতোমধ্যে বিস্তর আলোচনা-সমালোচনা, নিন্দা-প্রতিবাদ হয়েছে। বিভিন্নজন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এসব ঘটনার বিচার বিশ্লেষণ করেছেন ও করছেন। তবে, কার্যকারণ যাই হোক, আখেরে মোদ্দাকথা এটিই দাঁড়ায় যে, সমাজে সর্বজনশ্রদ্ধেয় ও পরম সম্মানীয় বলে বিবেচিত আমাদের শিক্ষক সমাজের কিছু সদস্য শারীরিক-মানসিকভাবে নাজেহাল হয়েছেন।

আমরা হরহামেশা জপ করে আসছি, শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। এ পৃথিবীতে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নতি ব্যতিরেকে কোনো জাতি উন্নতি করেছে- এমনটি কেউ কখনো শুনেনি। এ কারণে অনাদিকাল থেকে প্রত্যেক সমাজে শিক্ষিত ব্যক্তিরা বিশেষ কদর পেয়ে আসছেন। প্রাচ্যসমাজে শিক্ষাগুরুর মর্যাদা যে কতটা উঁচু তার একটি উপমা পাওয়া যায় মোগল বাদশা আওরঙ্গজেব বা আলমগীরের ঘটনানির্ভর কবি কাজী কাদের নেওয়াজের 'শিক্ষাগুরুর মর্যাদা' শীর্ষক কবিতায়। সেখানে আমরা দেখি, মহাপ্রতাপশালী দিল্লিশ্বরকে তার সন্তান শিক্ষকের চরণ নিজ হাতে ধৌত না করে কেবল পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন দেখে শিক্ষককে ডেকে সন্তানের ভব্যতার প্রশ্নে হতাশা প্রকাশ করতে। আজো এ দেশে সমাজের বৃহৎ পরিসরে শিক্ষকরা শুধু শিক্ষার্থীর কাছেই নন, তাদের অভিভাবকদের কাছেও বিশেষ মর্যাদা পেয়ে থাকেন। এখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে কেবল জ্ঞানের আদান-প্রদানই হয় না, এক ধরনের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এমন একটি সমাজে আপনি যদি দেখেন, একজন শিক্ষক শারীরিকভাবে নিগৃহীত হচ্ছেন, তাহলে চিন্তায় আপনার কপালে ভাঁজ পড়বে, এটিই স্বাভাবিক নয় কি?

তাহলে কী এমন হলো যে, আমাদের মতো এমন একটি শিক্ষক অন্তঃপ্রাণ সমাজে এভাবে হুট-হাট শিক্ষক নিগ্রহের হিড়িক পড়ে গেল? যে বিষয়টি এখানে বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে তা হলো- এ ধরনের ঘটনা কি আগেও ঘটেছে, নাকি ইদানীং হঠাৎ করে ঘটতে শুরু করেছে? বিষয়টি কি এমন যে, এসব আগে থেকেই চলে আসছে, ইদানীং এ ধরনের ঘটনার হার বেড়েছে মাত্র? এমন নয়তো যে, শিক্ষকরা ঠিক এরূপ শারীরিকভাবে নিগৃহীত হননি ঠিকই, তবে বহুকাল ধরেই তাদের এক শ্রেণীর ছাত্র নামধারী স্যাঙাতকূলের মন জুগিয়ে মান বাঁচিয়ে চলে আসতে হচ্ছে? বিষয়টি এমন নয়তো যে, সাধারণ শিক্ষকরা তো বটেই, এমনকি প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষের আসন অলঙ্কৃতকারী আপাতদৃষ্টিতে ক্ষমতাধর ব্যক্তিরাও রীতিমতো করুণ অবস্থার মধ্য দিয়ে দিন গুজরান করতে বাধ্য হন? চালাক-চতুর আর বিচক্ষণ ব্যক্তিদের ব্যাপার-স্যাপার অবশ্যি আলাদা।

তারা এ ধরনের স্যাঙাতদের সাথে তেলে-তালে, ঝোলে-ঝালে মিলে-মিশে এমনভাবে সব কিছু চালিয়ে নিতে পারেন, যাতে আপাতদৃষ্টিতে এমনটিই প্রতীয়মান হতে পারে যে, ইধার কুচ মুশকিল নেহি। অনেকের চোখে এ ধরনের পারফরম্যান্স দক্ষ ব্যবস্থাপনার পরাকাষ্ঠা বিবেচিত হলেও এভাবে ইজ্জত-সম্মানের প্রশ্নে পদে পদে আপস করে কিল খেয়ে কিল চুরি করার পেছনে যে গভীর বেদনা লুকিয়ে থাকে তা দিনের পর দিন বয়ে চলা যে কত কষ্টকর তা ভুক্তভোগীই কেবল বোঝেন।

অন্য দিকে, কেউ কেউ মনে করেন, খোঁজ নিলে এমন অনেক করিৎকর্মা গুরুদেবের খোঁজও মিলতে পারে যারা তাদের নানা রকমের অনিয়ম ঢাকতে এবং অন্যায্য অভিসন্ধি পূরণ করতে এ ধরনের স্যাঙাতদের অতি আদরে লালন করেন। এরা তখন একে অপরের দোসর রূপে মনিকাঞ্চন জোড়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কখনো বা নানামুখী স্থানীয়-অস্থানীয় চাপের মুখে নিজেদের প্রটেকশনের জন্যও স্কুল-কলেজের শিক্ষাগুরুরা স্ট্র্যাটেজিক কারণে এসব স্যাঙাতদের পালনে বাধ্য হন বলে অনেকের ধারণা। আবার কখনো এমনো দেখতে পারেন, ওই দুষ্টু ছোকরাগুলো স্রেফ ব্যবহৃত হয়েছে বা হচ্ছে, আসল ঝামেলাটা গুরুদেবদের নিজেদের মধ্যেই, যারা একে অপরকে দেখে নেয়ার জন্য ওই ছোকরাগুলোর মাথায় তেল দিয়ে যাচ্ছেন। এ ছাড়া, এমন পর্যবেক্ষণও আছে যে, প্রায়ই এলাকার বিগ ব্রাদাররাও তাদের কায়েমি স্বার্থ হাসিলের জন্য এসব ছোকরাদের একটি গ্রুপকে লালন করে থাকেন।

> *কোনো কোনো ক্ষেত্রে, সংঘটিত ঘটনার সাথে রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক যোগসূত্রের অভিযোগ পাওয়া যায়। যেমন- সাম্প্রতিককালে একাধিক ঘটনায় আক্রান্ত শিক্ষকরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হওয়ায় তারা সাম্প্রদায়িক কারণে হেনস্তার শিকার হয়েছেন বলে বিভিন্ন মহল থেকে দাবি করা হচ্ছে। অন্য দিকে, তারা তাদের কিছু কার্যক্রমের মাধ্যমে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অনুভূতিতে আঘাত দিয়েছেন বলেও পাল্টা অভিযোগ এসেছে।*

তবে, যে বিষয়টি জরুরি তা হলো- এ ধরনের যেকোনো ঘটনাকে সিরিয়াসলি নিয়ে এর অন্তর্নিহিত কারণ খুঁজে বের করা প্রয়োজন।

উপরের আলোচনার আলোকে এমনটি ভাবা অস্বাভাবিক হবে না যে, অনেক জায়গায়ই দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকদের জন্য একটি অস্বস্তিকর গুমোট পরিবেশ চলে আসছে। তবুও বলা চলে, শিক্ষকরা কোনোমতে মান বাঁচিয়ে চালিয়ে নেয়ার মতো একটি ব্যবস্থা চলে আসছিলেন। এখন তাহলে হঠাৎ কী এমন হলো যে, দুর্বৃত্তরা তাদের ওপর গায়েগতরে হামলে পড়তে শুরু করেছে? এটি কি আগে থেকে চলে আসা অবক্ষয়ের নতুন পর্যায়, নাকি এর সাথে নতুন কোনো উপাদানের সংযুক্তির ফসল? এটি বুঝতে না পারলে এরকম ঘটনা একের পর এক ঘটতেই থাকবে। সরলরৈখিকভাবে সব কিছুকে এক কাতারে না ফেলে প্রতিটি ঘটনার পক্ষপাতহীন চুলচেরা বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বোঝা দরকার, সমস্যা কি একমুখী, দ্বিমুখী না বহুমুখী। নিগৃহীত শিক্ষকরা কি নিতান্তই নিগ্রহের শিকার, নাকি তাদের কারো কারো মধ্যে এমন কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন এসেছে যা কোনো কোনো ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিচ্ছে?

কোনো কোনো ক্ষেত্রে, সংঘটিত ঘটনার সাথে রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক যোগসূত্রের অভিযোগ পাওয়া যায়। যেমন- সাম্প্রতিককালে একাধিক ঘটনায় আক্রান্ত শিক্ষকরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হওয়ায় তারা সাম্প্রদায়িক কারণে হেনস্তার শিকার হয়েছেন বলে বিভিন্ন মহল থেকে দাবি করা হচ্ছে। অন্য দিকে, তারা তাদের কিছু কার্যক্রমের মাধ্যমে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অনুভূতিতে আঘাত দিয়েছেন বলেও পাল্টা অভিযোগ এসেছে।

সম্প্রতি রাজশাহী অঞ্চলের একটি কলেজের অধ্যক্ষ স্থানীয় সংসদ সদস্যের হাতে শারীরিকভাবে নিগৃহীত হয়েছেন বলে যে অভিযোগ উঠেছে তা সত্য হলে যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ রয়েছে। অপর দিকে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে, একজন শিক্ষককে হেনস্তা করার জন্য কোনো একটি রাজনৈতিক বা ধর্মীয় ইস্যুকে সামনে আনা হলেও তা আসল কারণ নয়, বাহানা মাত্র। স্বার্থান্বেষী মহল ভিন্ন কোনো কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপর রুষ্ট ছিল এবং তাকে শায়েস্তা করার একটি উপায় খুঁজে ফিরছিল। আবার এমনো দেখা গেছে, সংঘটিত ঘটনা আসলে কোনো ব্যক্তিগত রেষারেষির ফল, কিন্তু এতে রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক রঙ চড়িয়ে প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

ঘটনা যাই হোক, জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই আমাদের শিক্ষাঙ্গনে শান্ত, সৌম্য ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরি। শিক্ষকদের ঐতিহ্যগত সম্মান ও মর্যাদা কেন আজ হুমকির মুখে তা নির্মোহ বিশ্লেষণ, নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে খুঁজে বের করতে হবে এবং তার মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সংঘটিত ঘটনায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী নির্বিশেষে কার দায় কতটুকু তা নিশ্চিত করতে হবে। হীন রাজনৈতিক কিংবা সাম্প্রদায়িক স্বার্থে ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার প্রয়াস নিলে, অন্য কথায় উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করলে, প্রকৃত সমস্যা ও এর আসল কার্যকারণ অচিহ্নিত থেকে যাবে। এমনটি হলে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। মনে রাখা দরকার, কোনো সমস্যা প্রাথমিক অবস্থায় সমাধানের যথাযথ উদ্যোগ নেয়া না হলে তা পরবর্তীতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে।

লেখক: অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

'ঝরে পড়লেন মুক্তিযুদ্ধের আরেক তারকা'

কর্নেল (অবঃ) মোহাম্মদ আবদুল হক, পিএসসি

মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের আকাশে এখনো ঝলমল করছে অসংখ্য তারকা। বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মেজর জেনারেল মুহাম্মদ আইন উদ্দিন, বীর প্রতীক ছিলেন তাদের একজন। গত ২ আগস্ট সকাল সাড়ে ৭টায় ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে এ নশ্বর পৃথিবীর মায়া ছেড়ে তিনি মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে ফিরে গেলেন। 'নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব।' (সূরা বাকারা-২:১৫৬)

সামরিক বাহিনীর সুপরিচিত এ মুক্তিযোদ্ধা জেনারেল বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত। তার অনবদ্য অবদান যেমন মুক্তিযুদ্ধে বিস্তৃত, একইভাবে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের সামরিকবাহিনী পুনর্গঠন ও শক্তিশালী প্রতিরক্ষাবাহিনী গঠনেও তা কোনো অংশে কম নয়। তিনি সামরিক আইনজ্ঞ হিসেবেও পরিচিত ছিলেন।

মুহাম্মদ আইন উদ্দিন ১৯৪৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি কিশোরগঞ্জ জেলার লক্ষ্মীপুরের কুলিয়ার চরে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছিলেন সুরুজ আলী। ১৯৬৫ সালে তিনি প্রথম পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি (পিএমএ) ওয়্যার কোর্সের ক্যাডেট হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৬৬ সালের ৮ মে তিনি সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট কমিশন লাভ করে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের চতুর্থ ব্যাটালিয়ন, ৪ ইস্ট বেঙ্গলে যোগ দেন। এ ইউনিটে তিনি লেফটেন্যান্ট ও পরবর্তীতে ক্যাপ্টেন হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে পল্টনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ 'কোয়ার্টার মাস্টার'-এর দায়িত্ব পালন করেন। ৪ ইস্টবেঙ্গল সামরিক বাহিনীতে তিনি 'বেবি টাইগার্স' হিসেবে পরিচিতি পান।

১৯৭১ সালে ৪ ইস্ট বেঙ্গলের অবস্থান ছিল কুমিল্লা ময়নামতি সেনানিবাসে। সে ইউনিটের অধিনায়ক ছিলেন লে. কর্নেল খিজির হায়াৎ খান (অবাঙালি), উপ-অধিনায়ক মেজর খালেদ মোশাররফ, আরো ছিলেন মেজর শাফায়াত জামিল। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যখন গণহত্যা চালানোর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে এবং এরই অংশ হিসেবে ৪ ইস্টবেঙ্গলকে বিভিন্ন ক্ষুদ্রাংশে বিভক্ত করে সেনানিবাসের বাইরে পাঠিয়ে ইউনিটকে দুর্বল করার চক্রান্ত করা হয়।

ইউনিটের 'কোয়ার্টার মাস্টার' হিসেবে ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিনের দায়িত্ব ছিল অস্ত্র-গোলাবারুদ, যানবাহন, সাজসরঞ্জামাদি, খাদ্যসামগ্রী, রসদ ইত্যাদি জোগান দিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা। আর এ সুযোগটি তিনি শতভাগ কাজে লাগিয়েছেন তার নিজের ইউনিটের বিচ্ছিন্ন হওয়া কোম্পানিগুলোকে সম্পূর্ণভাবে রণসজ্জায় সজ্জিত করেন। মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর সাফায়াত জামিল, অন্যান্য অফিসার ও জওয়ানরা এ কারণেই বিপুল শক্তি নিয়ে শত্রুকে সহজেই ঘায়েল করতে পেরেছিলেন। বন্দী করতে পেরেছিলেন অবাঙালি অধিনায়ক, অন্যান্য অফিসার ও জওয়ানদের।

ইউনিট যখন সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সিলেটে অবস্থান করছে, ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিন একদিন পাকিস্তানিদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে তার স্ত্রী ও কোলের দুই ছোট্ট মেয়েকে সেনানিবাসে রেখে সাইকেলে করে সেনানিবাস থেকে পালিয়ে যুদ্ধের ময়দানে চলে আসেন মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার জন্য।

অতঃপর, ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিন ৪ ইস্ট বেঙ্গল ও ২ নং সেক্টরের অধীনে বিভিন্ন অপারেশনে সফলতার সাথে অংশগ্রহণ করে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীকে নাস্তানাবুদ করতে থাকেন। একসময় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের নবম ইউনিট অর্থাৎ ৯ ইস্ট বেঙ্গল প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাকে মেজর পদে পদোন্নতি দিয়ে অধিনায়কের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ৪ ইস্ট বেঙ্গলের একটি কোম্পানি ও দক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে আইন উদ্দিন অতি অল্প সময়ে পল্টনের প্রতিষ্ঠা করেন ও যুদ্ধপোযোগী হিসেবে গড়ে তোলেন। এরপর ৯ ইস্ট বেঙ্গল যুদ্ধ শুরু করে তার দক্ষ নেতৃত্বে। ১৯৭১ সালের ২১ অক্টোবর কসবাকে তিনি হানাদার বাহিনীর দখল থেকে মুক্ত করেন। এরপর মুক্ত করেন চন্দ্রপুর, লাকুমুড়া, কৃষ্ণপুর, বাগবাড়ি ও কুমিল্লা শহর। মিরপুর মুক্তকরণেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। এভাবেই একদিন ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমাদের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয় মেজর আইন উদ্দিনের মতো আরো অসংখ্য বীর সেনানীর অভূতপূর্ব আত্মত্যাগ ও দুঃসাহসিক যুদ্ধে।

> *মুহাম্মদ আইন উদ্দিন ১৯৪৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি কিশোরগঞ্জ জেলার লক্ষ্মীপুরের কুলিয়ার চরে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছিলেন সুরুজ আলী। ১৯৬৫ সালে তিনি প্রথম পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি (পিএমএ) ওয়্যার কোর্সের ক্যাডেট হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৬৬ সালের ৮ মে তিনি সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট কমিশন লাভ করে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের চতুর্থ ব্যাটালিয়ন, ৪ ইস্ট বেঙ্গলে যোগ দেন। এ ইউনিটে তিনি লেফটেন্যান্ট ও পরবর্তীতে ক্যাপ্টেন হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে পল্টনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ 'কোয়ার্টার মাস্টার'-এর দায়িত্ব পালন করেন। ৪ ইস্টবেঙ্গল সামরিক বাহিনীতে তিনি 'বেবি টাইগার্স' হিসেবে পরিচিতি পান।*

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে অসামান্য অবদান ও বীরত্ব প্রদর্শন এবং বীরত্বসূচক অবদানের জন্য ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩ সালে চতুর্থ সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় ও বীরত্বসূচক খেতাব 'বীর প্রতীক' হিসেবে ভূষিত করা হয়। এরপর লে. কর্নেল, কর্নেল, ব্রিগেডিয়ার ও মেজর জেনারেল পদ লাভ করেন। একই সাথে তিনি কঠোর পরিশ্রম করতে থাকেন নবগঠিত সেনাবাহিনী তথা সামরিক বাহিনীকে একটি শক্তিশালী অবয়ব দেয়ার জন্য।

তিনি দেশে-বিদেশে উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ যেমন- ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের প্রধান প্রশিক্ষক, প্রশাসনিক স্কুলের কমান্ড্যান্ট, ৭২ পদাতিক ব্রিগেডের কমান্ডার, বাংলাদেশ রাইফেলসের উপমহাপরিচালক, ঢাকা লজিস্টিক এরিয়ার কমান্ডার হিসেবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ১৯ পদাতিক ডিভিশন, যা ঘাটাইল সেনানিবাসে অবস্থিত। ৩০ বছর চাকরি করার পর ১৯৯৬ সালের ১৪ জুন তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

জেনারেল মুহাম্মদ আইন উদ্দিন ছিলেন তিন কন্যা ও এক পুত্রসন্তানের জনক। তার বড় মেয়ের স্বামী আল-আরাফাহ ব্যাংকের ডিএমডি, দ্বিতীয় মেয়ের স্বামী সেনাবাহিনীর সুপরিচিত অফিসার লে. কর্নেল (অব.) মেসবাহ রবিন তৃতীয় মেয়ের স্বামী মেজর জাহেদ।

'প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আমি তোমাদের মন্দ ও ভালো দিয়ে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।' (সূরা আম্বিয়া-২১:৩৫)

'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সব কিছু করতে সক্ষম।' (সূরা হাদিদ-৫৭:২)

'প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা করো, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন।' (সূরা মুনাফিকুন-৬৩:১১)

আমরা এ বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের মৃত্যুতে গভীর শোক ও তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

লেখক: সামরিক ইতিহাস ও নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ

বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা না মহামন্দার পূর্বাভাস?

ড. মো: মিজানুর রহমান

বিশ্ব অর্থনীতি কি মন্দা না মহামন্দার মুখোমুখি, এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে আসুন আমরা দেখি মন্দা ও মহামন্দা কী। সর্বজনীনভাবে যখন একটি দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) টানা ছয় মাস হ্রাস পায়, তখন এই সময়কালকে অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক মন্দা বলা হয়। জিডিপি প্রবৃদ্ধি শেষ পর্যন্ত নেতিবাচক হওয়ার আগে বেশ কয়েকটি ত্রৈমাসিকের জন্য মন্থর হবে। মন্দায় পরপর দুই বছর বা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে জিডিপি সঙ্কুচিত হতে পারে। মন্দা দেখা দিলে পাঁচটি অর্থনৈতিক সূচকে প্রভাব পড়ে; যেমন- প্রকৃত মোট দেশজ উৎপাদন, ম্যানুফ্যাকচারিং, খুচরা বিক্রয়, আয় ও কর্মসংস্থান। এ সূচকগুলোর পতন হলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে জাতীয় জিডিপিতে রূপান্তরিত হয়। তবে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে যদি কোনো দেশের জিডিপি ১০ শতাংশের বেশি কমে যায়, তাহলে তাকে ডিপ্রেশন বলে। মন্দার ঘটনার একটি কড়া উদাহরণ হলো গ্রেট রিসেশন। যেমন- ২০০৮ এবং ২০০৯ সালে পরপর চারটি ত্রৈমাসিক নেতিবাচক জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল।

অন্য দিকে, মহামন্দা হলো- অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে কয়েক বছরের জন্য জিডিপি প্রবৃদ্ধি সঙ্কোচন। অর্থাৎ দীর্ঘ সময়ের জন্য ডিপ্রেশন থাকে ও আয়, উৎপাদন, খুচরা বিক্রয়- সবই বছরের পর বছর ধরে প্রভাবিত হয়। যেমন- ১৯২৯ সালের গ্রেট ডিপ্রেশন টানা ছয় বছরের জন্য জিডিপি নেতিবাচক হওয়ার কারণ হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে, ১৯৩০-এর দশকে মহামন্দা এসেছিল, যাকে বলা হয় দ্য গ্রেট ডিপ্রেশন।

নথিভুক্ত ইতিহাসে এখন পর্যন্ত বিশ্ব মাত্র একবার গ্রেট ডিপ্রেশনের মুখোমুখি হয়েছে। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সমৃদ্ধি এনে দিয়েছিল। সে সময় ওই দেশের উৎপাদন বাড়ে, কমে যায় বেকারত্ব, মূল্যস্ফীতিও ছিল অনেক কম, ১ শতাংশের ঘরে। কিন্তু পরিস্থিতি পাল্টে যায় ১৯৬৫ সাল থেকে। বাড়তে থাকে বেকারত্ব ও মূল্যস্ফীতি। এ পরিস্থিতি ছিল ১৯৮২ সাল পর্যন্ত। ১৯৮০ সালে দেশটির মূল্যস্ফীতির হার ছিল প্রায় ১৫ শতাংশ। এ সময়কেই বলা হয় দ্য গ্রেট ইনফ্লেশন। এর মধ্যেই অভিজ্ঞতা হয় স্ট্যাগফ্লেশনেরও।

মূলত এর পর থেকেই একটি আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা কী হবে তা নির্ধারিত হয়; অর্থাৎ তখনই ঠিক হয় যে, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণই হবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম বড় কাজ। সেভাবেই ভূমিকা পালন করে আসছে মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ বা ফেড। উন্নত দেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোও একই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে আসছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট হন রোনাল্ড রিগ্যান ১৯৮১ সালে, সে সময়ের মূল্যস্ফীতি দেখে বলেছিলেন, 'মূল্যস্ফীতি হচ্ছে ছিনতাইকারীর মতো হিংস্র, সশস্ত্র ডাকাতের মতো ভয়ঙ্কর ও খুনির মতোই প্রাণঘাতী।' উচ্চ মূল্যস্ফীতি থেকে বাঁচতে তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক কৌশল হিসেবে অর্থনৈতিক মন্দাকে বেছে নিয়েছিল। মার্কিন ফেড মুদ্রা সরবরাহ ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেয়, বাড়ায় নীতিনির্ধারণী সুদহার। তাতে কমে যায় উৎপাদন। মানুষের হাতে নগদ অর্থও হ্রাস পায়। এতে কমে চাহিদা। ফল হিসেবে ১৯৮৫ সালে মূল্যস্ফীতি নেমে এসেছিল সাড়ে ৩ শতাংশে।

কোন পথে যাচ্ছে বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতি?

একদিকে টানা দুই বছর বিশ্ব অতিমারীর প্রভাব অন্য দিকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। এটিকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ না বলে রাশিয়া বনাম পশ্চিমা দেশগুলোর যুদ্ধ বললে বাস্তব অবস্থা আরো পরিষ্কার হবে যা পুরো বিশ্ব অর্থনীতিকে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। দু'টি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য- খাদ্যপণ্য ও জ্বালানি উৎপাদন এবং সরবরাহ ব্যাহত করে বিশ্বকে দুর্ভিক্ষের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সাথে তাইওয়ান নিয়ে চীন-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধও হাতছানি দিচ্ছে। এতেও হয়তো জড়িয়ে পড়বে অস্ট্রেলিয়াসহ এশিয়ার অনেক দেশ। এক কথায়, বিশ্ব অর্থনীতির চিত্র যেন, জলে কুমির ডাঙায় বাঘ পরিস্থিতি। সুতরাং বিশ্ব অর্থনীতি এখন কোন পথে যাচ্ছে- এক কথায় এর উত্তর দেয়াটা সহজ নয়।

অর্থনীতিকে কোন পথে যেতে হবে, এ নিয়ে নীতিনির্ধারক ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও আছে নানা মত। তবে সবাই একমত যে, সামনের সম্ভাব্য প্রতিটি পথই খারাপ; কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশি। অর্থনীতিতে প্রভাব মূলত তিনটি- উচ্চ মূল্যস্ফীতি, স্ট্যাগফ্লেশন ও মন্দা। বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ডেভিড ম্যালপাস গত মাসে বলেছেন, বেশির ভাগ দেশই মন্দার দিকে। এমনকি বিশ্বে ১৯৭০ দশকের সেই স্ট্যাগফ্লেশনও ফিরে আসতে পারে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টালিনা জর্জিভা গত সপ্তাহেই বলেছেন, বিশ্ব অর্থনীতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ও আরো অনিশ্চিত। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ব্যুরো অব ইকোনমিক রিসার্চের সাথে অনেক নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদসহ নানা পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ জড়িত। প্রতিষ্ঠানটির অর্থনীতিবিদদের মতে, সাধারণত পরপর দুই প্রান্তিকে অর্থনীতি সঙ্কুচিত হলে তাকেই মন্দা বলা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে পরপর দুই প্রান্তিকেই অর্থনীতি সঙ্কুচিত হয়েছে, যদিও এখনো মন্দার ঘোষণা আসেনি। তবে মন্দা যে আসছে, তাতে সবাই কমবেশি একমত। সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে, অর্থনীতি কি মন্দার পথে, নাকি ফিরে যাচ্ছে স্ট্যাগফ্লেশন পেরিয়ে মহামন্দার দিকে?

প্রশ্ন হলো- তা যদি হয় তবে কবে থেকে? একের পর এক অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করছেন, চলতি বছরের শেষ নাগাদ বা আগামী বছরের শুরুতে বিশ্ব মন্দার ঝুঁকি আরো গুরুতর হবে। ব্লুমবার্গের অর্থনৈতিক মডেল বলছে, ২০২৪ সালে মন্দা দেখা দেয়ার সম্ভাবনা শতভাগ। জার্মানির ডয়েচে ব্যাংকের অর্থনীতিবিদরা বলছেন, মন্দা দেখা দেবে ২০২৩ সালের মাঝামাঝিতে। যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ওয়েলস ফারগো অ্যান্ড কোম্পানির মতে, মন্দা হবে ২০২৩ সালের শুরুতে আর জাপানের আর্থিক কোম্পানি নমুরা হোল্ডিং বলছে, মন্দা দেখা দেবে চলতি ২০২২-এর শেষ দিকেই।

উল্লেখ্য, আশির দশকে ফেডারেল রিজার্ভ বা ফেড মন্দাকে বরণ করে নিয়েছিল। তবে এবার ফেডের চেষ্টা হচ্ছে, মন্দায় না ঢুকেই মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনা। কেননা, মন্দা দেখা দিলে উৎপাদন কমবে, কর্মসংস্থান কমবে, মানুষের আয়ও কমে যাবে। এ পরিস্থিতি অর্থনীতির জন্য মোটেই সুখকর হয় না যদিও মার্কিন অর্থনীতির জন্য মন্দা মোটেই নতুন কিছু নয়। বার্তা সংস্থা সিএনএনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৮৫৭ সাল থেকে এখন পর্যন্ত মার্কিন অর্থনীতিতে ৩৪ বার মন্দা দেখা দিয়েছিল। এর অর্থ প্রতি পাঁচ বছর পরপর মন্দা দেখা দেয় আর গড়ে এর স্থায়িত্ব ১৭ মাস। তবে এবারের পরিস্থিতি ভিন্ন।



বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশ মন্দার কবলে পড়লে এর প্রভাব পড়বে সারা বিশ্বে। কেননা, চীনের অর্থনীতিও সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। আর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে ইউরোপ পড়ে আছে তীব্র জ্বালানি সঙ্কটে।

আসলে, ২০১৯ সাল থেকে করোনা মহামারীর বিপর্যয়ের মুখোমুখি গোটা বিশ্ব। পৃথিবী এখনো তা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এর মধ্যে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ দেখা দেয়। এ যুদ্ধের কারণে সারা বিশ্বে অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। রাশিয়া ও ইউক্রেন উভয়ই গম এবং বার্লির মতো অনেক শস্যের প্রধান রফতানিকারক। যুদ্ধের কারণে তাদের পণ্য উৎপাদন এবং রফতানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ও হচ্ছে। বর্তমানে পরিস্থিতি এমন যে, অনেক দেশের সামনেই খাদ্য সঙ্কট পরিস্থিতি।

এ মুহূর্তে গোটা বিশ্ব কয়েক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ মুদ্রাস্ফীতির মুখোমুখি। ভারতে মূল্যস্ফীতি ১৫ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়, যা ১৯৯৮ সালের নভেম্বরের পর সর্বোচ্চ হয়। ইউরোপের অনেক দেশে মূল্যস্ফীতি ১০ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত যা স্মরণকালের সবচেয়ে বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতি এখন ৯ দশমিক ১ শতাংশ, যা ৪০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। অর্থাৎ সেই আশির দশকের উচ্চ মূল্যস্ফীতির পর এটিই সর্বোচ্চ। এবারের মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ফেড চলতি বছরে এখন পর্যন্ত চারবার সুদের হার বাড়িয়েছে। এর মাধ্যমে মুদ্রা সরবরাহ কমাতে চায় তারা। মূলত কোভিড-১৯-এর দুই বছরে চাহিদা ঠিক রাখতে মানুষের হাতে অর্থ তুলে দেয়া হয়েছিল। সেই অর্থই তারা ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছে।

এর পরেও, সারা বিশ্বই মূলত তাকিয়ে থাকে ফেডের দিকে। সুদহার বাড়ানো বা কমানোর সিদ্ধান্ত সবার জন্যই একটি সঙ্কেত। তা ছাড়া প্রায় সব দেশই উচ্চ মূল্যস্ফীতির মধ্যে আছে, তাই সবাই অনুসরণ করছে ফেডকে। ফেডের চেয়ারম্যান জেরোমি পাওয়েল বলেছেন, মূল্যস্ফীতি না কমা পর্যন্ত তারা সুদহার বাড়িয়েই যাবেন। এখন অনেকেরই আশঙ্কা, ফেডের এই নীতিই আসলে মন্দার দিকে নিয়ে যাচ্ছে অর্থনীতিকে।

আগেই বলেছি, আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক ইতোমধ্যে মুদ্রাস্ফীতি কমানোর জন্য চারবার সুদের হার বাড়িয়েছে। এতে বিশ্ব বাজারে ডলারের সরবরাহ ব্যাপকভাবে কমে যাচ্ছে। ডলারের বিপরীতে প্রায় প্রতিটি দেশেই নিজস্ব মুদ্রার মান হারিয়েছে, এমনকি ইউরোপের মুদ্রা ইউরো প্রতি ইউনিট মান ডলারের চেয়েও কমে গেছে। ডলারের সরবরাহ কমে যাওয়ায় প্রতিটি দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ মারাত্মকভাবে কমে যাচ্ছে। ফলে বেশ কয়েকটি দেশ ইতোমধ্যে দেউলিয়া ঘোষণা দিয়েছে ও আরো অনেক দেশ সেই দিকে এগোচ্ছে।

মন্দার চেয়েও যা ভয়াবহ অবস্থা

মূল্যস্ফীতির চাপ কমাতে এখন ফেডসহ সবাই সুদের হার বাড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এতেও যদি কাজ না হয়? যদি এমন হয় যে, মূল্যস্ফীতি মোটেই কমল না, বরং সঙ্কুচিত হলো অর্থনীতি। এ পরিস্থিতিকেই বলা হয় স্ট্যাগফ্লেশন। অর্থাৎ ইনফ্লেশন ও রিসেশনের মিশ্রণ, যা দেখা দিয়েছিল ১৯৭০-এর দশকে। ওই সময়ে সৌদি আরব ও অন্য তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের সমর্থক দেশগুলোর কাছে জ্বালানি তেল বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা দিলে এসব দেশের মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যায়। উৎপাদনও হ্রাস পায়। একপর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্রের বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৯ শতাংশ আর মূল্যস্ফীতি প্রায় ১৫ শতাংশ। এটিই সেই কুখ্যাত স্ট্যাগফ্লেশন, যাকে অনেকেই সবচেয়ে কুৎসিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বলে মনে করেন।

বাংলাদেশের অর্থনীতি কোন পথে

বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর মন্দা বা স্ট্যাগফ্লেশন নির্ভর করে না। বরং বিশ্ব অর্থনীতিতে তা দেখা দিলে বাংলাদেশকেও মেনে নিতে হবে। সুতরাং এর অভিঘাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় বা কৌশল ঠিক করাই হবে প্রধান কাজ। মার্কিন অর্থনীতিবিদরা বলছেন, তারা আসলে ২০২১ সালে অতিরিক্ত খরচ করে ফেলেছেন। সুতরাং খরচ কমাতে হবে। বাংলাদেশও প্রণোদনা হিসেবে কম সুদে ঋণ দিয়েছে। সহজে পাওয়া এসব ঋণের একটি অংশ খেলাপি হয়ে গেছে, অর্থাৎ উৎপাদনে ব্যবহার হয়নি। বাংলাদেশ ব্যাংক সুদহারও নির্দিষ্ট করে রেখেছে যদিও সুদহারের ওপর বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নির্ভর করে, তা অনেকেই বিশ্বাস করেন না। বরং ব্যাংকঋণ সস্তা হলে খেলাপি ঋণ বাড়ে। আর মুদ্রানীতির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, এমনটিও দেখা যায়নি।

এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ মূলত রাজস্বনীতির ওপরই বেশি ভর করছে। এর আওতায় শুল্ক বাড়ানোর কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এতে কিছু বিলাসী পণ্যের আমদানি কমেছে ঠিকই, তা উল্লেখযোগ্য নয়। এ ছাড়া বেশ কিছু সাশ্রয়ী পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে যদিও অর্থনৈতিক তত্ত্ব বলে, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাজস্বনীতি নয়, মুদ্রানীতিই বেশি কার্যকর।

তবে বৈশ্বিক প্রভাবের সাথে বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থনৈতিক অব্যবস্থা দায়ী। দুর্নীতি, দেশ থেকে মুদ্রা পাচার, রাজনৈতিক বিরোধের ফলে পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিরোধীদের মতের অসহযোগিতা, সব মিলিয়ে যেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেশের অর্থনীতি। দেশীয় জ্বালানি অন্বেষণ না করে বিদেশী জ্বালানিনির্ভর হওয়া, ক্যাপাসিটি চার্জের নামে বিদ্যুৎ উৎপাদন না করেও অর্ধ লাখ কোটি টাকা প্রদান, তথ্য মতে, ১১ লাখ কোটি টাকা বিদেশে পাচার ইত্যাদি মাত্রা যোগ করেছে। অধিকন্তু, বাংলাদেশের ২০১৫ সালের চার হাজার ৯১০ কোটি বৈদেশিক ঋণ ২০২২ সালে এসে বহু গুণ বেড়ে ৯৭ হাজার ৭৪০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এই ঋণের বেশির ভাগই মেগা প্রজেক্টের জন্য যা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি, ফলে এই প্রজেক্ট থেকে কোনো বেনিফিট শিগগিরই আসছে না। অথচ ২০২৩ সাল থেকেই এর সুদসহ ঋণের কিস্তি পরিশোধ শুরু হবে।

এ অবস্থায় অর্থনীতির চাপ সামলাতে আগামী দিনগুলোতে সরকারকে গভীর মনোযোগ রাখতে হবে বিশ্ব অর্থনীতির দিকে। পণ্যমূল্য কমতে শুরু হলেও তা অর্থনীতির মন্দার লক্ষণ। তৈরী পোশাক খাতও ক্রয়াদেশ আগের তুলনায় কম পাচ্ছে। প্রবাসী আয় আগের মতো আসছে না। আমদানি বেড়েই যাচ্ছে, যদিও সরকার আমদানি কমানোর বিভিন্ন উদ্যোগ ইতোমধ্যে নিয়েছে। তারপরও বৈদেশিক বাণিজ্যের পাশাপাশি চলতি হিসাবে হচ্ছে বিশাল ঘাটতি। আমদানি ব্যয় মাত্রাতিরিক্ত কমাতে গেলে দেশজ উৎপাদন ব্যাহত হয়ে রফতানিতে প্রভাব ফেলতে পারে; তার সাথে যোগ হচ্ছে বিদ্যুতে লোডশেডিং। সুতরাং বৈশ্বিক ঘাটতির সাথে অভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা মিলে এক কঠিন অবস্থার পূর্বাভাস দিচ্ছে দেশের অর্থনীতি। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪০ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে গেছে। আইএমএফের হিসাব মতে, তা ৩১ বিলিয়ন ডলার মাত্র। এ পরিমাণ রিজার্ভ দিয়ে মাত্র তিন মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের চাপ কমাতে সরকার আইএমএফের কাছে ঋণসহায়তা পেতে চিঠি দিয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে, আইএমএফের সাথে আলোচনা ও ঋণ পাওয়ার শর্ত নির্ধারণ করা। শর্তের মধ্যে যদি থাকে জ্বালানির দাম বাড়ানো, ভর্তুকি কমানো, তাহলে তা মূল্যস্ফীতিকে উসকে দেবে, সীমিত আয়ের মানুষদের জীবনযাত্রা আরো কঠিন হবে। অন্য দিকে, করব্যবস্থা ও আর্থিক খাত নিয়ে বড় ধরনের সংস্কার অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে যদিও এ ক্ষেত্রে বাধা আসবে প্রভাবশালীদের দিক থেকে। সুতরাং বিশ্ব অর্থনীতির অভিঘাত থেকে দেশের অর্থনীতিকে কতটুকু রক্ষা করা যাবে, তা পুরোটাই নির্ভর করছে দেশের নীতিনির্ধারকদের ওপর। অর্থনীতির কঠিন এ সময়েও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেয়ার প্রয়োজন বোধ করছে না সরকার। সুতরাং মাঠের খেলোয়াড় একমাত্র সরকারই।

মন্দার বিপদ এড়াতে ব্যক্তিপর্যায়ে করণীয়

এমন অনেক কারণ রয়েছে, যা মন্দার আগেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই লক্ষণগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে, মন্দা আসার জন্য অপেক্ষা না করে, এর প্রভাব হ্রাস করার জন্য কোন ব্যবস্থাগুলো বাস্তবায়ন করা যেতে পারে তা জানা গুরুত্বপূর্ণ। মন্দা যখন দেখা দেয় তখন বেকারত্ব দেশের প্রবণতা হয়ে ওঠে। বেকারত্বের হার বৃদ্ধির কারণে ক্রয় ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। ব্যবসায় প্রক্রিয়ার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যক্তিরা দেউলিয়া হয়ে যায়, তাদের আবাসন সম্পত্তি হারায়। কারণ তারা আর ভাড়া পরিশোধ করতে পারে না। বেকারত্ব তরুণদের শিক্ষা ও ক্যারিয়ার পছন্দের জন্য নেতিবাচক। উৎপাদন শিল্পে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। নির্মাতারা বড় অর্ডার পাওয়ার পরও সময়ের সাথে সাথে অর্ডার কমে যায়, নির্মাতারা লোক নিয়োগ বন্ধ করে দেয়। ভোক্তাদের চাহিদা পায়। বিক্রয় হ্রাস পায়।

মন্দার বিপদ এড়াতে সবার আগে অপ্রয়োজনীয় খরচ কমাতে হবে। খরচ কমিয়ে জরুরি তহবিল গঠন করা খুবই জরুরি। অন্তত বেঁচে থাকার জন্য প্রতি মাসে আপনার কত টাকা প্রয়োজন তা হিসাব করুন। চেষ্টা করা উচিত যে, আপনার অন্তত ছয় মাসের খরচের জন্য একটি জরুরি তহবিল রয়েছে। ক্রেডিট কার্ড, ধারে লেনদেন এড়িয়ে চলা জরুরি। শেয়ারবাজার, ক্রিপ্টোর মতো অস্থির খাতে বিনিয়োগ এড়িয়ে চলতে হবে। অন্য দিকে, সোনা এ ধরনের খারাপ সময়ের জন্য খুব ভালো বিনিয়োগ হিসেবে প্রমাণিত হয়।

লেখক: অর্থনীতিবিদ ও গবেষক

মৃতদেহে রক্ত সঞ্চালনের ঘোষনা

(প্রথম পাতার পর)

'যুগান্তকারী এই সফলতার অর্থ হচ্ছে, এখন মৃত্যুর সংজ্ঞা আমাদের নতুন করে ভাবা উচিত। বিজ্ঞানীদের নতুন এই গবেষণা সফলতা ভবিষ্যতে মানুষের চিকিৎসায় ব্যবহারের আশা জাগিয়েছে। মূলত, যাঁদের অঙ্গ প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন, তাঁদের জন্য এটি কাজে লাগবে। এতে বিশ্বজুড়ে হাজারো মানুষের প্রাণ বাঁচানো যাবে। যুক্তরাষ্ট্রে এক লাখ ৫ হাজার মানুষ অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য অপেক্ষা করছে এবং এদের মধ্যে দৈনিক ১৭ জনের মৃত্যু হয়ে থাকে প্রতিস্থাপনযোগ্য অঙ্গ না পেয়ে। বাংলাদেশে প্রতি বছর ৪০ হাজার মানুষের কেবল কিডনি বিকল হয়ে থাকে। লিভার কাজ করে না এমন রোগীর সংখ্যাও কম নয়। বাংলাদেশে ১ লাখ মানুষ লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত। এদের প্রায় সবার লিভার প্রতিস্থাপন করতে পারলে অনেকেই বেঁচে যাবেন।

তবে এ পদ্ধতির নৈতিকতা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হতে পারে। কারণ, গবেষণা করার সময় দৃশ্যত কিছু মৃত শূকর হঠাৎ মাথা নড়াচড়া করে বিজ্ঞানীদের চমকে দিয়েছিল। এর আগে ২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের গবেষক দলটি শূকরের মস্তিষ্কের কোষ পুনরুজ্জীবিত করা নিয়ে গবেষণা করে। তখন কয়েকটি শূকরের মাথা কেটে ফেলার কয়েক ঘণ্টা পর এটির মস্তিষ্কের কোষের কার্যকারিতা ফিরিয়ে এনে বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়কে হতবাক করে দিয়েছিলেন তাঁরা। যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক গবেষণাসংক্রান্ত নিবন্ধটি প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক সাময়িকী নেচারএ প্রকাশিত হয়েছে। গবেষকেরা বলছেন, ২০১৯ সালের গবেষণা পদ্ধতিটি শূকরের পুরো শরীরের ওপর চালান। মানে, মস্তিষ্কের পাশাপাশি তাঁরা পুরো শরীরে রক্ত সঞ্চালন করে দেখতে চেয়েছিলেন। এ জন্য তাঁরা অচেতন হয়ে যাওয়া একটি শূকরের হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ করে দেন, যার মাধ্যমে প্রাণীটির শরীরে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে শরীরের কোষগুলোতে অক্সিজেন সরবরাহও বন্ধ হয়ে যায়। মূলত অক্সিজেন ছাড়া স্তন্যপায়ী প্রাণীর কোষগুলো মারা যায়। শূকরটি মারা যাওয়ার এক ঘণ্টা পর এটিকে নিয়ে গবেষণা শুরু হয়।

বিজ্ঞানীরা শূকরের শরীরে রক্ত সঞ্চালনের পাশাপাশি রক্ত কোষে অক্সিজেন সরবরাহকারী প্রোটিন বা কৃত্রিম হিমোগ্লোবিন ও রক্ত জমাট বাঁধা ঠেকাতে বিশেষ ওষুধ প্রয়োগ করেন। এতে দেখা যায়, শূকরের শরীরে আবার রক্ত সঞ্চালন শুরু হয়েছে এবং হৃদযন্ত্র, লিভার ও কিডনির মতো অঙ্গের কোষগুলো আবার সচল হয়েছে। পরীক্ষায় ছয় ঘণ্টা পর্যন্ত এসব অঙ্গ সচল রাখতে পারেন তাঁরা।

গবেষণার জ্যেষ্ঠ লেখক এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক নেনাড সেস্তান সাংবাদিকদের বলেন, শূকরের কোষগুলোর কার্যকারিতা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত তা সক্রিয় ছিল। এটা আমাদের নির্দেশ করে, কোষের মৃত্যু ঠেকানো সম্ভব।

গবেষণা প্রবন্ধের সহ-প্রধান লেখক ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ডেভিড আন্দ্রিজেভিক বলেন, তাঁদের উদ্ভাবিত পদ্ধতিটির নাম 'অরগ্যানএক্স'। তাঁরা আশা করছেন, ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিউচার অব হিউম্যানিটি ইনস্টিটিউটের অ্যান্ডার্স স্যান্ডবার্গ বলেছেন, 'অস্ত্রোপচারের নতুন ধরন উদ্ভাবনে সহায়তা করতে পারে অরগ্যানএক্স পদ্ধতি।'

নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োইথিসিস্ট ব্রেনদান প্যারেন্ট বলেন, এই পদ্ধতিটি মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে, এতে রোগীকে এমন একটি অবস্থায় ফেলার ঝুঁকি থাকে, যাতে লাইফ সাপোর্ট ছাড়া তাঁর বেঁচে থাকা অসম্ভব। মানুষ জীবন্মৃত অবস্থায় থাকবে।

নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির গ্রসম্যান স্কুল অব মেডিসিনের স্যাম পার্নিয়া বলেছিলেন, অসাধারণ এবং অবিশ্বাস্যভাবে উল্লেখযোগ্য গবেষণা এটি। মৃত্যু হলো একটি জৈবিক প্রক্রিয়া। এটি চিকিৎসাযোগ্য এবং মৃত্যু হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরও কোষের কার্যকলাপ ফিরিয়ে আনা যায়।

যুক্তরাজ্যের নটিংহাম ট্রেন্ট ইউনিভার্সিটির দার্শনিক বেঞ্জামিন কার্টিস বলেছেন, এখন মৃত্যুর সংজ্ঞা নতুনভাবে দাঁড় করার প্রয়োজন পড়তে পারে। বর্তমানে মৃত্যুর মেডিকেল সংজ্ঞা হচ্ছে, একজন মানুষের দেহের কার্যক্রম পুরোপুরি অচল না হওয়া পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে তাঁকে মৃত বলা যাবে না। আর এটা হতে কয়েক ঘণ্টা লাগে।

পররাষ্ট্র ক্যাডার আনারকলি কাণ্ড

(প্রথম পাতার পর)

বৃহস্পতিবার বিকালে সশরীরে হাজির হয়ে আনারকলি মারিজুয়ানা কা- নিয়ে তার প্রাথমিক বক্তব্য দিয়েছেন। সেখানে তিনি কি বলেছেন তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা সম্ভব হয়নি। তবে এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, অতীতের অপরাধের বিষয়গুলোও খতিয়ে দেখছে তদন্ত কমিটি। সূত্র মতে, আনারকলি ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের লসঅ্যানজেলেস-এ পোস্টিংয়ে যাওয়ার সময় ৩৯ বছর বয়সী সাব্বির নামের যে যুবককে তার 'কথিত' গৃহকর্মী পরিচয়ে সঙ্গে নিয়েছিলেন তার ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের সেই সময়ের কর্মকর্তারা আগাগোড়ায় সন্দিহান ছিলেন। এমনকি ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসও তাকে সন্দেহ করেছিল এবং সাব্বিরের ভিসা আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু সেই সময়ে মন্ত্রণালয় প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে বর্তমান থাকা (ডিরেক্টর পারসোনাল) কাজী আনারকলি সাব্বিরের ভিসার জন্য পাগলপ্রায় হয়ে ছোটাছুটি করছিলেন। তিনি আমেরিকাস অনুবিভাগের মহ-াপরিচালকে অনুরোধ করা ছাড়াও ডিরেক্টর এমনকি আমেরিকাস অনুবিভাগের দু'জন ডেস্ক অফিসারের ওপর অব্যাহত চাপ তৈরি করেছিলেন সেই ভিসা নিশ্চিতে তদবির করতে।

তার চাপেই মূলত তারা দিনের পর দিন তদবির এবং ফলোআপে বাধ্য হয়েছিলেন।

অবশ্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ অনুরোধে মার্কিন দূতাবাস অবশেষে সাব্বিরের ভিসা ইস্যু করে। এ নিয়ে গতকাল আলাপে এক কর্মকর্তা বলেন, কাজী আনারকলি যুক্তরাষ্ট্রের লসঅ্যানজেলেসে ডেপুটি কনসাল জেনারেল হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর তিনি তার সন্তান এবং একজন যুবক বয়সী পুরুষকে কাজের লোক হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যেতে ভিসা আবেদন করেন। তখন অনেকেই সেই কথিত গৃহকর্মীকে তার ঘরের কাজের জন্য নিয়ে যাওয়া এবং এক বাড়িতে থাকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে এটা তার ব্যক্তিগত বিষয় ধরে নিয়ে মন্ত্রণালয় তাকে আটকায়নি বরং ভিসা পেতে সর্বাত্মক সহায়তা করে। ওই কর্মকর্তা এ-ও বলেন যে, কাছাকাছি সময়ে লসঅ্যানজেলেসস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটে উচ্চ পদে নিয়োগ পাওয়া প্রশাসন ক্যাডারের এক কর্মকর্তার কথিত বাবুর্চির ভিসা আবেদনও প্রত্যাখ্যান করেছিল মার্কিন দূতাবাস। সেই 'বাবুর্চি'র কাছে বিরিয়ানি রেসিপি সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন ভিসা অফিসার। তিনি সেটি বলতে পারেননি বলে তার ভিসা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে মর্মে নিজেই মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছিলেন ওই বাবুর্চি। অবশ্য আনারকলির কথিত গৃহকর্মীর ভিসা দেয়ার পর সেই বাবুর্চির ভিসার অনুরোধ আমলেও নিয়েছিল দূতাবাস। মন্ত্রণালয়ের কাছে থাকা রিপোর্ট বলছে, আন-ারকলির কথিত গৃহকর্মী সাব্বির এবং সেই বাবুর্চি দু'জনই একই পথে হেঁটেছেন। তারা আমেরিকায় অবৈধভাবে থেকে গেছেন, যা মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তিকে চরমভাবে ক্ষুণ্ন করেছে।

সাব্বিরের পরিচয়

লস অ্যানজেলেসে বাংলাদেশের ডেপুটি কনসাল জেনারেল কাজী আনারকলির বিরুদ্ধে স্টেট ডিপার্টমেন্টে নালিশ করে স্টে পারমিট জোগাড় করা কথিত গৃহকর্মী সাব্বিরের বাড়ি বরিশালের গৌরনদী উপজেলার পিপড়া-কাঠি। যুক্তরাষ্ট্র যাওয়ার সময় তার বয়স ছিল উনচল্লিশ বছর। তিনি গৃহকর্মী পরিচয়ে গেলেও আদতে ছিলেন আনারকলির বন্ধু। ঢাকায় থাকা অবস্থাতেই তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হয়। এমনকি মন দেয়া-নেয়ার সম্পর্কও। তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে ভালো সুযোগ ছিল 'গৃহকর্মী' পরিচয়, সেটাই কাজে লাগিয়েছেন আনারকলি। ঘনিষ্ঠ মহলে বলাবলি আছে অর্থবিত্ত এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী সাব্বির সেই সময় তার যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া বাবদ প্রায় ১৭ লাখ টাকা দিয়েছিলেন আনারকলিকে। যা তিনি পরবর্তীতে ফেরত পেতে চেষ্টা করেন।

উল্লেখ্য, আনারকলির বিরুদ্ধে মানবপাচারসহ বহু গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু তা কখনোই তদন্ত হয়নি। এক জ্যেষ্ঠ কূটনীতিক তার সম্পর্কে বলেন, চাকরির শুরু থেকেই বিভিন্ন অপকর্ম করে বারবার পার পেয়ে গেছেন আনারকলি। এ কারণেই আজকে এমন অবস্থায় পড়তে হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, আনারকলি ২০০০ সালে তখনকার আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ সময়ে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে আবেদন করে চাকরি লাভ করেন। ক্ষমতার পালাবদলেও তার প্রতাপ কমেনি। ২০০১-২০০৩ সালে তিনি মন্ত্রণালয়ের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট সহকারী সচিব (রাষ্ট্রাচার ভ্রমণ) ছিলেন। সেসময় তিনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সফরসঙ্গী হিসেবে বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন। যার এক পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার এডিসি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর অফিসার হাসনাতের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। যদিও মন্ত্রণালয়ের সবাই ওই অবৈধ সম্পর্কের কথা জানতেন, তবে ভয়ে কেউ মুখ খুলতে সাহস করেননি। এরপর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সুপারিশে সিনিয়র অনেক কর্মকর্তাকে টপকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আনারকলিকে বৃটেনে স্কলারশিপ দেয়। এমন অবস্থায় আনারকলি তার স্বামীকে রেখে এবং ওপ্রেমিক এডিসি হাসনাত নিজের স্ত্রী-সন্তান ও চাকরি রেখে আনারকলির সঙ্গে লন্ডনে চলে যান, তখনো তাদের বিয়ে হয়নি। লন্ডনে তারা একসঙ্গেই বসবাস করতে থাকেন। তখন হাসনাত কূটনীতিকের স্বামী হিসেবে বিভিন্ন সুবিধাও পান। আনারকলির এহেন কা- মুখে মুখে থাকলেও তার বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয় কোনো ব্যবস্থা তো নেয়-ই নি, বরং পড়াশোনা শেষ করার পর তাকে হংকংয়ে ভাইস কনসাল হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। সেখানে আনারকলি তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে জড়ান। চ্যান্সারি কমপ্লেক্সেই তাদের মধ্যে হাতাহাতি-মারামারির ঘটনা ঘটে। এ অবস্থায় আনারকলির দ্বিতীয় স্বামী হাস-নাত তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং মন্ত্রণালয় সম্পূর্ণভাবে আনারকলিকে দায়মুক্তি দিয়ে ইতালির রোমে পোস্টিং দেয়। আর বিবাদী তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে শাস্তি দিয়ে দেশে ফিরিয়ে আনে। এরইমধ্যে ক্ষমতার পালাবদল ঘটে, আবারো ক্ষমতায় ফিরে আওয়ামী লীগ। আনারকলি ফিরেন তার স্বরূপে!

তখন বিএনপি সরকারের সময়ের প্রধানমন্ত্রীর এডিসি হাসনাতের সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়। এবার তিনি ক্ষমতাসীন বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলেন, তার পুরনো পরিচয় ছাত্রলীগের সাবেক নেত্রী হিসেবে। আনারকলি বিভিন্ন ছাত্রনেতা ও ক্ষমতাবান ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলেন। ফলে ২০১২ সালে দেশে ফিরে এসে প্রায় দীর্ঘ চার বছর তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাবান পরিচালক (প্রশাসন) হিসেবে কাজ করেন। সে সময় আনারকলির বিরুদ্ধে সহকর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, অযথা হয়রানি, ক্ষমতার অপব্যবহার, পোস্টিং প্রমোশনে দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতাসহ অসংখ্য অভিযোগ ওঠে। কিন্তু এগুলোতে মন্ত্রণালয় কান না দিয়ে কাজী আনারকলিকে যুক্তরাষ্ট্রের লসঅ্যানজেলেসে ডেপুটি কনসাল জেনারেল হিসেবে নিয়োগ দেয়।

পুলিশ সম্মেলনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আইজিপিসহ ৬ কমকর্তা নিউইয়র্কে আসছেন

(প্রথম পাতার পর)

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের পুলিশ-৩ শাখা বৃহস্পতিবার এ সংক্রান্ত একটি আদেশ জারি করেছে। তবে পুলিশের আইজিপির উপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার পরও কিভাবে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে আসবেন এনিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। তাহলে কি উঠে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধজ্ঞা? এবিষয়ে সরকারী ভাষ্য জানতে কৌতুহল এখন অনেকের।

আদেশ বলা হয়েছে, নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আগামী ৩১ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর পুলিশ প্রধানদের তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, আইজিপি বেনজীর আহমেদ ছাড়াও আছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের যুগ্ম সচিব আবু হেনা মোস্তফা জামান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একান্ত সচিব (উপসচিব) মু. আসাদুজ্জামান, অতিরিক্ত পুলিশ উপমহাপরিদর্শক নাসিয়ান ওয়াজেদ ও সহকারী পুলিশ মহাপরিদর্শক মোহাম্মদ মাসুদ আলম। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিনিধি দলটির নেতৃত্ব দেবেন।

প্রতিনিধি দলটি ৩০ আগস্ট বা তার কাছাকাছি সময়ে নিউ ইয়র্কের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়বে এবং ৩ সেপ্টেম্বর বা তার কাছাকাছি সময়ে নিউইয়র্ক থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হবে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন গত বছরের ১০ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে বেনজীর আহমেদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেন। ২০২১ সালের মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর, বৈদেশিক কার্যক্রম ও এ সংক্রান্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নবিষয়ক আইনের ৭০৩১ (গ) ধারা অনু-যায়ী যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর তার ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। তবে জাতিসংঘের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী জাতিসংঘের সম্মেলন বা বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের ভিসা দেওয়ার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা আছে।

গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় নিহত ১৫

(প্রথম পাতার পর)

করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ও মানব সেবা বিষয়ক মন্ত্রী জ্যাভিয়ার বেসারা বৃহস্পতিবার এই জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "এই ভাইরাসকে আমরা অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখার প্রস্তুতি নিচ্ছি এবং আমরা মাংকিপক্সকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে নেওয়ার জন্য এবং এই ভাইরাস মোকাবেলায় দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে প্রতিটি মার্কিন নাগরিকের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।"

যুক্তরাষ্ট্রে এ পর্যন্ত যত রোগী শনাক্ত করা হয়েছে তার প্রায় এক-চতুর্থাংশ নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের। সেখানে গত সপ্তাহে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। এরপরেই রয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া এবং ইলিনয় অঙ্গরাজ্য। এ দুই অঙ্গরাজ্যে সোমবার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রাথমিক পর্যায়েই এই ভাইরাসকে যদি নির্মূল করতে হয় তাহলে জরুরি ভিত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মাংকিপক্স নিয়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা

(প্রথম পাতার পর)

করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ও মানব সেবা বিষয়ক মন্ত্রী জ্যাভিয়ার বেসারা বৃহস্পতিবার এই জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "এই ভাইরাসকে আমরা অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখার প্রস্তুতি নিচ্ছি এবং আমরা মাংকিপক্সকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে নেওয়ার জন্য এবং এই ভাইরাস মোকাবেলায় দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে প্রতিটি মার্কিন নাগরিকের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।"

যুক্তরাষ্ট্রে এ পর্যন্ত যত রোগী শনাক্ত করা হয়েছে তার প্রায় এক-চতুর্থাংশ নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের। সেখানে গত সপ্তাহে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। এরপরেই রয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া এবং ইলিনয় অঙ্গরাজ্য। এ দুই অঙ্গরাজ্যে সোমবার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রাথমিক পর্যায়েই এই ভাইরাসকে যদি নির্মূল করতে হয় তাহলে জরুরি ভিত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চীনের নজিরবিহীন সামরিক মহড়া, অবরুদ্ধ তাইওয়ান

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির তাইওয়ান সফরের একদিন পরেই ক্ষিপ্ত চীন দ্বীপটির উপকূল-জুড়ে নজিরবিহীন সাম-রিক মহড়া শুরু করেছে। তাতে রকেট এবং ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রসহ তাজা গোলাবারুদ ব্যবহার করা হচ্ছে। চীনের রাষ্ট্রীয় মাধ্যমে যেসব ফুটেজ প্রচার করা হচ্ছে তাতে মহড়ায় যুদ্ধবিমান, রণতরী এবং ভূমি থেকে নিক্ষেপ করা হয় এরকম সমরাস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে।

এদিকে তাইওয়ান বলছে, তাদের উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের আশেপাশে চীন বেশ কয়েকটি ব্যালিস্টিক মিসাইল নিক্ষেপ করেছে। এর জবাবে তাইওয়ান তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় করে রেখেছে। তাইপে বলছে, তারা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে।

তাইওয়ান প্রণালীর এমন সব জায়গায় চীনা এই মহড়া চলছে যা বিশ্বের ব্যস্ততম সমুদ্রপথ যেখানে দিয়ে প্রতিদিন বহু জাহাজ চলাচল করে। ব্লুমবার্গের এক পরিসংখ্যানে বলা হচ্ছে, সারা বিশ্বে কন্টেইনারবাহী যতো জাহাজ চলাচল করে তার প্রায় অর্ধেক এবং বড় বড় জাহাজগুলোর ৮৮ শতাংশই তাইওয়ান প্রণালী দিয়ে যাওয়া-আসা করে।

চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমে সামরিক বিশ্লেষকরা বলছেন, তাইওয়ানকে শক্তি-প্রয়োগের মাধ্যমে চীনের মূল ভূখ- ফিরিয়ে আনার সম্ভাব্য সামরিক অভিযানের অনুশীলন হিসেবে দেখা হচ্ছে।

মূল ভূখ- থেকে ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত এই দ্বীপটিকে চীন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া একটি প্রদেশ হিসাবে দেখে। বেইজিং চায় দ্বীপটি আবার চীনের নিয়ন্ত্রণে চলে যাক।

তাইওয়ানে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় একজন রাজনীতিক ন্যান্সি পেলোসির বিতর্কিত সফরের জবাবেই চীন এই সামরিক মহড়া শুরু করেছে। মিসেস পেলোসির পর্যায়ের একজন মার্কিন রাজনীতিক গত ২৫ বছরের মধ্যে এই প্রথম তাইওয়ানে গেলেন। তিনি তাইওয়ানের স্বাধীনতার একজন বড় সমর্থক।

বেইজিং এই সফরকে দেখে 'এক চীন নীতির' ওপর হস্তক্ষেপ হিসেবে এবং সেকারণে তারা সফরের আগে থেকে মিসেস পেলোসির তাইওয়ানে যাওয়ার ব্যাপারে তীব্র আপত্তির পাশাপাশি কড়া হুমকিও দিয়েছিল। সফরের পরদিন বৃহস্পতিবার চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যে বিবৃতিতে প্রকাশ করেছে তাতে তাদের ক্ষোভ অত্যন্ত স্পষ্ট।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক বৈঠকে চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই তাইওয়ানে মিসেস পেলোসির সফরকে ৎবাতিকগ্রস্ত, কা-জ্ঞানহীন এবং অযৌক্তিকচ বলে উল্লেখ করেছে।

তিনি বলেন, সঙ্কট এড়ানোর জন্য সম্ভাব্য যা কিছু পরিহার করা যায় চীন সেটা করেছে, কিন্তু যা তাদের 'মূল স্বার্থকে আঘাত করে সেটা হতে দেওয়া যায় না।' তিনি বলেন, 'শেষ পর্যন্ত তাইওয়ান তাদের মাতৃভূমির কাছেই ফিরে আসবে।'

নিরাপত্তা বিষয়ক বিবিসির সংবাদদাতা ফ্র্যাঙ্ক গার্ডনার বলছেন তাইওয়ানের তীরবর্তী এলাকায় এই মহড়া ইঙ্গিত দিচ্ছে যে ২০৪৯ সালের মধ্যে দ্বীপটিকে নিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে চীন প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করতেও প্রস্তুত। তিনি বলেন, চীন তাইওয়ান দখল করতে চায় না। সেরকম কিছু হলে প্রচুর রক্ত ও সম্পদের ক্ষয় হবে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তার ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু তারা দেখিয়ে দিতে চাইছে যে তাইওয়ান শান্তিপূর্ণভাবে ফিরে না গেলে তারা শক্তি প্রয়োগ করতেও প্রস্তুত আছে। বিবিসি

ইউক্রেনে রুশ বাহিনীর বিপক্ষে মুসলিমদের লড়াই

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গত ২৪ ফেব্রুয়ারী ইউক্রেনে সাম-রিক অভিযানের ঘোষণা দেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এরপর আজ বৃহস্পতিবার (৪ আগস্ট) পর্যন্ত টানা ১৬৩ দিনের মতো চলছে দেশ দুইটির সংঘাত। এতে দুই পক্ষের বহু হতাহতের খবর পাওয়া যাচ্ছে। যুদ্ধে ইউক্রেনের পক্ষ হয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়ছেন দেশটির মুসলিমরাও।

ঠিক তেমনি একজন আলি খাদজালি। তাকে খারকিভে নিজ শহরে বিধ্বস্ত স্থাপনার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। শহরটি ইউক্রেন রাশিয়া সীমান্তের ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা শুরুর পর থেকে ছয়জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে খাদজালি মানবিক কার্যক্রম শুরু করেছেন। এই দলটি যুদ্ধাক্রান্ত বাসিন্দাদের মানবিক সাহায্য প্রদান করে আসছে। এছাড়াও দলটি তীব্র হামলায় ল-ভ- হওয়া স্থানগুলো থেকে বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছাতে সাহায্য করে।

৩০ বছর বয়সী খাদজালি একজন উষ্ণ মনের মানুষ। তিনি মাথায় টুপি ও গায়ে হুডির সঙ্গে কার্গো প্যান্ট পরিধান করেন। তিনি মধ্য মে মাস থেকে দিনের কার্যক্রম থেকে বিরতি নেন।

আন্তর্জাতিক আদালত কি রোহিঙ্গাদের স্বপ্নপূরণের সারথি হতে পারবে

(৫ পাতার পর)

জাল বোনার প্রবেশদ্বার আন্তর্জাতিক আদালতের এই রায়।

যেসব কারণে আমি আশাবাদী হয়েছি তা হলো–এক. মিয়ানমার বারবার অস্বীকার করে আসছে মিয়ানমারে 'রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী' বলতে কিছু নেই, এরা বাঙালি। গাম্বিয়া গণহত্যা চুক্তির আওতায় রোহিঙ্গা গণহত্যা বন্ধ এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে গণহত্যা থেকে রক্ষার জন্য আবেদন করেছে। আন্তর্জাতিক আদালত অন্তর্বর্তী আদেশে মিয়ানমারকে রোহিঙ্গাদের সুরক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন। আর সম্প্রতি দেওয়া রায়ে মিয়ানমারের আপত্তি খারিজ করে দিয়ে গণহত্যা মামলা বিচারের জন্য আমলে নিয়েছেন। তার মানে, গণহত্যা চুক্তির আওতায় রোহিঙ্গারা সুরক্ষা পাওয়ার যোগ্য জনগোষ্ঠী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গণহত্যা চুক্তির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনো জাতি, নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, জাতিগোষ্ঠী বা ধর্মীয় সম্প্রদায় সুরক্ষা পাওয়ার যোগ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। আন্তর্জাতিক আদালতের দুই দফা রায়ে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে রোহিঙ্গারা আদালতের সর্বসম্মত আদেশে মিয়ানমারে বসবাসকারী একটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়, যারা গণহত্যা থেকে সুরক্ষা পাওয়ার দাবিদার।

দুই. আন্তর্জাতিক আদালতের ১৫ জন নিয়মিত বিচারক এবং মামলার দুই পক্ষ গাম্বিয়া ও মিয়ানমারের নিয়োগকৃত দুজন অ্যাডহক বিচারকসহ মোট ১৭ জন বিচারকই সর্বসম্মতভাবে চার দফা অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তার মানে মিয়ানমারের নিয়োগকৃত বিচারকও মিয়ানমারের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। অন্যদিকে মিয়ানমারের চারটি আপত্তিই নাকচ করে দেওয়া রায়েও মিয়ানমারের নিয়োগকৃত বিচারক অন্য বিচারকদের সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন। কেবল চীনের একজন বিচারক একটি আপত্তি বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন। আদালত অন্তর্বর্তী আদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং মিয়ানমারকে আদালতে 'ব্যাক টু ব্যাক' রিপোর্ট জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা আরোপ করে রোহিঙ্গা গণহত্যা প্রতিরোধে আদালতের দায়িত্ব ও অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। মামলার শুনানিতে মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছে বলে জানিয়েছিল। মিয়ানমার আরো বলেছিল, রাখাইন রাজ্যে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আদালত তাঁর অন্তর্বর্তী আদেশে বলেছেন, প্রত্যাবাসন ও সুরক্ষায় মিয়ানমারের উদ্যোগ যথেষ্ট নয় এবং মিয়ানমারের এসব আশ্বাস রোহিঙ্গাদের অপূরণীয় ক্ষতির ঝুঁকি থেকে সুরক্ষায় এবং গাম্বিয়ার আবেদন অযৌক্তিক প্রমাণ করতে যথেষ্ট নয়। বিচারের এই ঘটনাপ্রবাহে এটি নির্দেশ করছে যে মিয়ানমারে গণহত্যা হয়েছে এবং এর ভিত্তি রয়েছে এমন বিশ্বাস বিচারকদের মনস্তত্ত্বে রয়েছে।

তিন. গণহত্যা কনভেনশনে গণহত্যার দুটি দিক রয়েছে–একটি 'গণহত্যার অভিপ্রায়' এবং অন্যটি 'গণহত্যা সম্পাদন'। মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিপ্রায় ও গণহত্যা সম্পাদন উভয় বিষয় প্রমাণের জন্য স্যাটেলাইট, ভিডিও চিত্রসহ যথেষ্ট তথ্য-উপাত্ত জাতিসংঘ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। এ ছাড়া একাধিক ঘটনায় মিয়ানমারের সাবেক সেনা সদস্যরা রোহিঙ্গাদের হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ ও গ্রাম পোড়ানোর নৃশংসতার স্বীকারোক্তি দিতে শুরু করেছেন।

মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গণহত্যা প্রমাণিত হবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কেবল সময়ের অপেক্ষা। আন্তর্জাতিক আদালত ২২ জুলাই প্রদত্ত রায়ে ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে গাম্বিয়া কর্তৃক আনীত অভিযোগের বিষয়ে মিয়ানমারকে লিখিত জবাব জমা দেওয়ার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন। আশা করা যায়, ২০২৪ সালে এই মামলার রায় হবে। এই মামলায় গাম্বিয়া যেসব প্রতিকার চেয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো–গণহত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের একটি উপযুক্ত ট্রাইব্যুনালের সামনে জবাবদিহি নিশ্চিত করা, গণহত্যার শিকার রোহিঙ্গাদের ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিত করা, যাদের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে তাদের পূর্ণ নাগরিকত্ব ও মানবাধিকারসহ নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা, বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে উপযুক্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা করা এবং মিয়ানমারের কাছ থেকে এই আশ্বাস ও গ্যারান্টি নিশ্চিত করা যে তারা গণহত্যা কনভেনশন লঙ্ঘনের পুনরাবৃত্তি করবে না। প্রশ্ন হলো, আন্তর্জাতিক আদালত কী এমন প্রতিকার দিতে পারবেন, যাতে রোহিঙ্গাদের পূর্ণ নাগরিকত্ব, মানবাধিকারসহ নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি হয়? চোর্যফ্যাক্টরি মামলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে কোনো রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের জন্য দায়ী হলে তাকে এমনভাবে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে যে আইন লঙ্ঘন না হলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ যে অবস্থায় থাকত সেই অবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে এমন অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে যে অপরাধের সব ফল মুছে যায়। ফসফেটস ইন মরক্কো কেস, কর্ফু চ্যানেল কেস এবং জেনোসাইড কনভেনশন কেসসহ অসংখ্য মামলায় বৈশ্বিক আদালতে এই নীতি উচ্চারিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক আদালত যদি রোহিঙ্গা গণহত্যা মামলায় প্রতিকার প্রদানের ক্ষেত্রে তার আগের নজির অনুসরণ করেন, তাহলে আশা করা যায় বৈশ্বিক আদালত রোহিঙ্গাদের স্বপ্নপূরণের কাঙ্ক্ষিত সারথি হবেন। তবে রায় বাস্তবায়নে নিরাপত্তা পরিষদ উদ্যোগী না হলে কিংবা চীন-রাশিয়ার ভেটো বাধা হলে ভিন্ন কথা।

লেখক : অধ্যাপক, আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বর্ণিল আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ড্রামা সার্কল'র নাট্য উৎসব ও সামার ফেস্টিভ্যাল

(৩ পাতার পর)

ড্রামা মঞ্চায়ন করেছে নাটক রাক্ষুসী, মুল গল্প কাজী নজরুল ইসলাম, নাট্যরূপ ও নির্দেশনায় ছিলেন শিরীন বকুল। নাগরিক অনসাম্বল মমতাজ উদ্দীনের লেখা নাটক যামিনীর শেষ সংলাপ নাটক থেকে পাঠ করেছে অংশ বিশেষ। শিল্পাঙ্গন মঞ্চায়ন করে নাটক কৃষ্ণগন, নাটকটি রচনা এবং নির্দেশনায় নজরুল ইসলাম।ড্রামা সার্কল মঞ্চায়ন করে নাটক স্বপ্ন, রচনা হুমায়ুন আহমেদ, নির্দেশনায় ছিলেন জহির মাহমুদ।

রাত ৮টায় শুরু হয় সামার ফেস্টিভ্যাল এর অনুষ্ঠান। ফেস্টিভ্যালের সদস্য সচিব জাহিদা আলমের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফেস্টিভ্যালের আহবায়ক মোহাম্মদ মোহসিন। সামার ফেস্টিভ্যাল উদ্বোধন করেন ড্রামা সার্কল এর প্রধান উপদেষ্টা ড. দেলোয়ার হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর জন ল্যু। বক্তব্য রাখেন ড্রামা সার্কল এর প্রতিষ্ঠাকালীন সভানেত্রী নার্গিস আহমেদ, বর্তমান সভাপতি আবীর আলমগীর, ফেস্টিভ্যালের টাইটেল স্পন্সর 'উৎসব গ্রুপ' এর প্রধান রায়হান জামান, টাউন এমডি (হেলথ কেয়ার) গ্রুপের প্রধান রাহাত মুক্তাদির, বারী হোমস এর প্রধান আসেফ বারী টুটুল ও মুনমুন হাসিনা এবং ফেস্টিভ্যালের চীফ কো-অর্ডিনেটর জহির মাহমুদ।

ফেস্টিভ্যালের সাংস্কৃতিক পর্বের শুরুতেই সংগীত পরিবেশন করে নতুন প্রজন্মের শিল্পী শায়ান ও জায়ান। সংগীত পরিবেশন করেন আনোয়ারা আনা, ফারহানা তুলি, জাফরিন আবেদীন, কান্তা আলমগীর, হোসেন জব্বার শৈবাল, লেমন চৌধুরী, চন্দন চৌধুরী, ক্লোজআপ তারকা শশী ও নওরীন এবং এপার বাংলা ওপার বাংলা সংগীত তারকা বিউটি দাস। নৃত্য পরিবেশন করে নওরীন আহমেদ এবং অন্তু মজুমদার। সংগীত পরিচালনা ও কীবোর্ডে ছিলেন রাজীব রহমান, ড্রামসে তুষার, বেজ গিটারে নাইম এবং লিড গিটারে নাদিম। সাংস্কৃতিক পর্বটি যৌথভাবে সঞ্চালনা করেন জাহিদা আলম এবং আদিবা জহির। সার্বিক নির্দেশনায় ছিলেন ফেস্টিভ্যালের সাংস্কৃতিক চেয়ারম্যান কান্তা আলমগীর, সহযোগিতায় ছিলেন রুমী মুস্তাফা এবং জাফরিন আবেদীন।

ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষে মঞ্চ নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করে ড্রামা সার্কল। প্রকাশনা'টি সম্পাদনা করেছেন ফেস্টিভ্যালের ম্যাগাজিন উপ-কমিটির চেয়ারম্যান লুৎফর রহমান। উল্লেখ্য, ড্রামা সার্কল এর সব সদস্যরা একই রকম শর্ট ও পাঞ্জাবী পরে দৃষ্টি কেড়েছেন সবার। শাড়ী ও পাঞ্জাবী সরবরাহ করেছে বাংলাদেশের গোধুলীয়া।

এছাড়াও ড্রামা সার্কল রসুইঘর নামে একটি স্টল ছিলো ফেস্টিভ্যাল প্রাঙ্গনে, যা পরিচালনা করে ড্রামা সার্কলের সদস্যরাই। সেখানে মুখরোচক ফুচকা, চটপটি, পিঠা, আম ভর্তা, ঝালমুড়ি পরিবেশন করা হয়। রিপা আহমেদ ও রুকসান আরা'র নির্দেশনায় লাবনী কামরুল, রিতা, নিশাত খাজা, ফারহানা তুলি, অমিতা ইসলাম, ফারজানা মমো তত্ত্বাবধান করেছে রসুইঘরের পুরো কর্মকান্ড।

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ও মঞ্চ ব্যবস্থাপনার সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনা করেন কামরুল ইসলাম, শেখ সুদান অন্তু, লেমন চৌধুরী ও চন্দন চৌধুরী। ফটোগ্রাফীতে ছিলেন জুয়েল খাজা এবং ভিডিওগ্রাফীতে ছিলেন তানভির আজহার সুকি। অনুষ্ঠানের চমৎকার সাউন্ড ও লাইট করেছে বিডি সাউন্ড।

মক্কায় কালো পাথর স্পর্শ-চুম্বনের

(প্রথম পাতার পর)

কালো পাথরে স্পর্শ বা চুমু দিতে পারবেন। প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রকোপের কারণে এই সুবিধা এতোদিন বন্ধ ছিল।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, করোনার প্রকোপ শুরু পর কাবাঘরের চারপাশে বেষ্টনী দেওয়া হয়। তখন থেকে কাবাঘরে স্থাপিত হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর স্পর্শ বা চুম্বন করতে পারেননি মুসল্লিরা। তবে করোনার প্রকোপ কমে যাওয়ায় তা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এনিয়ে এরই মধ্যে মুসল্লিদের মধ্যে উল্লসিত হতে দেখা গেছে।

ছবিতে দেখা গেছে, কালো পাথরের কাছে মুসল্লিরা উল্লসিত হয়ে আছেন। খবরে বলা হয়েছে, করোনার কারণে মুসল্লিদের জন্য যে সামাজিক দূরত্বের বেড়া দেওয়া হয়েছিল, তা উমরাহ পালনের মৌসুমে খুলে দেওয়া হয়েছে। এই বছরের শুরুর দিকে সৌদি কর্তৃপক্ষ তাদের করোনার কারণে দেওয়া কঠোর সব বিধিনিষেধ তুলে নেয়। এবারে পাপমুক্তি আর আত্মশুদ্ধির আকুল বাসনায় পবিত্র মক্কা নগরীর অদূরে 'উকুফে আরাফা' অবস্থানের মধ্য দিয়ে পবিত্র হজ পালন করেছেন ১০ লাখ ধর্মপ্রাণ মুসলমান। করোনা মহামারির কারণে গত দুই বছর পবিত্র হজে ছিল নানা বাধ্যবাধকতা। তবে এবার অনেকটা মুক্ত অবস্থায় পালিত হয় হজ। তাই হজযাত্রীদের মধ্যে অন্যরকম এক ভাবাবেগ কাজ করেছে। তারা মুখে মাস্ক ছাড়াই হজ করতে পেরেছেন। করোনা ভাইরাসের অনুমোদিত টিকার সম্পূর্ণ ডোজ নিয়েছেন- এমন ১০ লাখ হজযাত্রী এবার হজ পালন করেছেন। এর মধ্যে ৮ লাখ ৫০ হাজার বিদেশি। বাকিরা সৌদি আরবের নাগরিক।

দুই মাস ধরে লাপাত্তা তারেক

(প্রথম পাতার পর)

ভুগছেন। বর্তমানে সপ্তাহে তিন দিন ডায়ালাইসিস করতে হচ্ছে। তার এক কন্যা পরিবার নিয়ে ব্রঙ্কসে বসবাস করেন।

মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম (সিকন্দার) জানান, তিনি আমেরিকান সিটিজেন। ১৯৯১ সালে যুক্তরাষ্ট্র আগমন করেন। স্ত্রী ও এক মেয়ে (ব্রঙ্কস থাকেন) নিয়ে বসবাস শুরু করেন নিউইয়র্কে। তার রক্তের গ্রুপ 'ও পজেটিভ'। তিনি নিউইয়র্কে পিসিপি ডা. দিলরুনা নাবীর তত্ত্বধানে চিকিৎসাধীন।

মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম (সিকন্দার) জানান, তিনি যখন তার দুটি কিডনী নষ্ট হওয়ার কথা জানতে পারেন তখন তিনি আকাশ থেকে পড়েন। চরম হতাশা নেমে আসে তার পরিবারে। কিন্তু চিকিৎসকের ভরসা আর আশায় প্রাণ ফিরে পান তিনি। ডাক্তার জানায় তার দুটি কিডনীর মধ্যে অন্তত একটি কিডনী ট্রান্সপ্ল্যান্ট করতে পারলেই তিনি সুস্থ্য হয়ে উঠবেন। সেই লক্ষ্যে তিনি কিডনী সংগ্রহে নেমে পরেন। দেশ-বিদেশে যোগাযোগ করার পর তারই উপজেলার ঘনিষ্ট পরিচিত ও সম্পর্কে চাচাত ভাই আব্দুল হক মজিদ জানান যে, তার পুত্র সাইফুর রহমান তারেক (২২) তাকে কিডনী দান করবেন। তাদের গ্রামের বাড়ী ওসমানী নগর তাজপুর, উপজেলা বালাগঞ্জ, সিলেট।

আব্দুল হক মজিদের তিন ছেলে এক মেয়ে। তারেক ভাই-বোনদের মধ্যে দ্বিতীয়। তার কাছ থেকে আশার বানী শুনে অভিযোগকারী সিকান্দর তার রক্তের গ্রুপ সহ শারীরিক প্রয়োজনীয় তথ্য মজিদ পরিবারের কাছে পাঠান যাতে সবকিছু মিলে যায়। পরবর্তীতে সিলেট শহরের একটি ল্যাবরেটরীতে তারেক তার শারীরিক সকল টেষ্ট করে সকল রিপোর্ট সিকান্দরের কাছের পাঠান। এসব রিপোর্ট দেখে ডাক্তার বলেন সবকিছুই মিলে গেছে এবং সে যদি আমেরিকা এসে কিডনী দেয় তো তা ট্রান্সপ্ল্যান্ট সম্ভব। এরপর তারেক-এর ভিসা পাওয়ার জন্য ঢাকায় আমেরিকান দূতাবাসে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যসহ আর্থিক সকল ব্যবস্থাই করা হয়।

পরবর্তীতে সাইফুর রহমান তারেক ভিসা পান ১৩ এপ্রিল ২০২১। তিনি নিউইয়র্ক আসেন ৮ মে ২০২১ এবং সিকান্দরে পরিবারের সাথেই বসবাস শুরু করেন। গত মে মাসের ১৬ এবং ২৩ তারিখ এবং জুনের ১৫ ও ২৩ তারিখ তার ম্যানহাটানস্থ মাইন্ট সিনাই হসিপাতালে তারেকের এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিলো। প্রথমে হাসপাতালের এ্যাপয়েন্টমেন্ট ফের করলেও গত ১৫ জুন তিনি হাসপাতান এবং ডাক্তারদের সাথে কথা বললেও সেখানে কি কথা হয়েছে তা সিকান্দর পরিবারকে জানান নি। সর্বশেষ গত ৩০ জুন বাঙালী এন্টারপ্রেটর দিয়ে কথা হাসপাতালের চিকিৎসকগণ তারেকের সাথে কথা বলেন এবং তাকে দেশে ফেরৎ যেতে বলেন বলে সিকান্দর এই প্রতিনিধিকে জানান। গত ২ জুলাই পর্যন্ত তারেক সিকান্দরের বাসায় ছিলেন। তারেকের ভিসা এং বিভিন্ন টেষ্ট ও রিপোর্ট করানো এবং যুক্তরাষ্ট্রে তাকে আনা সহ আনুমানিক ৪ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে বলে সিতান্দও জানান।

মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম (সিকন্দার) আশংকা করছেন তিনি চরম প্রতারণার শিকার হয়েছে। বলেন সাইফুর রহমান তারেক-কে প্রায় ২ মাস থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। গত ২ জুলাইয়ের পর থেকে তার আর কোন খবর নেই। তার নিউইয়র্কের ফোন নং ৯২৯-৫৪৪-৩৯৬০ আর বাংলাদেশ-এর ৮৮০১৭৭২৪৩১১৫৮ ফোন নম্বরে যোগাযোগ করেও কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে বলেন- 'এই সামারে ট্রান্সপ্লান্ট করার কথা ছিলো। আমাকে শেষ করে দিলো, আমাকে তো মেরে ফেললো। আমি এখন কি করবো? এমন প্রতারণা কেউ কারো সাথে করে? আমি বেঁচেও মরে যাচ্ছি।'

মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম (সিকন্দার) বলেন, যখন তারেকের পরিবারের সাথে কথা হয় তখন তার বাবা আব্দুল হক মজিদ আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন- 'তার পুত্র তারও (সিকান্দর) পুত্রতুল্য। আমিও বলেছিলাম তারেক যদি আমাকে কিডনী দেয় আমি তারেক-কে আমার কলিজা দিয়ে দেবো। আমিও তাকে সন্তানের মতো দেখবো।' কিন্তু আমার সব শেষ হয়ে গেলো এখন আমি কি করবো'।

এক প্রশ্নের উত্তরে মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম (সিকন্দার) বলেন, আমরা হাসপাতাল সহ কোথাও থেকে কোন তথ্য পাচ্ছি না। হাসপাতালে যোগাযোগ করা হলে তারা বলছে, আমরা তারেকের তথ্য তাকে ছাড়া আর কাউকে দিতে বা জানাতে পারবো না। আমার (সিকান্দর) ধারনা তারেক 'ভুয়া' কাগজপত্র করে ভিসা নিয়েছে এই দেশে এসে থাকার জন্য। আমাকে কিডনী দেওয়ার জন্য নয়।

প্রতারণার ব্যাপারে সতর্ক গোয়েন্দা পুলিশ

(প্রথম পাতার পর)

বাংলাদেশে আগমন। কখনো দিনমজুর, কখনো নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির ছেলে কিংবা মেয়েকে ঘটা করে বিয়ে করেন। চলতি বছরের জুলাই মাসেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি এবং মালয়েশিয়া থেকে বাংলাদেশে ছুটে আসেন তিন তরুণ-তরুণী। তাদের কেউ আবার নিজ ধর্ম বদলে ঘটা করে বিয়ে করেছেন। তাদের অনেকেই সুখী জীবন-যাপন করলেও প্রতারণার নজিরও কম নেই। এটা এখন অনেকের কাছে স্বাভাবিক বিষয় বলে মনে হবে। কিন্তু এটা কী শুধুই প্রেমের টানে ছুটে আসা নাকি এর পেছনে কোনো ধরনের প্রতারণা লুকিয়ে আছে তা খোঁজার চেষ্টা করছে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। গোয়েন্দা সূত্র জানায়, প্রচলিত আইনে এ ধরনের বিয়েতে কোনো বাধা না থাকায় কেউ কেউ আবেগের টানে প্রতারণার স্বীকার হচ্ছেন। বিয়ে করে কিছুদিন একসঙ্গে থেকে চলে যান নিজ দেশে।

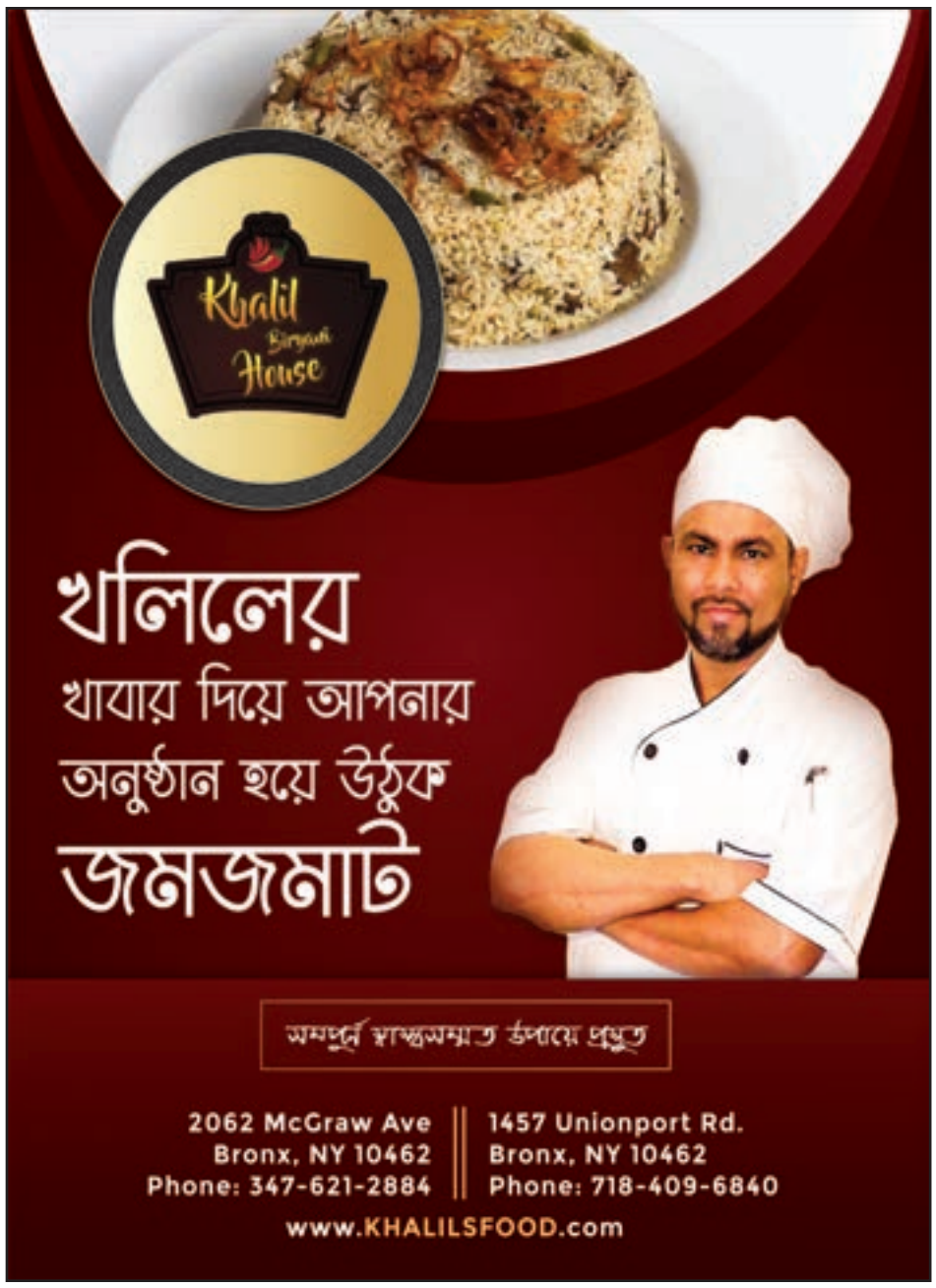
এভাবে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন অনেকেই। এসব বিয়ের পাত্র-পাত্রীদের বেশির ভাগ পরিচয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কিংবা অনলাইনে। সাম্প্রতিক সময়ে বিদেশিরা এদেশে এসে বিভিন্ন ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়াচ্ছেন।

তাদেরকে বেশির ভাগ সময় এখানকার তাদের সঙ্গী এবং ঘনিষ্ঠজনরা এ ধরনের অপরাধে সহায়তা করে থাকেন। চলতি বছরের মাঝামাঝিতে প্রেমের টানে সুদূর ইতালি থেকে উড়ে এসেছেন আলী সান্দ্রে চিয়ারোমিন্তে নামে এক যুবক। গত ২৫ জুলাই রাতে ঠাকুরগাঁওয়ের বালীয়াডাঙ্গীর ১৯ বছর বয়সী তরুণী রত্না রানী দাসের সঙ্গে সনাতন ধর্মের রীতি অনুযায়ী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। রত্না রানীর বাড়ি ঠাকুরগাঁওয়ের বালীয়াডাঙ্গী উপজেলার চাড়োল ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের খোকোপাড়া গ্রামে। তার বাবা মারকুস দাস পেশায় একজন দিনমজুর। রত্নার পরিবার জানায়, তরুণীর এক চাচা ইতালি থাকেন। তার মাধ্যমেই ওই ইতালীয় নাগরিকের সঙ্গে মেয়ের পরিচয় হয়। অতঃপর মোবাইলফোনে তাদের কথাবার্তা হয়। বিয়ের আগের দিন দুপুর ১টায় বাংলাদেশে পৌঁছানোর পর তাদের বাড়িতে আসে সান্দ্রে। ধর্মীয় সব আইনকানুন মেনে ধুমধাম করে তাদের বিয়ে হয়। রত্না রানী জানান, সান্দ্রে তার চাচার মাধ্যমে মা-বাবাকে প্রস্তাব দেন। পরে তারা ইমোতে যোগাযোগ করেন। একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়। চাচা তাকে ইতালির কিছু ভাষা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। সেগুলো দিয়ে তার সঙ্গে কথা হয়। এরপর বাংলাদেশে আসলে তাদের বিয়ে হয়। সান্দ্রে বাংলা ভাষা শেখার চেষ্টা করছে। এরআগে চলতি বছরের গত ১০ই জুলাই সুদূর আমেরিকা থেকে ঈদের দিন গাজীপুরের শ্রীপুরের যুবক ইমরানের কাছে ছুটে আসেন এক মার্কিন তরুণী। ইমরান গণমাধ্যমকে জানায়, ওই তরুণী আমেরিকান অঙ্গরাজ্য এরিজোনার বাসিন্দা। তার নাম লায়ডা এ লোজা (২৯)। বিয়ের পরে নাম রাখা হয়েছে লায়ডা এ লোজা খান।

লোজা আমেরিকার একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। বাংলাদেশের যুবক ইমরান গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার বরমী ইউনিয়নের কুমারভিটা এলাকার মৃত জালাল উদ্দিন মাস্টারের ছেলে। তিনি ইস্ট ওয়েস্ট প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্র। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে ফেসবুকের মাধ্যমে তার সঙ্গে পরিচয় হয়। সে থেকে পরিচয় ও প্রেমের সম্পর্কে গড়ায়। এরইমধ্যে লোজা একবার এ দেশে আসার চেষ্টা করলেও সমস্যা তৈরি হয়। সে সময় ইস্তাম্বুলে আটকা পড়েছিল কোভিড জটিলতায়। পরে তারা নেপালে দেখা করে সেখানে বিয়ে করেন। সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। ভিনদেশি লোজা মাঝেমধ্যে আমেরিকা যাবেন এবং বেশির ভাগ সময় স্বামী ইমরানের বাড়িতেই থাকবেন। শাশুড়ি সুস্থ হলে ইমরানকে নিয়ে আমেরিকায় বসবাস করবেন। একই মাসে মালয়েশিয়ান যুবতী এসেছেন গাজীপুর সিটির জোলারপাড় এলাকায়। বিয়ে করেছেন ধুমধাম করে। মসজিদে অনুষ্ঠিত এই বিয়েতে হাজির হয়ে গ্রামবাসী আনন্দ উল্লাস করেছেন। গোটা এলাকায় তাদের নিয়ে চলেছে উৎসবের আমেজ। মালয়েশিয়ার কামপুং কেলেওয়াক এলাকার বাসিন্দা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরে নুরকারমিলা বিনতে হামিদ গত ১৮ই জুলাই প্রেমের টানে ছুটে আসেন প্রেমিক গাজীপুরের জাহাঙ্গীর আলমের বাড়িতে। এখানে এসে মুগ্ধ তিনি।

জাহাঙ্গীর মালয়েশিয়া থাকার সুবাদে তার প্রেমে পড়ে। নুরকারমিলার মতে, বাঙালি ছেলে জাহাঙ্গীর খুব ভালো, সৎ ও দায়িত্বশীল। একজন অপরজনকে গভীরভাবে চিনেছেন, জেনেছেন। তাই শুধু সবচেয়ে ভালো বন্ধু না ভেবে, জীবনসঙ্গী করতে এখানে ছুটে এসেছেন। ছেলের পরিবার বিয়ে দিয়েছেন ঘটা করে। এখন দু'জন স্থায়ী সংসার পাততে চান মালয়েশিয়াতে। একমাত্র ছেলে জাহাঙ্গীরের ইচ্ছা তার মাকেও নিয়ে যাবেন সে দেশে। এরআগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্রাজিলের লুসি ক্যালেন ও বাংলাদেশের সাহেদ আহমেদের প্রণয়ের শুরু। ভালোবাসার টানে ব্রাজিল থেকে বাংলাদেশে চলে আসেন লুসি। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ধর্মান্তরিত হয়ে সাহেদকে বিয়ে করেন। বিয়ের কিছুদিন পর স্ত্রীর সঙ্গে ব্রাজিলে পাড়ি জমান সাহেদ। কিন্তু সেখানে গিয়ে ভিন্ন এক বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয় তাকে। জানতে পারেন, এর আগেও স্ত্রী লুসির বিয়ে হয়েছিল। এমনকি সন্তানও রয়েছে তার। সাহেদ বুঝতে পারেন, তিনি চরমভাবে প্রতারিত হয়েছেন। লুসির সঙ্গে সম্পর্কের ইতি টানেন তিনি। প্রেমের কারণে মালয়েশিয়া ছেড়ে টাঙ্গাইলের সখীপুরের মনিরুল ইসলামের কাছে ছুটে এসেছিলেন জুলিজা বিনতে কামিস।

ফেসবুকে প্রেমের সূচনা। ২০১৭ সালে বিয়ে হয় তাদের। তবে মনিরুলের কপালে সুখ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। বিয়ের সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে জানতে পারেন, মালয়েশিয়ায় জুলিজার আরও একটি সংসার রয়েছে। মালয়েশীয় তরুণী জুলিজার আগের স্বামীও একজন বাংলাদেশি। মনিরুল ও জুলিজার বিয়ের খবর বিভিন্ন গণমাধ্যমে এলে সেটি নজরে আসে জুলিজার প্রথম স্বামী আজগরের। এরপর আজগর ও তার পরিবার মনিরুলের সঙ্গে যোগাযোগ করে। মনিরুল জানতে পারেন, মালয়েশিয়ায় জুলিজার স্বামী ও চার সন্তানের সংসার। বাংলাদেশে আসার ১৭ দিনের মাথায় প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যান জুলিজা। এ বিষয়ে মহানগর গোয়েন্দা সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার তারেক বিন রশিদ বলেন, ভিনদেশি অনেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পরিচয় থেকে প্রেমের টানে বাংলাদেশে আসেন।


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


অগাস্ট মাসের
প্রাথমিক নির্বাচন
ব্যালটে থাকবে:
• ইউনাইটেড স্টেটস হাউস অব রিপ্রেসেন্টেটিভ
• স্টেট সিনেট
অগ্রিম ভোট: ১৩ অগাস্ট থেকে ২১ অগাস্ট
নির্বাচনের দিন: ২৩ অগাস্ট
নির্বাচনের দিন পর্যন্ত
অপেক্ষা করবেন না।
অগ্রিম ভোট দিন!
• ভোট দেয়ার জন্য আরও নয়টি দিন
• বর্ধিত সময়-সূচী এবং
সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে ভোট দেয়ার সুযোগ
• কম সময়ে এবং সহজে চেক ইন করার জন্য
ফাস্ট পাস ট্যাগটি সাথে করে নিয়ে আসুন
আপনার ভোটকেন্দ্র খুঁজে নিন এবং সময়-সূচী জানুন:
VOTE.NYC অথবা 866-VOTE-NYC নম্বরে কল করুন
VOTE NYC
Board of Elections
City of New York



২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান

South East Group

আমরা শত শত প্রবাসীর ক্রেডিট লাইন
রিপেয়ার করে ঘরে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি।

Southeast USA Group Inc.

জ্যাকসন হাইটস:
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

ব্রংক্স:
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com



বাবরের হুমকি সূর্যকুমার!

ঢাকা ডেস্ক, ৫ আগস্ট : ক্রিকেটের তিন সংস্করণেই র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষ তিনে থাকা একমাত্র ব্যাটার বাবর আজম। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে শীর্ষে আর টেস্ট ব্যাটারদের তালিকায় তিনে আছেন পাকিস্তান অধিনায়ক। তবে টি-টোয়েন্টিতে বাবরের রাজত্ব হুমকির মুখে। ভারতের সূর্যকুমার যাদবের গত বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে। এই বিস্ফোরক ব্যাটার মাত্র ২০টি টি-টোয়েন্টির ইনিংস খেলেই এই সংস্কারণে সেরাদের কাতারে চলে এসেছেন। তার ৪৪ বলে ৭৬ রানের টর্নেডো ইনিংসে মঙ্গলবার পাঁচ ম্যাচ সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ওয়াস্ট ইন্ডিজকে সাত উইকেটে হারিয়েছে ভারত।

দলকে সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি সূর্যকুমার নিজেও দুই ধাপ এগিয়ে টি ২০ ব্যাটারদের র‍্যাংকিংয়ে দুই নম্বরে উঠে এসেছেন।

শীর্ষে থাকা বাবরের (৮১৮) সঙ্গে সূর্যকুমারের (৮১৬) ব্যবধান মাত্র দুই রেটিং পয়েন্ট। সিরিজের বাকি দুই ম্যাচের একটিতে ফিফটি পেলে বাবরকে হটিয়ে শীর্ষে উঠে যাবেন সূর্যকুমার। এশিয়া কাপের আগে কোনো টি ২০ ম্যাচ নেই পাকিস্তানের।

বুধবার প্রকাশিত র‍্যাংকিংয়ে সূর্যকুমারের উত্থানে এক ধাপ করে পিছিয়ে যথাক্রমে তিন ও চারে নেমে গেছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান ও আইডেন মার্করাম। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশ ২-১ ব্যবধানে টি ২০ সিরিজ হারলেও শেষ দুই ম্যাচে ৩০* ও ৩৯* রানের দুটি ইনিংসের সুবাদে চার ধাপ এগিয়ে ব্যাটারদের র‍্যাংকিংয়ে ৫৪ নম্বরে উঠে এসেছেন আফিফ হোসেন। শেষ ম্যাচে দলে ফিরে ২৭ বলে ২৭ রান করা মাহমুদউল্লাহ (৪২) এগিয়েছেন এক ধাপ।

বোলারদের র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের মোস্তাফিজুর রহমান (৩১) দুই ধাপ এগোলেও বাজে বোলিংয়ের খেসারত দিয়ে পাঁচ ধাপ পিছিয়ে ২১ নম্বরে নেমে গেছেন স্পিনার নাসুম আহমেদ। এক ধাপ এগিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিনার তাবরাইজ শামসি। ব্যাটারদের তালিকায় আরেক প্রোটিয়া রিজা হেনড্রিকস (১৫) এগিয়েছেন ১৬ ধাপ।



টেবিল টেনিসেও ব্যর্থ ওয়াকওভার দিলেন চোটজর্জর সোমা

ঢাকা ডেস্ক, ৫ আগস্ট : কমনওয়েলথ গেমসের টেবিল টেনিসে আশাজাগানিয়া নৈপুণ্য দেখাতে ব্যর্থ বাংলাদেশ টিটি দল। বক্সিংয়েও হার। দুর্বল প্রতিপক্ষ পেয়ে জিতলেও সবলদের কাছে বিধ্বস্ত লাল-সবুজ দল। মেয়েদের এককে প্রথম খেলাতে জয় পেয়েছিলেন বাংলাদেশের দুই খেলোয়াড়।

মেয়েদের এককে সোমা ৪-০ সেটে সলোমন আইল্যান্ডের কোনি সিফিকে হারান। প্রথম তিন সেটে সোমার কাছে পাত্তা পাননি কোনি। ১১-১, ১১-৬, ১১-২ গেমে জেতেন সোনম সুলতানা সোমা। চতুর্থ গেমে কোনি কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়লেও চতুর্থ গেম ১১-৯ পয়েন্টে জিতে সোমা বাংলাদেশকে প্রথম জয় এনে দেন। মেয়েদের এককের দ্বিতীয় ম্যাচে সাদিয়া রহমান মৌ ভানুয়াতুর আবেল রোয়ান্নাকে ৪-০ সেটে হারান। দ্বিতীয় ম্যাচে খেলা হয়নি সোমার।

প্রথম ম্যাচেই কোমরে টান লেগেছিল। টিটি দলের দলনেতা হাসান মুনীর বলেন, 'সোমার খেলার সময় দলের সঙ্গে কোনো ডাক্তার ছিলেন না। সেজন্য আমি সোমাকে স্থানীয় ফিজিওর কাছে নিয়ে যাই। কিন্তু সোমাকে আর খেলার উপযোগী করে তোলা সম্ভব হয়নি। ইনজুরড হওয়ায় কানাডার ক্যাথারিনকে ওয়াকওভার দিতে বাধ্য হন সোমা।' মৌ ৪-০ সেটে নাইজেরিয়ার ইস্তাহেরের কাছে হারেন।

পুরুষ এককে মালদ্বীপের আহমেদ মুছা মুনসিভকে ৪-৩ সেটে হারান বাংলাদেশের রিফাত সাব্বির। দ্বিতীয় খেলায় ঘানার ডেরেক আবরিফার কাছে ৪-০ সেটে হেরে বিদায় নেন সাব্বির। রামহীম লিয়ন প্রথম খেলায় ০-৪ সেটে উত্তর আয়ারল্যান্ডের ক্যাথচার্টের কাছে বিধ্বস্ত হন। ৩-১১, ৫-১১,
২-১১ এবং ৮-১১ ব্যবধানে চার সেটেই হার মানেন রামহীম। দ্বিতীয় খেলায়ও গায়ানার সিমার ব্রিটনের কাছে ৪-১ সেটে হার।

হেরে বিদায় নিলেন বাংলাদেশের বক্সার হোসেন আলী। বার্মিংহাম ন্যাশনাল এক্সিবিশন সেন্টারের চার নম্বর হলে হোসেন আলী ০-৫ উইন পয়েন্টে হারেন উগান্ডার আইজ্যাক কিবিরার কাছে। ওয়েল্টারওয়েটে হোসেন আলী কোনো প্রতিরোধই গড়তে পারেননি। এর মধ্যদিয়ে বক্সিংয়ে হতাশা নিয়ে শেষ হলো। গত সোমবার ফেয়ারওয়েটে সেলিম হোসেন ভারতের হুসামউদ্দিনের কাছে নকআউট হন। লাইট ওয়েল্টার ওয়েটে সুরকৃষ্ণ চাকমা রিংয়ে নামতে পারেননি উচ্চ রক্তচাপ থাকায়।

খেলাই দেখেননি সোহান

ঢাকা ডেস্ক, ৫ আগস্ট : জিম্বাবুয়ে সফরে টি-টোয়েন্টি সিরিজটি নুরুল হাসান সোহানের নেতৃত্বে খেলার কথা ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টির সময় আঙুলের চোটে পড়ে গোটা সফর থেকেই ছিটকে পড়েন এ উইকেটরক্ষক-ব্যাটার।

শেষ টি-টোয়েন্টি খেলেননি, ওয়ানডে সিরিজও দর্শক হয়ে দেখতে হবে তাকে।

এদিকে শেষ ম্যাচে হেরে ২-১ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজ হাতছাড়া করেছে বাংলাদেশ। অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশের বিপক্ষে সিরিজ হারে হতাশ দেশের ক্রিকেটপ্রেমীসহ বিসিবির নির্বাচকরাও। দলের ওপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ টিম ডিরেক্টর খালেদ মাহমুদ।

দলের বাইরে থাকলেও সিরিজ হার কতটা যন্ত্রণা দিয়েছে সোহানকে? তিনি জানালেন, শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচটি দেখেনইনি তিনি।

সোহান বলেন, 'অবশ্যই খারাপ তো লাগবেই। হারলে তো খারাপ লাগবেই। আমিও থাকতে পারিনি, নিজের কাছে খারাপ লাগছে। যেহেতু খেলাও দেখিনি, কোনো মন্তব্যও করতে পারছি না। তবে সবাই নিজের জায়গা থেকে খুব চেষ্টা করেছে।'

এখন তার ফোকাস এশিয়া কাপের দিকে– এমনটিই জানালেন সোহান। আগস্টের শেষ দিকে অনুষ্ঠিতব্য এ মেগা আসরের আগেই চোট সেরে উঠবেন বলে আশাবাদী তিনি।

এবারের এশিয়া কাপও হবে বাংলাদেশের জন্য 'কঠিন' ফরম্যাট টি-টোয়েন্টিতে। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ হার এশিয়া কাপে প্রভাব ফেলবে কিনা প্রশ্নে সোহান বলেন, 'টি-টোয়েন্টিতে আমাদের উন্নতির অনেক জায়গা আছে। (এশিয়া কাপে) শ্রীলংকা-আফগানিস্তান দুটো দলই খুব ভালো প্রতিপক্ষ। আমরা নিজেদের শতভাগ দিয়ে ঘাটতির জায়গাগুলোয় কিছুটা উন্নতি করলে ইনশাআল্লাহ ভালো ফল হবে। উন্নতির জায়গায় মনোযোগ দিতে হবে, যাতে এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপে ভালো করতে পারি। এশিয়া কাপের এখনো সময় আছে। ভিন্ন একটা টুর্নামেন্ট। মনে হয় না ওরকম প্রভাব ফেলবে।'

ফের ইতিহাস গড়লেন হার্দিক, যে রেকর্ড নেই ভারতের আর কারও

ঢাকা ডেস্ক, ৫ আগস্ট : আয়ারল্যান্ডের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়েও দুর্দান্ত ফর্মে আছেন হার্দিক পান্ডিয়া।

সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে মাঠে নেমে দুর্দান্ত এক রেকর্ড গড়লেন এ ভারতীয় অলরাউন্ডার। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে যে রেকর্ড নেই আর কোনো ভারতীয়র।

ওয়ার্নার পার্কে ক্যারিবিয়ান ইনিংসের ৭.২ ওভারে ব্র্যান্ডন কিংকে বোল্ড করেন হার্দিক। ক্যারিবীয় ওপেনারের স্টাম্প উড়িয়ে দিয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৫০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলেন এ পেস-অলরাউন্ডার।

এরই সঙ্গে প্রথম ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৫০০-র বেশি রান ও ৫০ উইকেট শিকারের কীর্তি গড়েন হার্দিক।

ভারতীয় বোলারদের মধ্যে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৫০ বা ততোধর্ব্ব উইকেটশিকারি রয়েছেন বেশ কয়েকজন। কিন্তু তাদের কেউ-ই ব্যাট হাতে ৫০০ রান জমা করতে পারেননি।

ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ৫০ বা তারও বেশি উইকেট নিয়েছেন যুজবেন্দ্র চাহাল (৭৯), ভুবনেশ্বর কুমার (৭৩), জাসপ্রিত বুমরাহ (৬৯), রবিচন্দ্রন অশ্বিন (৬৪) ও রবীন্দ্র জাদেজা (৫০)।

এই পাঁচজনের কেউ-ই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে



৫০০ রান করেননি। তবে সেই বিরল রেকর্ডে হার্দিকের সঙ্গী হতে পারেন জাদেজা। এই অলরাউন্ডার ইতোমধ্যে ৪২২ রান জমা করেছেন তার ঝুলিতে।

এর আগে আয়ারল্যান্ডে ইতিহাস গড়েন হার্দিক। আইরিশদের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে অধিনায়কত্ব পেয়েই বাজিমাত করেন।

প্রথম ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে উইকেট শিকার করেন হার্দিক। হার্দিকের আগে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে (১৬৪ ম্যাচে) ভারতের কোনো অধিনায়ক উইকেট নিতে পারেননি।

'আমরা যেভাবে আউট হয়েছি মেনে নেওয়া যায় না' -ক্ষুব্ধ খালেদ মাহমুদ

ঢাকা, ৫ আগস্ট : 'প্লেয়ার কোথায় আমাদের। বিকল্প নেই, তাই তো বাধ্য হয়ে ডাকতে হয় মাহমুদউল্লাহদের। আমাদের ব্যাটাররা এখনো এটাই জানে না যে, চার-ছয় কোথায় দিয়ে মারতে হয়,' ক্ষুব্ধ খালেদ মাহমুদ জিম্বাবুয়ে থেকে টেলিফোনে বলছিলেন যমুনা টিভিকে।

পরশু হারারেতে তৃতীয় শেষ ম্যাচ ১০ রানে হেরে তিন ম্যাচের টি ২০ সিরিজ বাংলাদেশ ১-২ ব্যবধানে খুইয়েছে স্বাগতিক জিম্বাবুয়ের কাছে। টিম ডিরেক্টর খালেদ মাহমুদ এই হারে ক্ষুব্ধ। এজন্য তিনি কোচিং স্টাফদের ওপর দায় চাপাতে রাজি নন। 'এক ফোঁটাও দায় নেই তাদের', যমুনা টিভিকে বলেছেন তিনি।

বাংলাদেশের ব্যাটাররা যেভাবে আউট হয়েছেন, এটা মেনে নিতে রাজি নন টিম ডিরেক্টর। এখন ব্যর্থতার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার পথও ক্রিকেটারদের খুঁজে নিতে হবে বলে মনে করেন তিনি। খালেদ মাহমুদের কথায়, 'আমাদের একজন ব্যাটারের উচিত ছিল ওদের বোলারদের ওপর চড়াও হওয়া। আট নম্বর ব্যাটার মেহেদী ছক্কা হাঁকাল। আমরা এটা চাই না। আমরা চাই সাহসী ক্রিকেট খেলতে। যেটা ওদের বার্ল করে দেখাল। এক ওভারে নিল ৩৪ রান। লিটন পারেনি বলে অন্যরাও পারবে না, এটা তো হতে পারে না। আমরা যেভাবে আউট হয়েছি এটাও মেনে নেওয়া যায় না।'



এই সিরিজের আগে সাহসী ক্রিকেট খেলার যে রব উঠেছিল বাংলাদেশ শিবিরে, সেটি জিম্বাবুয়ের সাবি নদীতে (সেভ নদীও বলা হয়) গিয়ে পড়েছে। এখন শুক্রবার শুরু হতে যাওয়া ওয়ানডে সিরিজে সম্মান পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব তামিম ইকবালদের। নিজেদের প্রিয় ফরম্যাটে ফিরে সাকিববিহীন বাংলাদেশ নিশ্চয় স্বস্তি বোধ করবে। এবার আগ্রাসী ক্রিকেট খেললেই হয়।



Chief Guest & Inaugurator

ABU ZAFAR MAHMOOD

Chairman and CEO
Bangla CDPAP Services Inc
Alegra Home Care Inc

BANGLA CDPAP

ALEGRA HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
888-212-3237

"সাত সমুদ্র তের নদী
বাঙালীয়ানা নিরবধি"

7th

BACA

BANGLA CDPAP & ALEGRA
Street Fair 2022

বাংলা সিডিপ্যাপ এন্ড অ্যালেগ্রা
বাংলা মেলা

সিলেটে ও সুনামগঞ্জে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ২২০০ পরিবারে খাবার দিয়েছি, আপনারাও দিন।



আপনজনদের দুর্ভোগ মোকাবিলায় আত্মত্যাগের যোগ্যতা একটি বিরল বৈশিষ্ট্য, আল্লাহর বিশেষ পুরস্কার। আমরা এই মহা পুরস্কারের অধিকারী হতে চাই।



সিলেট ও সুনামগঞ্জে যোগাযোগ:
কবির মিয়া
০১৭১৯৩২৭৬৪০ (বিকাশ)
লেইক সিটি, আখালি, সিলেট শহর



"দুর্যোগে-দুর্দশা-বিপদে থাকতে হবে এক সাথে। দরদ ও সেবা পরিবার এবং সমাজের নিবিড় বন্ধনের প্রধান প্রমাণ। দরদ ও ভালোবাসাহীন কর্মকান্ডে মনুষ্যত্ব নেই"

বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ইনক
অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক

banglacdpap.com | alegracare.com | 888-212-3237 (Toll Free)

"সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা ও কুড়িগ্রামে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন করছি। আপনারাও করুন"







Special Guest
Luis R. Sepulveda
New York State Senator
Marjorie Velazquez
City Councilmember
Karines Reyes
New York State Assemblywoman
Ajmol Hossain Kunu
Former President, Bangladesh Society Inc.
Badrul Hossain Khan
President, Jalalabad Association America Inc.
Ruhul Amin Siddiki
General Secretary, Bangladesh Society Inc.
Mohammed N Mazumder
Master at Law
Abdul Hashim Hasnu
Founder President, BACA
Moinul Islam
General Secretary, Jalalabad Association America Inc
Fokrul Islam Delwar
President, Jamaica Bangladesh Friend society
Abdul Wahid Chowdhury
President, Bangla Bazar Business Association
Sheikh Al Mamum
Principal, Mamun Tutorial
Juhaib Choudhury
Community Activist

Venue:
Waterbury Ave
(Bet, Zerega & Seabury AVe)
Bronx, NY 10462

বিশেষ আকর্ষণ

14 AUGUST
Sunday
11 AM to 8 PM

স্টলের জন্য যোগাযোগ:
আব্দুল হাসিম হাসনু
৬৪৬-৫৪১-৮৫৯১
শাহ বদরুজ্জামান রুহেল
৬৪৬-৩৯১-৭৯৬৭
মাকসুদা আহমেদ
৩৪৭-৩৯৩-০৭৬২
মোহাম্মদ সাদী মিন্টু
৭১৮-৮২০-৩৬১৯
শাহ কামাল উদ্দিন
৩৪৭-৯৯৮-৩৮৭৮



Free Kids Ride

স্টল কমিটি | ম্যাগাজিন কমিটি | প্রচার ও যোগাযোগ কমিটি | অভ্যর্থনা কমিটি

আমন্ত্রণে: বাংলা মেলা উদযাপন কমিটি ২০২২
সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, আহবায়ক, ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮
শহিদুল ইসলাম তুইয়া, প্রধান সমন্বয়কারী, ৬৩১-৮২৯-৫৩৩৯
আহমেদ ফয়সল, সদস্য সচিব, ৩৪৭-৭৩৫-৫৮২৩

Sponsors

H. Bruce Fisher Esq., P.C.
212-957-3634
917-597-6349
Text 212-212
Personal Injury and Medial Malpractice

Starling Diagnostics
1480 East Ave, The Bronx, NY 10462
(718) 319-1610

রিয়েল এস্টেট ইনভেষ্টমেন্ট
Nurul Azim
Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

NEED A MORTGAGE? Homebridge

Moinul Islam
Realtor
917-535-4131

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Ahad Ali, CPA
Tel: 929-371-9915

MEADOWBROOK
Akib Hussain

Khalil Biryani
646-763-5073

Parkchester
Bronx Realty

Asian Driving School
718-828-2742

Mamun's Tutorial
(718) 507-2113

Al Aqsa Restaurant
WE DO DELIVER+CATERING FOR ALL OCCASIONS!
Open 7 Days
2107 Starling Avenue, Bronx, NY 10462

SYLHET MOTORS
(917) 749-5483

ফাতেহা বাদার্স ইনক
917-494-5163

Sarwor Khan
Cell:347-665-7580

PERRY D. SILVER
Attorny at Law
Cell: 917.533.1033

কুইন সোশাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক
ENGINEER MAHFUZUL HAQUE
718-505-8500
2451 East Tremont Ave, Bronx, NY

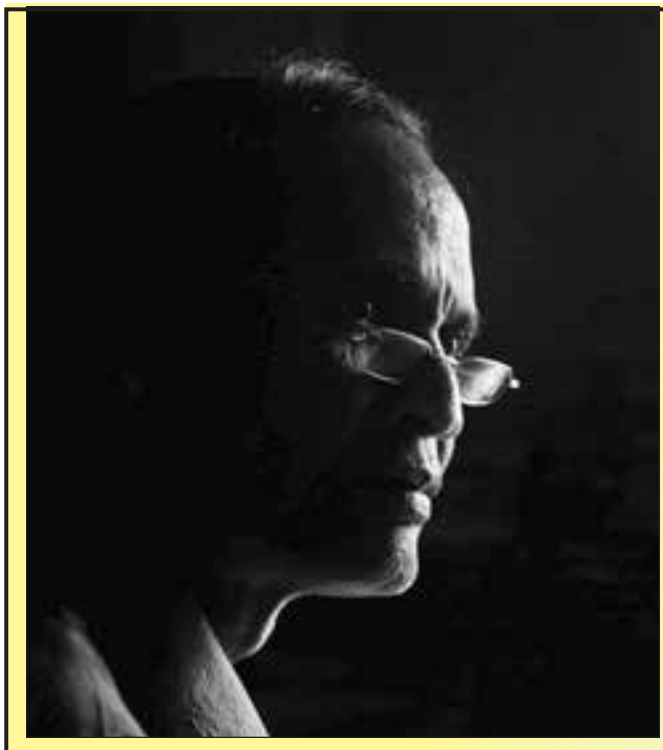
মেলায় বন্যার্তদের পুণর্বাসনে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের অনুদান সংগ্রহ করা হবে

আহাবাব চৌধুরী খোকন
সভাপতি, ৯১৭-৯৬৯-১৯৯১

শুভেচ্ছান্তে

মাকসুদা আহমেদ
ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক, ৩৪৭-৩৯৩-০৭৬২

আয়োজনে
বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন ইনক
Bangladeshi American Cultural Association Inc
501(C) (3) Nonprofit Charitable Organization
প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক: সোহেল আহমেদ কর্তৃক প্রচারিত
www.bacaus.com

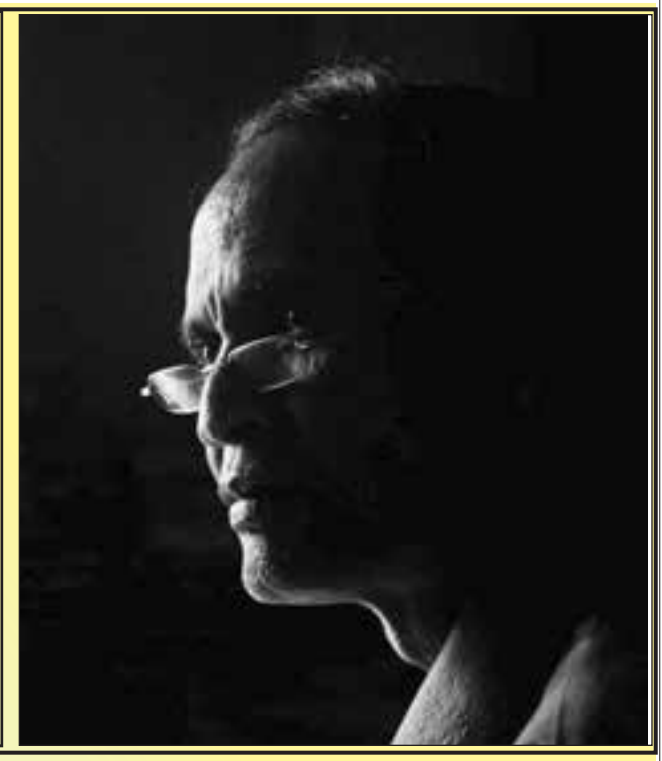


কবি ফজলুল হক

[জন্ম-১ সেপ্টেম্বর ১৯৬১
মৃত্যু- ২৬ জুলাই ২০২২]

হঠাৎ অসুস্থ হলেন তিনি । বাকরুদ্ধ হলেন । চিকিৎসা চললো, সবাই আশা করলেন ভালো হয়ে যাবেন তিনি, স্বরযন্ত্র ঠিক হয়ে যাবে; কিন্তু কিছুই ঠিক হলো না । সবার উৎকণ্ঠা, প্রার্থনাকে বিফল করে আশীর দশকের এই নিভৃতচারী, প্রচারবিমুখ অথচ প্রতিভাদীপ্ত কবি পাড়ি জমালেন অনন্তলোকে । তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি । শোক জানাচ্ছি বাংলা পত্রিকা'র পক্ষ থেকে ।

এ সংখ্যা সাহিত্য সাময়িকী তাঁরই স্মরণে নিবেদিত হলো । লিখেছেন তাঁর সাথে নানাভাবে মিলিত হওয়া ঘনিষ্টজনেরা । তাৎক্ষণিকভাবে তাঁরা আমাদের আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা । বি.স.



কবি ফজলুল হক : প্রিয় সুহৃদ

মঈনুস সুলতান

কবি ফজলুল হকের মৃত্যু সংবাদ পাই দিন কয়েক আগে, ফেসবুকের একটি পোস্টিং পড়ে । তাঁর সঙ্গে আমার জানাশোনার শুরুয়াত হয়েছিল– বোধ করি চল্লিশ–পয়তাল্লিশ বছর আগে । আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে বারতিনেক, হয়তো চার বার, তাঁরপরও তাঁর কবিতার সূত্র ধরে, চিঠিপত্র, ইমেইল ও ম্যাসেঞ্জার মারফত যোগাযোগ জারি থেকেছে, দূর বিদেশে আমার বসবাস এর অন্তরায় হয়নি, বরং ক্রমশ বেড়েছে অন্তরঙ্গতা ।

ক্রমাগত বিস্মিত হয়েছি বাংলা কবিতার প্রতি তাঁর তীব্র নিষ্টার আঁচ পেয়ে । নিজের কথা বলতেন ফজলুল হক অতি কম, তবে ঝর্ণাজল থেকে ছিটকে ওঠা রোদ্দরের মতো তাঁর অন্তর্গত স্ট্রাগল, তাঁর দুঃখ-কষ্টের উত্তাপ খানিকটা হলেও আমি পেতাম, এবং অনুভব করতাম কীভাবে ফজলুল হক জীবনযুদ্ধজনিত দুঃখকে অনুবাদ করেন পদাবলীর চরণে, আমি মুগ্ধ হয়ে পাঠ করতাম, "তখন কবিতা নদীর
দুঃখের মতো/নিরন্তর ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে
নির্জনতার অভিসারী../ সেই কবিতার দিকে
নিরন্তর ছুটে চলা.. ।"

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পড়ে মনে হলো, দৈহিকভাবে তিনি সরে গেলেন ভিন্ন এক ভুবনে, কিন্তু শব্দ, বাক্য ও ছন্দের দ্যোতনায় বোধ করি তাঁর ছুটে চলাটা আমাদের সঙ্গেই থাকলো । কোন কোন মৃত্যু নিয়ে আসে সুগভীর বেদনা, তবে তাঁর প্রয়াণ তাতে যুক্ত করলো আমার জন্য হাহাকার ঋদ্ধ আপসোস । অনেক বছর আগে তাঁর সান্নিধ্যে কাটানো সামান্য সময়ের স্মৃতি শিমুলের বিস্ফোরিত তুলার মতো উড়ে আসলো আমার দিকে ।

আশি দশকের পয়লা দিকে, আমি বসবাস করছি গ্রামের বাড়িতে, মাঝেমধ্যে ট্রেন চেপে চলে যাই সিলেট শহরে, তো রেলওয়ে স্টেশন থেকে কিন ব্রিজের দিকে পয়দয়ে রওয়ানা হয়ে থামতেই হতো কবি দিলওয়ারের (দিলু ভাই) বাসভবন খান মঞ্জিলে । এ রকম এক অপরাহ্নে আমি বসে আছি দিলু ভাই এর বৈঠকখানায় একাকী । ঘন্টাখানেক গল্প করে দিলু ভাই অন্দরের উঠান পাড়ে গেছেন টিনের চারচালা ঘরটিতে বইপত্র কিছু খুঁজতে । শীর্ণকায় একজন মানুষ কামরায় ঢুকে চেনা জনের মতো হাত টাত মিলিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন । অবাক হলাম, আমি যে মূলত কবিতায় আগ্রহী, সে সম্পর্কে তাঁকে ওয়াকিবহাল দেখে, আরো খুশি হলাম ফজলুল হক আমার লেখা লিটিল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত দুটি গল্প 'বামপন্থীর বিধ্বস্ত ডান হাত,' ও 'ড্রাগন আঁকা চীনা টাকা', পড়েছেন শুনে । কিশওয়ার (কবি কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার) একটু পর আসছে বলে তিনি আমাকে আশ্বস্থও করলেন । দিলু ভাই অন্দর মহল থেকে বেরিয়ে আসতে প্রচুর সময় নিচ্ছেন, ততক্ষণে কথাবার্তায় আমাদের সম্পর্ক যেন গাঢ় হয়ে ওঠলো । অনুজপ্রতিম মৃদুভাষী কবি হয়ে ওঠলো আমার প্রিয় ফজলু ।

কবিতার জিলকরা খাতাটি হাতে বেরিয়ে আসলেন দিলু ভাই । আগ্রহভরে দেখলাম, তিনি কীভাবে তাঁর কবিতাকে পত্রিকায় পাঠানোর আগে, তলায় কার্বন পেপার পুরে, সযত্নে লিখে নিজের কাছে কপিটি রাখেন । আলোচনার প্রসঙ্গে কাকতালীয়ভাবে **(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)**

কবি ফজলুল হক ও তাঁর দুঃখের তপস্যা

ফারুক যোশী

কবি ফজলুল হক- সিলেটের সাহিত্যাঙ্গনে এক অনিবার্য নাম ছিল আশির দশকে । এসময়েই যে কজন তরুণ কবিতায় জাতীয়ভাবে আলোচিত হয়ে উঠছিলেন, সে সময়ের খ্যাতি পাওয়া গুটিকয়েকজনের মাঝে হয়ত কবি ফজলুল হককে পাওয়া যাবে না । কিন্তু ক্রমশ তিনি হয়ে উঠেন আমাদের মত তরুণদের এক প্রিয় কবি হিসেবে । সিলেটের সাহিত্যাঙ্গনের গন্ডি পেরিয়ে রাজধানী কেন্দ্রীক আলোচনায় তিনি উঠে আসেন সেই সময়েই । আর সেজন্যই তাঁকে আমরা বলে থাকি আশির দশকের শক্তিমান কবি ।

একটা দশক কিংবা একটা সময় কিছু তরুণ কবিদের চিনিয়ে দিয়েছিল সেসময় বাংলা ভাষাভাষি মানুষের কাছে, এবং সেই দশকটা আশির দশক । কিন্তু ফজলুল হক সেই দশকে পড়ে থাকেন নি, তিনি হয়ে উঠেছিলেন সকল প্রজন্মের এক প্রিয় কবি, শক্তিমান কবি ।

কবি ফজলুল হক, আশির দশকের শেষ দিকে যাকে আমরা ফজলু ভাই হিসেবে কাছ থেকে দেখেছি । ছাত্র আন্দোলনের এক ছোট-খাটো কর্মী হিসেবে কিংবা সাংবাদিকতার কিংবা লেখালেখির সূত্র ধরে ফজলু ভাই'র কাছাকাছি হয়ে যাই আমরা অনেকেই । রাজনীতির মাঠেও আমরা তাঁকে জোর করে টানতাম । কখনো মিছিলে হাত উঁচিয়ে তিনি আমাদের সতীর্থও হয়েছেন ।

ফজলু ভাই যেহেতু আপাদমস্তক একজন সাহিত্যের মানুষ, একজন সাংবাদিক, সেহেতু তাঁর সরকারী চাকুরীর পাশাপাশি কবি-লেখক-সাংবাদিক হিসেবেই তাঁর সাথে আমাদের আড্ডা হত । কখনো তাঁর উপদেশ আমরা দ্বিধাহীন মেনে নিতাম কখনোবা তর্কে জড়াতাম ।

২) ফজলু ভাই'র সাথে গত প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর দূরত্ব ছিল আমার । এ দূরত্ব সীমানার, ভৌগলিক । কিন্তু আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় নি । গেল কয়েক বছর এ যোগাযোগটা আরও ব্যাপক হয়েছিল, ডিজিটালাইজড পৃথিবীর কারণে । আলাপ-আলোচনা চলত, তাঁর কবিতার কথা বলতেন, আমিও তাঁর বিভিন্ন কবিতা বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাগুলোতে পড়তাম । ইদানিং ভারতের কবি-সাহিত্যিকদের মাঝেও তিনি দেখা দিয়েছিলেন যেন ধুমকেতু হিসেবে । ভারতের পত্রিকায় তাঁর কবিতা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনাও পড়েছি এইতো বছর দুয়েক আগে ।

৩) ফজলু ভাই সরকারী চাকুরী থেকে অবসর নিয়েছেন বেশি দিন হয় নি । ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনায় যাতে কোন ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে না হয়, সেজন্য তিনি সিলেট শহরে আবাস গেড়েছিলেন । অর্থনৈতিক টানাপোড়েন ছিল তবুও তিনি এটাই করেছিলেন । একটা ছেলে ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে । মেয়েটা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে । ফজলু ভাই'র চোখ চকচক করত যখন তাঁর ছেলে-মেয়েদের **(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)**

ফজলুল হক : আমাদের ফজলু ভাই

দেলওয়ার এলাহী

সময়টা গত শতকের আশির দশক । জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় । স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে চারিদিকে বিদ্রোহের দাবানল । কিন্তু এই দাবানলের অগ্নিদাহের চেয়ে অধিক আরেক অদৃশ্য আগুনে আমরা কতিপয় যুবা প্রতিনিয়ত নিজেদের পুড়িয়ে আনন্দ পাচ্ছি, এই আগুনের নাম সাহিত্য । শিল্প । আমি তখন কলেজ ছাত্র । কিন্তু কলেজ যেতে আমার ভালো লাগে না । ক্লাসের বাঁধাধরা পাঠ্যক্রমের চেয়ে আমার কাছে অধিক আনন্দের বিষয় হলো মির্চা এলিয়াদের সঙ্গে মৈত্রেয়ী দেবীর সম্পর্ক, পিকাসোর সঙ্গে ফ্রাঁসোয়া জিলোর সম্পর্ক, সার্ত্রের সঙ্গে বোভায়ারের বিবাহ বহির্ভূত একসঙ্গে জীবনযাপন ও সন্তান না নিয়ে ভালোবাসার প্রাবল্যের যুক্তি, এসব আলাপ আড্ডায় মেতে থাকা । ১. সকাল হলেই পা নিশপিশ করতো - কতক্ষণে চমচম মিষ্টিঘরে চা খেয়ে ফজলু ভাইয়ের সঙ্গে আড্ডায় মেতে উঠবো । ইতোমধ্যে বড়দেশ থেকে আসতেন ফারুক ভাই, মুক্তিযোদ্ধা ও কথাসাহিত্যিক আব্দুল মালীক ফারুক । কসবা কুয়ারপাড় থেকে আসতেন লুৎফর ভাই, কবি লুৎফর রহমান । প্রায়শই লুৎফর ভাইয়ের সঙ্গে আসতেন ফারুক ভাই, ছাত্রনেতা ও লেখক ফারুক জোশি । চমচম মিষ্টিঘরের চা পর্ব শেষ করে আমরা গিয়ে বসতাম আল আমিন প্রেস-এ । হ্যাঁ, এটাই ফজলু ভাইয়ের ছাপাখানার ব্যবসা । ব্যবসা তো নয়, কবি ফজলুল হকের আড্ডার ঠিকানা । কলেজের ক্লাস শেষ করে বিকেলে আসবেন অধ্যাপক গোলাম কিবরিয়া । আসবেন এনায়েত সারোয়ার । স্কুলের শিক্ষকতা শেষ করে আব্দুল আজিজ, তমাল সেন । পাশাপাশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে কখনো উঁকি দেবেন তবারক হোসেন । আল আমিন প্রেসের তত্ত্বাবধায়ক শ্যামল সেনও আমাদেরকে সঙ্গ দেবেন কোন কোন বিষয়ে নিজের মন্তব্যে । চাকুরির দায়িত্ব পালন শেষে আসবেন তাজুল মোহাম্মদ । কলেজ ক্লাসের মাঝে প্রায়ই আসবে মানিকজোড় বন্ধু মুস্তাফিজ শফি ও আজিজুল পারভেজ । আমার ছায়াসঙ্গী জামিল তো আছেই । আছে সমছুল কিংবা ছয়ফুলও । দুই-তিন মাস অন্তর চাকুরির ছুটিতে আসবেন লোদী ভাই, কবি তমিজউদদীন লোদী । বুয়েটের ক্লাসের ছুটিতে শাকুর মজিদ । এতো গেলো আমার চেনাজানা নামের সংক্ষিপ্ত তালিকা এছাড়াও অসংখ্য গুণী মানুষ আসতেন ফজলু ভাইয়ের কাছে নানান কাজে কিন্তু আমরা কয়েকজন ছিলাম দিনরাতের আড্ডাধারী । জগতের প্রত্যেকেরই কোন না কোন কাজ থাকে আমাদের কয়েকজনের কাজই ছিল আড্ডায় মেতে থাকা ।

২. আমরা তখন বুদ্ধদেব বসুর বদৌলতে বোদলেয়ারে বুঁদ হয়ে আছি । আবার আবু সয়ীদ আইয়ুবও আমাদেরকে বিস্ময় জাগিয়ে তুলছেন, উর্দুভাষী হয়েও রবীন্দ্র প্রেমে তাঁর গভীর পাঠ, ভাবনা ও অসামান্য বিশ্লেষণে । আমাদের মধ্যে বোদলেয়ার প্রেমে সবচেয়ে বেশী আপ্লুত ছিলেন লুৎফর ভাই আর মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য নিয়ে মেতেছিলেন আব্দুল মালীক ফারুক ভাই । ফজলু ভাই লুৎফর (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

পঞ্চখন্ডের পরম্পরার সংস্কৃতি

ঐতিহ্যের ধারক কবি ফজলুল হকের প্রস্থান

শরিফুল হক মনজু

ভারতবর্ষের সারস্বতসমাজের গৌরব ছিলো বিয়ানীবাজারের পঞ্চখন্ড । দেড় হাজার বছর আগে থেকে ভারতবর্ষের সারস্বতসমাজের দৃষ্টিপ্রদীপ ছিলো এই অঞ্চল । মহিমান্বিত এই অঞ্চলের মাটি ও মানুষের মর্যাদা ইতিহাস ঐতিহ্য অ্যাখ্যানে বিরল । এই পঞ্চখন্ডের পন্ডিত পরিবেষ্টিত সারস্বতসমাজ নিয়ে গড়ে ওঠা পন্ডিতপাড়া এলাকার সবুজ শ্যামল ছায়াঘেরা প্রকৃতির পরিবেশে কবি ফজলুল হকের জন্ম ও বেড়ে ওঠা । এই মাটির গর্ভথেকে মানবতাবাদ ও ন্যায়ের বিধান রচিত হয়েছে । সেই মর্যাদা মানবতা ও শিক্ষা সংস্কৃতির অহংকারের জায়গায় কবি ফজলুল হকের শৈশব কৈশোর আমৃত্যু বিচরণ ছিলো ।

প্রাচীন ভারতবর্ষে ১৫'শতকে, ভারতীয় ন্যায় দর্শনের জনক পন্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি, শ্রী চৈতন্য পর্ষদ শ্রীবাস পন্ডিত, মিথিলাগত পঞ্চব্রাহ্মনের উত্তরপুরুষ মধ্যযুগের কবি মহেশ্বর ন্যায় লঙ্কার, জগৎ বিখ্যাত মানবতাবাদী দার্শনিক ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব যে মাটিতে পরিপুষ্ট, সেই মাটির নির্মল নির্যাসে পরিপুষ্ট উত্তরপুরুষ, সারস্বত সমাজের পরম্পরার প্রতিনিধি, আমাদের সময়ে, আমাদের কালে, আমাদের দেখা, একজন সাদাসিধে এক আদ্যোপান্ত কবি ফজলুল হক ।

শেকড় সমৃদ্ধ মন মেধায় প্রজ্জ্বলিত, পরম্পরার ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার, পঞ্চখন্ডের সারস্বত সমাজের প্রতিধ্বনি হয়ে ওঠেন কবি ফজলুল হক । কবি দিলওয়ার থেকে শামসুর রহমান- আল মাহমুদ- হেলাল হাফিজ ওপার বাংলার খ্যাতিমান কবি ও সাহিত্যিক বিনয় মজুমদার কারো কাছেই কবি ফজলুল হক অজানা ছিলেননা । তাঁদের সমকক্ষ না হলেও লেখনি শক্তি তাঁদের চেয়ে কম ছিলোন না । সবাই তাঁর লেখার সাথে পরিচিত ছিলেন । সত্তর দশক থেকে নব্বই দশক সময়ে কবি ফজলুল হক হয়ে ওঠেন একজন বিশিষ্ট কবি । আশির দশক কবি ও কবিতার যৌবনকাল । আশির দশকে তিনি বাংলাদেশের একজন শক্তিমান কবি । এই সময়ে কবিতার মাধ্যমে সর্বসাধারণ্যে 'কবি খ্যাতি' অর্জন করেন কবি ফজলুল হক ।

বিশ্ব সাহিত্য কিংবা বিশ্ব রাজনীতি, পূর্ব-পশ্চিমের শিল্প বিপ্লব- সমাজ বিপ্লব । মহাভারত থেকে রোমান পুরাণ- মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের সমাজ সংস্কৃতির বিরোধ, যুদ্ধ বিদ্রোহের ঘটনাবলী ইতিহাস আয়ত্তে ছিলো । সাহিত্য সংস্কৃতির আড্ডা বা একান্ত সংস্কৃতিক আড্ডায় অবলিলায় বলে যেতেন । ভারতবর্ষের **(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)**



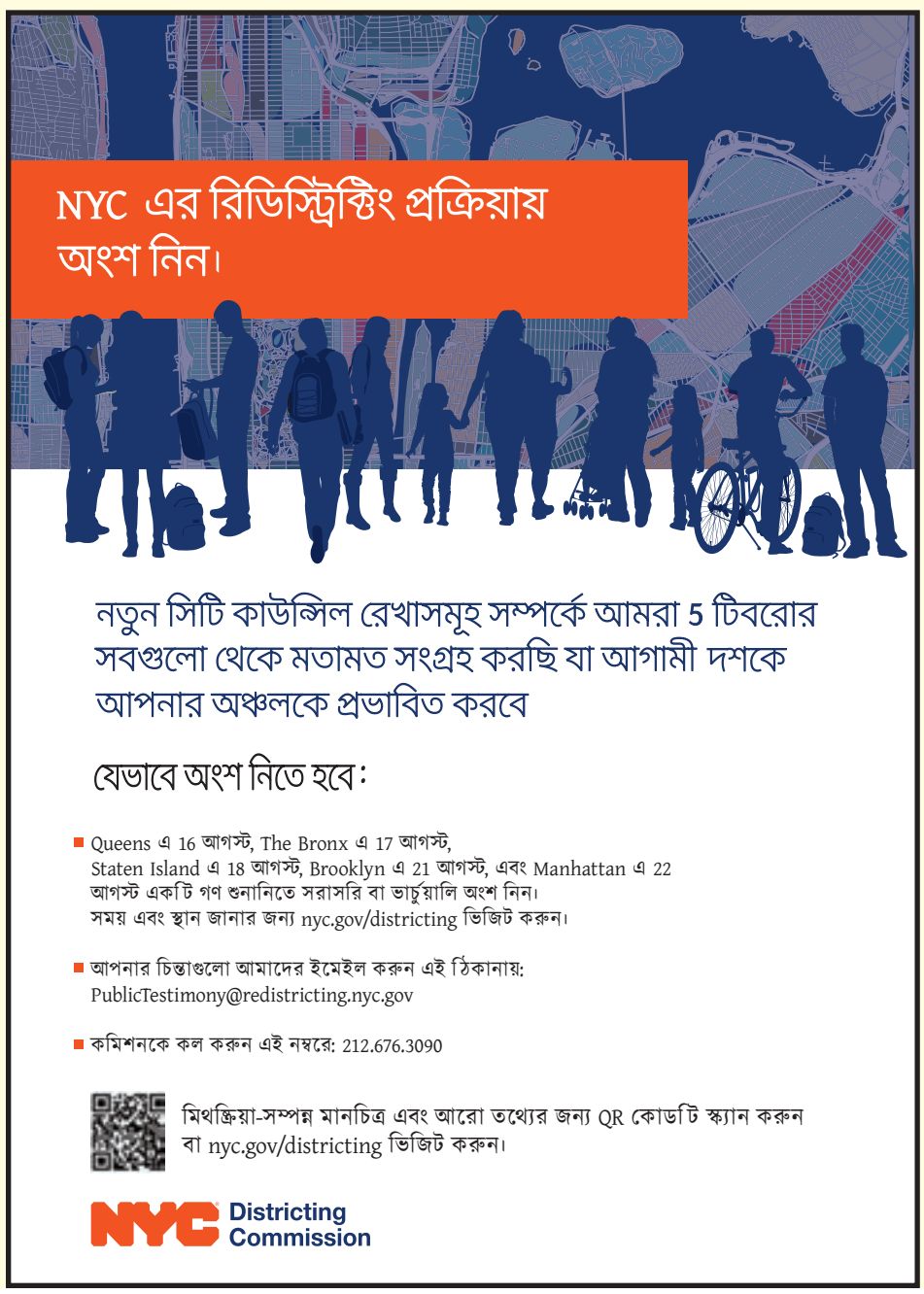
‘হালদা’র মতো গল্পে অভিনয় করতে চান তারা

বিনোদন ডেস্ক: ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে মুক্তি পেয়েছিল তৌকীর আহমেদ পরিচালিত ‘হালদা’ সিনেমাটি। সিনেমাটি মুক্তির পর বেশ প্রশংসিত হয়েছিল। এতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন জাহিদ হাসান, মোশাররফ করিম ও নুসরাত ইমরোজ তিশা। সাম্প্রতিক সময়ে মিম, রাজ, ইয়াশ অভিনীত রাযহান রাফি পরিচালিত ‘পরাণ’ সিনেমাটি সিনেমা হলে দর্শক ফিরিয়ে এনেছে। বলা যায়, হলে দর্শকের জোয়ার সৃষ্টি করেছে ‘পরাণ’ সিনেমাটি।

আর সেই জোয়ারের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে চঞ্চল চৌধুরী অভিনীত ‘হাওয়া’ সিনেমাটি। এটি নির্মাণ করেছেন মেজবাউর রহমান সুমন। দীর্ঘদিন পর ‘পরাণ’ সিনেমার মধ্য দিয়েই মূলত হলে এমন দর্শকের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

শিল্পীদের মধ্যেও প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে এ ধরনের ভালো গল্পের সিনেমায় অভিনয় করার। বিগত বেশ কয়েক বছরের মধ্যে ভালো গল্পের সিনেমা মুক্তির মধ্যে তৌকীর আহমেদের ‘হালদা’ সিনেমাটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সিনেমায় অভিনয় করেও দর্শককে হল-মুখী করেছিলেন জাহিদ হাসান, মোশাররফ করিম ও তিশা।

মোশাররফ করিম বলেন, হালদার মতো জীবন ঘনিষ্ঠ গল্পের সিনেমা হলে অবশ্যই অভিনয় করব। আমি কিংবা আমরা যারা শিল্পী তারা ভালো গল্পের সিনেমাতে অভিনয়ের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি। আমি এখন পর্যন্ত যতগুলো সিনেমাতে অভিনয় করেছি বলা যায় প্রতিটি সিনেমাই জীবন ঘনিষ্ঠ গল্পের সিনেমা। হালদাও ঠিক তেমনি একটি সিনেমা। হলে হলে দর্শক ফিরছে, সিনেমার শো হাউসফুল যাচ্ছে এটি আমাদের সিনেমার জন্য আশীর্বাদই বলা চলে। সিনেমার সুদিন ফিরে এসেছে এবং এই ধারা অব্যাহত থাকুক এটিই প্রত্যাশা।



‘লাল সিং চাড্ডা’ নিয়ে আমির খানকে কটাক্ষ করে যা বললেন কঙ্গনা

বিনোদন ডেস্ক: বিতর্ক যেখানে, বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত সেখানে। তার ওপর যদি সেই বিতর্কে বলিউডের নামজাদা নায়ক থাকেন, তা হলে তো কথাই নেই। কঙ্গনা একেবারে কোমর বেঁধে নেমে পড়বেন নায়ককে একহাত নিতে। আর এবার কঙ্গনার রক্তচক্ষুর মুখে পড়লেন বলিউডের মিস্টার পারফেকশনিস্ট আমির খান! গত ৩ আগষ্ট বুধবার ইনস্টাগ্রামে একটি স্টোরি আপলোড করে আমির খানকে কটাক্ষ করেন কঙ্গনা। সেখানে স্পষ্ট লেখেন– ‘লাল সিং চাড্ডা’ হিট করানোর জন্যই আমির পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে বিতর্ক তুলে আনছেন!



কঙ্গনা ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লিখলেন, ‘আমার মনে হয় জোর করে গোটা দেশজুড়ে ফের নেগেটিভিটি ছড়ানো হচ্ছে। কারণ সামনেই ‘লাল সিং চাড্ডা’র মুক্তি রয়েছে। এটা পুরোটাই আমির খানের মস্তিষ্কপ্রসূত। কেননা ছবি হিট করানোর জন্য আমির সবসময়ই বিতর্ক তুলতে ওস্তাদ। এ বছর একটি কমেডি ছবি ছাড়া কোনোটাই চলেনি। তাই ছবি হিট করানোর জন্য বলিউডের হিন্দু, মুসলিম, রাজনীতি এসব বিষয় টেনে আনতে হয়। টেনে আনতে হয় অসহিষ্ণুতার কথাও। আমিরই হিন্দুফোবিক পিক ছবিটি তৈরি করেছিল, আর তিনিই বলছেন অসহিষ্ণুতার। ছবি হিট করানোর জন্য এরা সব কিছু করতে পারে।’

প্রসঙ্গত, আমির খানের ছবি মানেই তার সঙ্গে জড়িয়ে যায় নানা বিতর্ক। তা গত কয়েক বছরের ট্রেন্ডের দিকে নজর রাখলেই বোঝা যায়। নিন্দুকরা বলছেন, অনেক সময় আমির নিজেই বিতর্ক তোলেন ছবির প্রচারের খাতিরে। তবে এবার ঘটল একেবারে অন্য ঘটনা। আমিরের আগামী ছবি ‘লাল সিং চাড্ডা’কে বয়কটের ডাক উঠল সোশ্যাল মিডিয়ায়।

নেটিজেনরা স্পষ্টই বললেন, আমিরের এই ছবিকে বয়কট করা হোক। কিন্তু কেন? কী এমন করলেন আমির?

গোটা কান্ড পুরনো কাসুন্দির। হঠাৎ করেই নেটদুনিয়ায় ভাইরাল হলো আমির খানের এক পুরনো সাক্ষাৎকার। যেখানে দেশের পরিস্থিতি নিয়ে অসহিষ্ণুতার প্রসঙ্গ তুলেছিলেন আমির। এমনকি আমির সেই সময় বলেছিলেন, তার ও পরিবারের এদেশে থাকতে ভয় করে! এই মন্তব্য করায় তুমুল সমালোচনার মুখেও পড়েছিলেন আমির। সেই পুরনো সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ তুলেই ‘লাল সিং চাড্ডা’ বয়কটের ডাক দিয়েছে নেটিজেনদের একাংশ।

তবে সম্প্রতি ছবির প্রচারে এসে এই বয়কট প্রসঙ্গে মুখ খুললেন আমির খান। আমিরের কথায়, দয়া করে আমার ছবিখানা বয়কট করবেন না। এতে আমার খুব খারাপ লাগছে। কেননা, অনেকে মনে করেন আমি দেশকে ভালবাসি না। একথা একেবারেই সত্যি নয়। তাই এই ধারণা পালটে ফেলুন। আর আমার ছবিটা দেখুন।

হলিউড ক্লাসিকের রিমেক হলেও আদ্যোপান্ত ভারতের প্রেক্ষাপটে লেখা হয়েছে এই ছবির কাহিনি। ভারতের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা এবং তার পট পরিবর্তন ধরা দেবে এই ছবিতে। সূত্রের খবর, ‘লাল সিং চাড্ডা’য় উঠে আসবে ’৯২-এর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কাহিনির পাশাপাশি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে নরেন্দ্র মোদির উত্থানের গল্প। নয়ের দশক থেকে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তিত রূপের আদলেই সাজানো হয়েছে ছবির চিত্রনাট্য।

মিশা সওদাগরকে ‘সুবিধাবাদী’ বললেন বাপ্পি

বিনোদন ডেস্ক: বাংলাদেশ শিল্পী সমিতির সাবেক সভাপতি ও খল অভিনেতা মিশা সওদাগরকে সুবিধাবাদী মানুষ বলে মন্তব্য করেছেন চিত্রনায়ক বাপ্পি চৌধুরী। তানভীর তারেকের উপস্থাপনায় রেডিও অনুষ্ঠানে এমন মন্তব্য করেন বাপ্পি। ওই অনুষ্ঠানে বাপ্পি চৌধুরী বলেন, যেখানে ট্রেন্ড হয় সে ওখানে লাফায়। লাইক আমাদের মিশা ভাই। ‘পরাণ’ ট্রেন্ডে যাচ্ছে মিশা ভাই ‘পরাণ’র ট্রেন্ডে দৌড়াচ্ছে। ‘হাওয়া’ ট্রেন্ডে ‘হাওয়া’ তে দৌড়াচ্ছে। সুবিধাবাদি ট্রেন্ড আর কি।

শোবিজের সম্পর্ক নিয়ে কথা তুললে মূলত মিশা সওদাগরের নামে এই কথাগুলো বলেন বাপ্পি। খানিকটা আক্ষেপ প্রকাশ করে তিনি এও বলেন, মিডিয়ায় যতদিন সামনা সামনি থাকে ততদিন ভালোবাসা থাকে। দূরে থাকলে কমে যায়। এটাই মিডিয়া রিলেশনশিপ।



সাম্প্রতিক সময়ে বাংলা চলচ্চিত্র নিয়ে জোয়ার শুরু হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে বাপ্পি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, আমার ‘শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ টু’ দিয়েই কিন্তু হলে দর্শক ফিরতে শুরু করেছে। কেউ স্বীকার করুক বা না করুক, এই সিনেমাটি হিটের মাধ্যমে বছর শুরু হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় এখন অবধি দর্শকদের দেশের সিনেমা নিয়ে যে উন্মাদনা-ভালোবাসা দেখতে পাচ্ছি, তাতে আমি আশাবাদী। এভাবে চলতে থাকলে চলচ্চিত্রে সুদিন ফিরবেই।

সিনেমার তারকাদের হলে হলে গিয়ে প্রচারের বিপক্ষে ভালোবাসার ‘রঙ খ্যাত’ এই অভিনেতা। তিনি বলেন, আমার সবসময় মনে হতো শিল্পীরা পর্দাতেই শোভনীয়। আমরা যদি বাইরে বাইরে গিয়ে সবার সঙ্গে মিশে যাই তাহলে তো বিশেষ কিছু থাকলো না। কিন্তু এখন যেহেতু প্রচারণার নতুন এই ট্রেন্ডটি চালু হয়েছে সেহেতু এটাকে আমি সাধুবাদ জানাই। এ ধরনের প্রচারণায় দর্শক হলে এলে আমিও ভবিষ্যতে অংশ নেবো।

উল্লেখ্য, বর্তমানে ‘শত্রু’ শিরোনামের একটি পুলিশ অ্যাকশন সিনেমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন বাপ্পি। এছাড়া মুক্তির অপেক্ষায় আছে এই নায়কের ‘জয় বাংলা’, ‘ডেঞ্জার জোন’, ‘৫৭০’, ‘কুস্তিগীর’সহ বেশ কয়েকটি সিনেমা।

যেমন ছিল অর্পিতার ফিল্ম ক্যারিয়ার

বিনোদন ডেস্ক: এই সময় পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম আলোচিত নাম অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। জড়িয়েছেন অর্থ কেলেঙ্কারিতে। পশ্চিমবঙ্গের সাবেক শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল তার। প্রায় ২২ কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়েছে তার ফ্ল্যাট থেকে। তিনি পেশায় একজন টালিউড অভিনেত্রী ছিলেন। সিনেমা জগতের নামিদামি ব্যক্তিদের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। এমনকি নিজে নায়িকাও হয়েছেন একটি ছবিতে। কিন্তু অদ্ভুতভাবে ওই ছবির পরেই বিনোদন জগৎকে বিদায় জানান অর্পিতা। ওঠাবসা শুরু করেন বিভিন্ন মহলের মানুষজনের সঙ্গে, যাদের মধ্যে ছিলেন নেতাকর্মী ও মন্ত্রীরাও। মফস্বল থেকে উঠে আসা অর্পিতা রঙিন জীবনের হাতছানিতে ভুলে গিয়েছিলেন অনেক কিছুই। অর্পিতা মুখার্জি ২০০৫ সালে তার মডেলিং ক্যারিয়ার শুরু করেন। তার মডেলিং ক্যারিয়ারের সময় তিনি বাংলা চলচ্চিত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। প্রযোজক গৌতম সাহা, অর্পিতাকে প্রথম নায়িকা বানিয়েছিলেন এই মানুষটাই। টিভিনাইন বাংলার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে পুরনো স্মৃতি সামনে আনলেন তিনি। মাত্র ১৭-১৮ বছর বয়স থেকেই অভিনয় শুরু করেছিলেন অর্পিতা। তবে পার্শ্বচরিত্রেই বেশি সুযোগ পেতেন তিনি।

২০১১ সালে ‘হৃদয়ে লেখো নাম’ ছবিতে প্রথম নায়িকা হিসেবে দেখা যায় অর্পিতাকে। সুযোগটা করে দিয়েছিলেন প্রযোজক গৌতম সাহাই। নবাগতা মুখ পেয়ে অর্পিতাকে নায়িকা করতে দুবার ভাবেননি তিনি। অর্পিতার প্রশংসাই করেছেন প্রযোজক। অভিনয়, সময় জ্ঞান দুটোই ভালো ছিল তার। ছবিটি বেশ ভালো চলেছিল। অর্পিতাও দ্রুত জনপ্রিয়তা পেয়ে যান। মাত্র

চিত্রে টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ ইনক'র বনভোজন-২০২২



















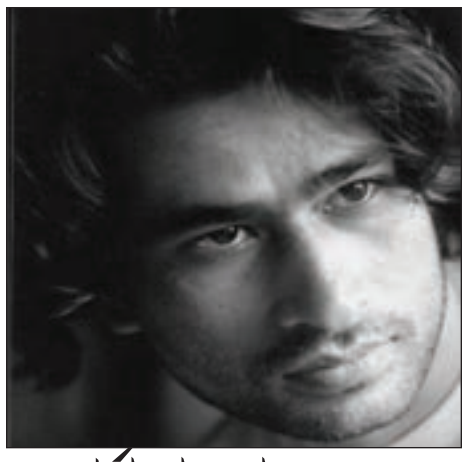












পর্দা নামলো ৩১তম নিউইয়র্ক বইমেলার ৩২তম কনভেনর ড. আব্দুর নূর

(৪৭ পাতার পর)

বাড়তে থাকে আড্ডা। প্রবাসী লেখকরাও ঢাকার প্রকাশকদের ষ্টলে বসে আড্ডা দিয়ে সময় কাটান। মেলায় নতুন নতুন বইয়ের সমাহার ছিলো লক্ষণীয়। এদিকে সন্ধ্যায় মূল মিলনাতনে চলে কবিতা লেখার অভিজ্ঞতা, লেখক-প্রকাশ মুখোমুখী, বিদ্রোহী কবিতার ১০০ বছর, বইমেলা দেশে-বিদেশে কিভাবে লিখতে এলাম, আমরা যাঁদের হারিয়েছি, বইমেলা দেশে-বিদেশে শীর্ষক আলোচনা, আর সঙ্গীত। আলোচনায় অংশ নেন উদ্বোধক অমর মিত্র ছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথি আসাদ মান্নান সহ বাংলাদেশ, কলকাতা, অষ্ট্রেলিয়া, সুইডেন, কানাডা ও জার্মানী থেকে আগত অতিথি আর নিউইয়র্কের কবি-সাহিত্যিকগণ। একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী অধ্যাপক ড. রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। এদিন শহীদ কাদরী গ্রন্থ পুরস্কার-২০২১ ঘোষণা করা হয়।

মেলার তৃতীয় দিন

জ্যামাইকা সেন্টার ফর আর্টস লার্নি-এ আয়োজিত মেলার তৃতীয় দিন শনিবার। এদিন ছুটির দিন থাকায় বইমেলায় তিল ধরণের জায়গা ছিলনা। আড্ডা, লেখালেখি, ছড়া নিয়ে আয়োজন, স্বরচিত কবিতা পাঠ, নতুন বই, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সাহিত্য : দুই বাংলার অভিমুখ, অনুবাদের ভাষা, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা নাটক 'রাক্ষুসী', বিতর্ক কি এবং কেনো, অভিবাসী লেখকদের গ্রন্থে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, নতুন প্রজন্মের পরিবেশনা প্রভৃতি অনুষ্ঠান ছাড়াও শবনম আবেদীর গান শ্রোতাদের গভীর রাত পর্যন্ত মুগ্ধ করে। এদিন একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন সঙ্গীত শিল্পী শবনম আবেদী। মঞ্চস্থ হয় নিউইয়র্ক ঢাকা ড্রামার প্রযোজনা কাজী নজরুল ইসলামের ছোট গল্প অবলম্বনে নাটক "রাক্ষুসী"। এর নাট্যরূপ ও নির্দেশনায় ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী শিরীন বকুল।

এদিন ঘোষিত হয় মুক্তধারা-জিএফবি সাহিত্য পুরস্কার-২০২২। জ্যামাইকা সেন্টার ফর আর্ট এন্ড লার্নিং মঞ্চে ছুটির দিনে উপচে পড়া দর্শক-শ্রোতাদের উপস্থিতিতে ঘোষিত হয় এই পুরস্কারের কথা। এবছর এই পুরস্কার পেলেন বাংলা ভাষা-সাহিত্যের শক্তিমান গবেষক, লন্ডন প্রবাসী লেখক অধ্যাপক ড. গোলাম মুরশিদ। এই পুরস্কারের অর্থমান ৩০০০ ইউএস ডলার। মেলার মূলমঞ্চে এই পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেন মেলার আহ্বায়ক গোলাম ফারুক ভূঁইয়া ও অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে কবি নির্মলেন্দু গুণকে প্রদাণের মাধ্যমে ঐ বছর প্রথম ফাউন্ডেশন ' মুক্তধারা-জিএফবি সাহিত্য পুরস্কার' প্রবর্তন করে। এরপর শামসুজ্জামান খান, অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ, দিলারা হাশেম, সেলিনা হোসেন ও সমরেশ মজুমদার এ পুরস্কারে ভূষিত হন। এ বছর পেলেন অধ্যাপক গোলাম মুরশিদ। উল্লেখ্য, ২০০৭ সালে ড. গোলাম মুরশিদ নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা উদ্বোধন করেন।

১৯৪০ সালের ৮ এপ্রিল বরিশালের উজিরপুর উপজেলার ধামুরা গ্রামে ড. গোলাম মুরশিদ জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ করেছেন। তার প্রথম কর্মজীবন ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। এরপর প্রায় দু'দশক তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত তিনি লন্ডনে বিবিসি'র বাংলা বিভাগে কাজ করেছেন। এ ছাড়া ১৯৯১ সাল থেকে লন্ডনে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন।

ড. গোলাম মুরশিদের উল্লেখযোগ্য গবেষণা গ্রন্থের মধ্যে আছে- আশার ছলনে ভুলি, রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া : নারী প্রগতির একশো বছর, বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান, সংকোচের বিহ্বলতা, সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক, রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা, স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি, হাজার বছরের বাঙালী সংস্কৃতি, বিলেতে বাঙালীর ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর : একটি নির্দলীয় ইতিহাস, বিদ্রোহী রণক্লান্ত প্রভৃতি। সাহিত্য গষেণায় বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ১৯৮২ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। ২০০৭ সালে পান প্রথম আলো বইমেলা পুরস্কার, ২০১৮ সালে পান 'আইএফআইসি সাহিত্য পুরস্কার। ২০১৮ সালে পান একুশে পদক।

মেলার চতুর্থ ও শেষ দিন

মেলার চতুর্থ ও শেষ দিন রোববার ছিলো আড্ডা, কবিতালাপ, প্রকাশনায় 'পরিবেশ বনাম অর্থনীতি' বিষয়ক বিতর্ক, স্মৃতি কথা, সাহিত্য ও সুরের মৈত্রী : বানী প্রধান বাংলা গান ও আমার অভিবাসী বাঙালিয়ানা, নতুন বই, কেন লিখি, লেখক পাঠক মুখোমুখি প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনা। এদিন একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন অধ্যাপক ড. নিরুপমা রহমান। এদিন চিত্তরঞ্জন সাহা সেরা প্রকাশনা সংস্থা পুরস্কার-২০২২ ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন তার জাতিসংঘের সফর উপলক্ষ্যে নিউইয়র্ক আসলে এদিন তিনি বই মেলায় আসেন এবং বিভিন্ন বুক স্টল ঘুরে দেখার পাশাপাশি প্রবাসীদের সাথে কুশল বিনিময় করেন। মেলায় যোগ দেন ওয়াশিংটন ডিসিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম।

এদিন বই মেলায় শ্রেষ্ঠ প্রকাশনীর পুরস্কার লাভ করে ঢাকার 'অন্বয় প্রকাশ'। এর স্বত্তাধিকারী মতলবের শিকিরচর গ্রামের সন্তান খ্যাতিমান শিশু সাহিত্যিক এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক উপ-কমিটির সদস্য হুমায়ুন কবীর ঢালী।

নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধির পরিচয়পত্র

(৪ পাতার পর)

আব্দুল মুহিত হচ্ছেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের ষষ্ঠদশ স্থায়ী প্রতিনিধি। বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের পূর্বে তিনি অস্ট্রিয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

পরিচয়পত্র পেশের পর জাতিসংঘ মহাসচিবের সাথে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধির একটি সংক্ষিপ্ত সৌজন্যমূলক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসময় স্থায়ী প্রতিনিধি জাতিসংঘ মহাসচিবের নিকট বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন। জনাব গুতেরেজ বাংলাদেশকে জাতিসংঘের বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করেন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করেন। মহাসচিব বলেন, বাংলাদেশ জাতিসংঘের মর্যাদাপূর্ণ একটি সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে বৈশ্বিক পরিমন্ডলে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। রাষ্ট্রদূত মুহিত জাতিসংঘ এবং মহাসচিবের বিভিন্ন পদক্ষেপ ও প্রচেষ্টাসমূহের প্রতি বাংলাদেশের অব্যাহত প্রতিশ্রুতি ও সমর্থনের কথা পূনর্ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, পেশাদার কূটনীতিক রাষ্ট্রদূত মুহিত ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র সার্ভিসে যোগদান করেন। সুদীর্ঘ ও বর্ণাঢ্য চাকুরি জীবনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন এবং কুয়েত, রোম, দোহা, ওয়াশিংটন ডিসি, কোপেনহেগেন ও ভিয়েনাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে দায়িত্ব পালন করেন। অস্ট্রিয়ায় রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার আগে তিনি ডেনমার্কে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এবং বাংলাদেশ দূতাবাস ওয়াশিংটন ডিসিতে ডেপুটি চীফ অব মিশন হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

পরিচয়পত্র প্রদান অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে মিশনের উপস্থায়ী প্রতিনিধি ড. মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেন, মহাসচিবের শেফ দ্য ক্যাবিনেট কোর্টনে র‍্যাট্রে এবং পিসবিল্ডিং সাপোর্ট বিভাগের অ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল মিজ্ এলিজাবেথ ম্যারি উপস্থিত ছিলেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
• Free Pick Up & Drop off
• 5, 10, 15 Lesson Packages
• 5 Hours Class & Certificate
• Car for Road Test
• Early Road Test Appointments (Any day)
• Special for Nervous Students!
SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সি

জরুরি ভিত্তিতে ইমাম নিয়োগ

IMAM WANTED

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সিতে জরুরিভিত্তিতে একজন পূর্ণকালীন ইমাম আবশ্যক।

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা:

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:

- কওমি মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি- সার্টিফিকেশন প্রয়োজন
- পবিত্র কুরআনের হাফিজ (অগ্রাধিকার)
- কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী ফিকহের উপর ব্যাপক জ্ঞান
- চমৎকার যোগাযোগ এবং সর্ব স্তরের মানুষের সাথে যোগাযোগে পারদর্শী
- যুবক সহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে সাবলীল ও দক্ষভাবে যোগাযোগ করার ক্ষমতা
- ইমাম হিসাবে নুন্যতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা-সার্টিফিকেশন এবং রেফারেন্স প্রয়োজন
- ইংরেজি, বাংলা এবং আরবি ভাষায় সাবলীল/পারদর্শী।

রেসিডেন্সি:

- যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বৈধ বাসিন্দা

কাজের ধরন এবং বেতন ও সযোগ সুবিধা:

- ফুল-টাইম (স্থায়ী)
- যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বেতন এবং বাসস্থানের সুব্যবস্থা আছে।

অপরিহার্য দায়িত্ব:

- প্রতিদিনের প্রতি ওয়াক্তের নামাজ, জুমা, জানাযা এবং ঈদের নামাজের ইমামতি করতে হবে।
- বাচ্চাদের জন্য উইকেন্ড ক্লাস পরিচালনা করা
- বাচ্চাদের জন্য সামার/গ্রীষ্মকালীন প্রোগ্রামের পরিচালনা করা
- প্রাপ্তবয়স্কদের জন সাপ্তাহিক তাফসীর প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে হবে
- ফিউন্যারেল সার্ভিস এবং কাউন্সেলিং পরিষেবা প্রদান

কমিউটিনেক ধর্মীয় উপদেশ প্রদান করতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীরা জীবনবৃত্তান্ত পাঠিয়ে আবেদন করতে পারেন:

ifnj2022@gmail.com

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য: সেলিম খালিক @ (973) 332-7721

বা সালেহ গনি @ (201) 704-8142

তাইওয়ান ইস্যুতে কূটনৈতিক ভারসাম্য দরকার

অনলাইন থেকে: অনেক সময় সঙ্গীহীন বা একক অবস্থানের মাধ্যমে স্থিতাবস্থা রক্ষা করা যেতে পারে। বিশেষ করে এ ধরনের অবস্থান এমন একসময়ে প্রয়োজন, যখন জনতুষ্টিবাদী ও বাকপটু নেতাদের হাতে রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। কূটনীতিতে সর্বোত্তম বিকল্প হলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিষয়গুলো যেভাবে আছে সেভাবে রাখা। এমনকি এর অর্থ যদি হয় অসংগতি ও অনিশ্চয়তাকে মেনে নেওয়া, তাহলেও তা-ই করতে হয়। এখন তাইওয়ান প্রণালির ঠিক সে ধরনেরই একটি অবস্থা, যেখানে 'শৈল্পিক অস্পষ্টতা' যুদ্ধকে প্রতিরোধ করতে পারে।

ন্যান্সি পেলোসির তাইওয়ান সফর এই ভারসাম্য নষ্ট করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের এই স্পিকার ১৯৯৭ সালের পর দ্বীপটিতে পা রাখা সবচেয়ে প্রবীণ মার্কিন রাজনীতিক। প্রণালিজুড়ে চীনের আঞ্চলিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করে তাইওয়ানের প্রতি সংহতির প্রকাশ হিসেবে তাঁর সফরটি তাইওয়ানের স্থিতির বিষয়ে ওয়াশিংটনের 'কৌশলগত অস্পষ্টতা'র লঙ্ঘন বলেই মনে হচ্ছে। তাইওয়ান আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত নয়, কিন্তু একটি সার্বভৌম দেশ (আত্মরক্ষায় সশস্ত্র) হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে।

অতীতে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের কিছু বক্তব্যও এই কৌশলগত অস্পষ্টতাকে আঘাত করেছে এই প্রশ্নে যে আগ্রাসনের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ান রক্ষায় কত দূর অগ্রসর হতে পারে। তবে পেলোসির এই সফর এই অস্পষ্টতার সীমা মারিয়ে রীতিমতো একটি সংকট তৈরি করেছে। বেইজিং তাঁর এই সফরকে আক্রমণাত্মক উসকানি হিসেবে বিবেচনা করে এর নিন্দা জানিয়েছে। তারা তাইওয়ান দ্বীপের চারপাশের জলসীমায় লাইভ-ফায়ার মিলিটারি এক্সারসাইজের (বাস্তবিক গোলাবর্ষণ মহড়া) মাধ্যমে সফরের প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে।

সম্ভবত এই মহড়া সর্বাত্মক আক্রমণের কোনো পূর্বাভাস দিচ্ছে না। কিন্তু তাইওয়ান উদ্বিগ্ন হওয়ার যৌক্তিক কারণ রয়েছে, বিশেষ করে যখন উপকূলের এত কাছে অস্ত্রের ঝনঝনানি শোনা যায়। ভুল-বোঝাবুঝি বা অতি উৎসাহী প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটনাগুলো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে খুব বেশি কিছু লাগে না। বাইরের পর্যবেক্ষকদের জন্য অস্বস্তিকর বাস্তবতা হলো তাইওয়ানকে ঘিরে চীনের হিসাব-নিকাশ অস্বচ্ছ।

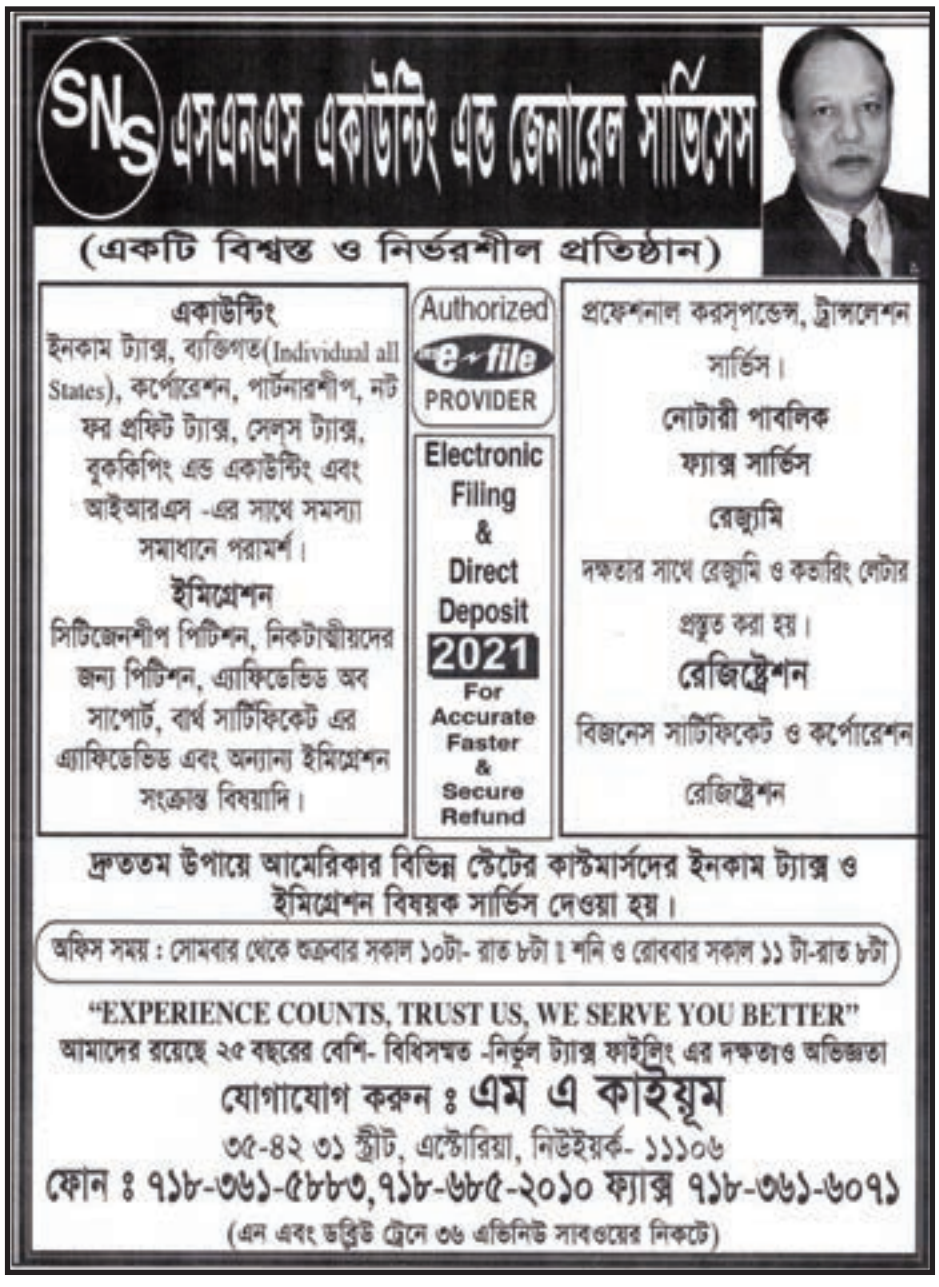
চীনের দীর্ঘ অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ হঠাৎ ধীর হয়ে গেছে। দেশটির প্রেসিডেন্ট শি চিনপিংয়ের কর্তৃত্ব এখনো অনেক, কিন্তু অপ্রতিরোধ্য নয়। এটি স্পষ্ট নয় যে এই পরিস্থিতি সামরিক অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে তাঁর জুয়া খেলার সম্ভাবনা কম বা বেশি করে তোলে কি না। ইউক্রেনে ভ্লাদিমির পুতিনের ভূমি দখল বন্যতা পশ্চিমা বিশ্লেষকদের নিজস্ব পূর্বাভাসের প্রতি আস্থাকে নষ্ট করে দিয়েছে। পশ্চিমা বিশ্লেষকদের বেশির ভাগই ভেবেছিলেন, পুতিন জাতীয় স্বার্থের যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে ইউক্রেন আক্রমণ থেকে সংযত থাকবেন।

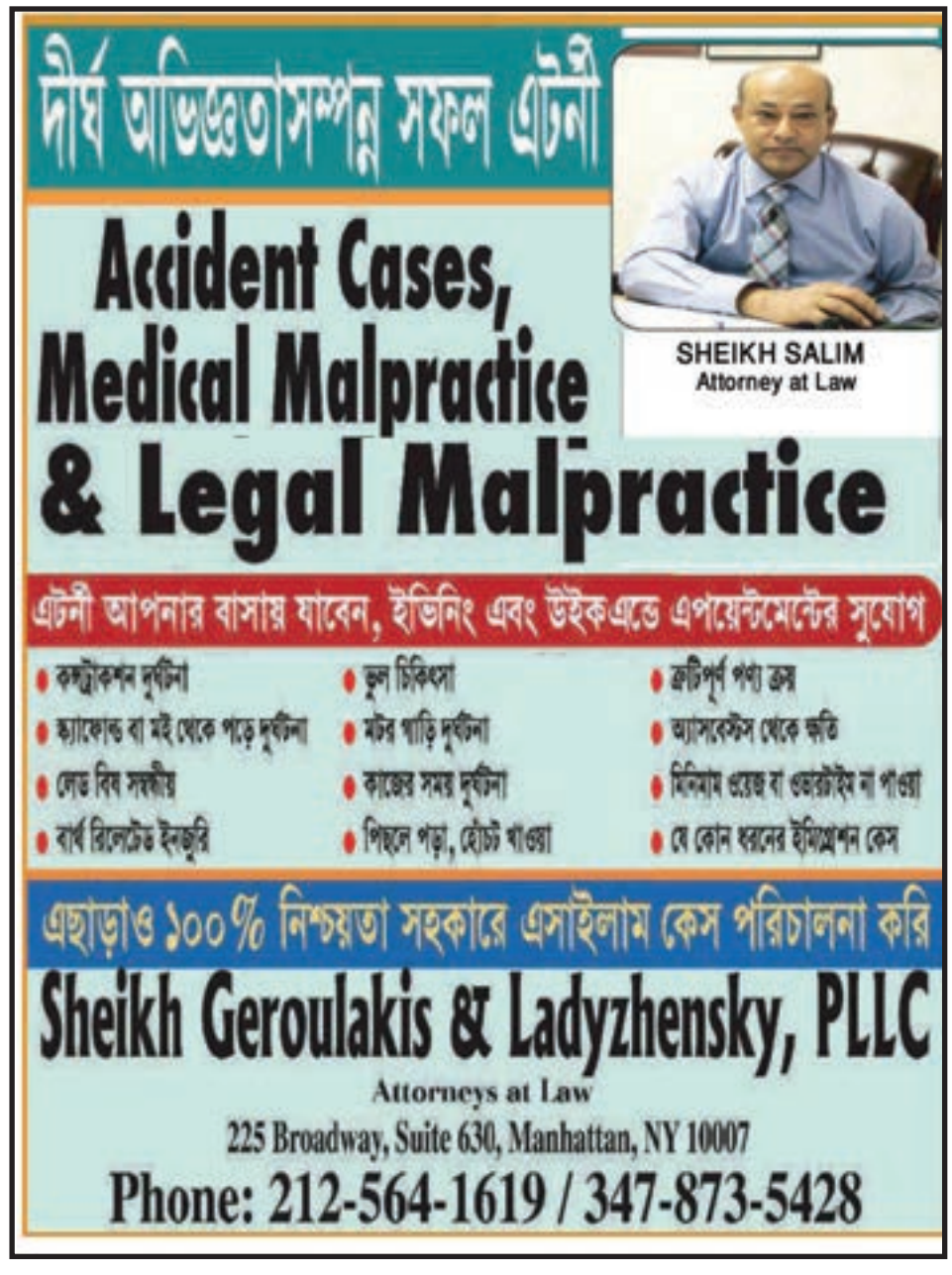
তুলনা সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না। রাশিয়া হলো একটি আঞ্চলিক উৎপীড়ন, যে পতনে ক্ষিপ্ত। চীন হচ্ছে একটি বৈশ্বিক পরাশক্তি। মার্কিন মিত্রের বিরুদ্ধে প্রশান্ত মহাসাগরীয় আগ্রাসনের যুদ্ধের সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিগুলো অপরিমেয়ভাবে বেশি। এমনকি যদি পশ্চিমা দেশগুলো চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মির প্রত্যক্ষ সামরিক তৎপরতা রুখে দিতে পারে, তার পরও ঝুঁকি কমে না।

হোয়াইট হাউস চেয়েছিল মিসেস পেলোসি যাতে কূটনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করেন, কিন্তু সফরটি একবার নির্ধারিত হয়ে যাওয়ায় সেটা এগিয়ে নিতে হয়েছিল। কারণ সফল বাতিল করার অর্থ হতো, তাইওয়ানে কে যেতে পারবে বা পারবে না, সে ব্যাপারে চীনকে বৈশ্বিক ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা দেওয়া। আর কোনো সম্পর্ক দীর্ঘকাল ধরেই এই ধরনের ক্রমাঙ্কন দ্বারা নির্ণয় করা হচ্ছে। শান্তি কিভাবে বজায় থাকে? শান্তি বজায় থাকে, কারণ এটি কূটনৈতিক সুক্ষ্মতা ও হিসাব-নিকাশ করা অনিশ্চয়তার মধ্যে উত্তেজনাহীন দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়।

তাইওয়ান প্রণালিতে বর্তমান দুই পক্ষের বাদানুবাদ ও সর্বাত্মক যুদ্ধের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ার অনেক পর্যায় রয়েছে। বেইজিং সাইবার নাশকতার মাধ্যমে তাইওয়ানকে অতিষ্ঠ করে তুলতে পারে। সামরিক মহড়াগুলো অর্থনৈতিক অবরোধের মতোই দীর্ঘায়িত হতে পারে। তবে এটা মনে রাখতে হবে যে যেখানে উত্তেজনা বাড়ানোর ক্ষমতা রয়েছে, সেখানে উত্তেজনা প্রশমনের ক্ষেত্রও রয়েছে। তাইওয়ান প্রণালির আগের সংকটগুলো অস্বস্তিকর ভারসাম্য আনয়নের মাধ্যমে সুরাহা করা গেছে। এখনো এটাই সর্বোচ্চ ভালো ফল দিতে পারে এবং সহজলভ্যও, যদি ঠা-া মাথা ও অনাকাঙ্ক্ষিত পছন্দ বজায় রাখা যায়।

সূত্র : সম্পাদকীয়, দ্য গার্ডিয়ান (যুক্তরাজ্য), ভাষান্তরিত





Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F and MD OCFR



বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের স্পন্দনে
হে জাতির পিতা, তুমি আছো, তুমি রবে চিরকাল

শোকাবহ আগস্ট

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদগণ সহ ১৫ই আগস্টের সকল শহীদদের প্রতি

বিনম্র শ্রদ্ধা

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

আর্থ-রাজনৈতিক ‘লৌহ ত্রিভুজ’ ভাঙতে হবে



হোসেন জিল্লুর রহমান

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সংকটের আলামত আমরা দেখছি। এ সংকট কেন তৈরি হলো, সে জন্য নীতি দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষাপট বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ মুহূর্তে শুধু সামষ্টিক অর্থনীতির দিকে তাকালে হবে না; সামষ্টিক, মধ্যম ও ব্যষ্টিক- তিনটি পর্যায়েই মনোযোগ দেওয়া দরকার। মধ্যম ও ব্যষ্টিক অর্থনীতি উপেক্ষা করে সামষ্টিক অর্থনীতির সংকট মোকাবিলা করা কঠিন।

এটা পরিস্কার যে, সামষ্টিক অর্থনীতিতে এক ধরনের ভারসাম্যহীনতা দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে নানা আলোচনাও হচ্ছে। সম্প্রতি সিপিডি আয়োজিত ‘সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ : কতটা ঝুঁকিপূর্ণ?’ শীর্ষক আলোচনা সভায় অনেকে এ বিষয়ে জোর দিয়েছেন। আমিও সেখানে কথা বলেছি। যে বিষয়টি আরও জোর দিয়ে বলা দরকার তা হলো, মধ্যম অর্থনীতিতে সংস্কারের বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কভিড-১৯-এর ধাক্কা থেকে আমাদের এক ধরনের উত্তরণ ঘটেছে বটে, তবে সে উত্তরণ পুরোপুরি হয়নি। পিপিআরসি-বিআইজিডির ২০২২-এর মে মাসের গবেষণায় আমরা দেখেছি, মহামারির দুই বছর পরও জরিপকৃত পরিবারগুলোর গড় আয় মহামারি-পূর্ব আয়ের ১৫ দশমিক ৪ শতাংশ নিচে।

ব্যষ্টিক পর্যায়ে অবিচারের অর্থনীতিও আলোকপাত করা দরকার। অবিচারের অর্থনীতির তিনটি চেহারা জোরালোভাবে সামনে আসছে। প্রথমটি হলো নতুন দারিদ্র্য। আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে, কভিড থেকে উত্তরণের পরও তিন কোটি মানুষ নতুন করে দারিদ্র্যে পড়েছে। সাম্প্রতিক মূল্যস্ফীতির প্রভাবও এ ক্ষেত্রে প্রভাবক ভূমিকা পালন করেছে। দ্বিতীয়টি আরও দুশ্চিন্তার বিষয়। কারণ আমরা সব আলোচনা সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা নিয়েই করছি। অথচ আমাদের অন্যতম লক্ষ্য এসডিজি বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন। এ ক্ষেত্রে তিনটি লক্ষ্যমাত্রা গতিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। একটি হলো অপুষ্টি। এই খাতে আমাদের অবস্থার উন্নতি ঘটছিল। কিন্তু এখন পারিবারিক খাদ্য তালিকায় পুষ্টির বদলে উল্টোদিকে যাত্রার প্রবণতা স্পষ্ট। পরিস্থিতি এই উল্টোযাত্রায় বাধ্য করছে। অপরদিকে কভিড-পরবর্তী সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার বেড়েছে। এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়বে চাকরির বাজারসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও। গৃহায়ন আরেকটি বিষয়। আমরা দেখেছি, কভিডকালে অনেক মানুষ শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে, নগরে থাকা-খাওয়ার খরচের বোঝা টানতে না পেরে। অবিচারের অর্থনীতির তৃতীয় চেহারা হচ্ছে, চলমান প্রবৃদ্ধিকেন্দ্রিক উন্নয়ননীতি কর্মসংস্থানমুখী হচ্ছে না। এর ফলে যুব বেকারত্ব আরও গভীর হচ্ছে। বিশেষ করে শিক্ষিত বেকারত্ব।

> *লৌহ ত্রিভুজের তৃতীয় বিষয়টি খুবই বেদনাদায়ক। এটি হচ্ছে অবিচারের অর্থনীতি, যার বোঝা সাধারণ মানুষের ওপর অব্যাহতভাবে বর্তাচ্ছে। সাধারণ মানুষ অবিরাম সংগ্রাম করছে নিজের এবং তার মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে। বিনিময়ে তার মূল প্রাপ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে অবিচারের খাটুনি ও ন্যূনতম স্বস্তির অনুপস্থিতি। অবিচারের খাটুনি আমরা জনগণের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছি। সব সুখ ভোগ করছে ওপরের দিকের মানুষ, আর চাপের বোঝাটা দিচ্ছি সাধারণ মানুষের ওপর।*

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের নজর থাকে তাৎক্ষণিক বিষয় সামাল দিতে। জরুরি বিষয় আগে সামাল দিতে হবে, সেটা ঠিক আছে। কিন্তু এই মুহূর্তের সংকট যে শুধু বর্তমানে সংকট তৈরি করছে, তা নয়; একই সঙ্গে তা আমাদের নিম্নস্তরে তথা ব্যষ্টিক ও মধ্যম পর্যায়ের সমস্যাগুলোও সামনে নিয়ে আসছে। তাই এই মুহূর্তের চ্যালেঞ্জ সামাল দেওয়ার পাশাপাশি সামনে চলে আসা মধ্যমেয়াদি সমস্যার দিকেও নজর দেওয়া জরুরি। অর্থনৈতিক এসব সংকটের কারণে সামাজিক অস্থিতিশীলতার ঝুঁকি রয়েছে। এ ঝুঁকি কমানোর পাশাপাশি মানুষের সার্বিক চাহিদা পূরণ হচ্ছে কিনা, সেটাও দেখা জরুরি। এ ক্ষেত্রে আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কথা বলতেই হবে। এখানে শুধু অব্যবস্থাপনার বিষয়ই নয়, বরং কী ধরনের ব্যবস্থাপনা চলমান, তার চরিত্রও বোঝা দরকার।

আমি মনে করি, বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় এক ধরনের লৌহ ত্রিভুজ গেড়ে বসেছে। এখানে শুধু ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীই নয়, আরও অনেকে এর অন্তর্ভুক্ত। আমাদের অর্থনৈতিক শাসনে কাঠামোগত ঘাটতি সব সময় কিছু না কিছু থেকেই যায়। কিন্তু ঘাটতিগুলো যখন গভীরে পৌঁছে, সেটাও একটা কাঠামোগত আকার ধারণ করে। সেটাই লৌহ ত্রিভুজের মতো গেড়ে বসেছে।

প্রথমটি হলো একমাত্রিক উন্নয়ন দর্শন। অবকাঠামো উন্নয়নে জোর দিতে গিয়ে আমরা সামাজিক উন্নয়নের বিষয়গুলোকে পেছনে ঠেলে দিচ্ছে। লৌহ ত্রিভুজের দ্বিতীয়টি হলো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় কনফ্লিক্ট অব ইন্টারঅ্যাক্ট বা নিয়ম ও স্বজনতোষী ব্যক্তিস্বার্থের দ্বন্দ্বকে নিরন্তরভাবে উপেক্ষা করা শুধু নয়, রীতিমতো প্রশ্রয় দেওয়া। আর্থিক, জ্বালানি ও পরিবহন-অর্থনীতির এ মূল খাতগুলোর মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থের সুবিধার্থে অনিয়মকে নিরন্তর প্রশ্রয় দেওয়াই কার্যতও নিয়ম পর্যায়ে উপনীত।

কয়েকটি খাতের উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। যেমন বিদ্যুৎ খাত। এখানে সাময়িকভাবেও কুইক রেন্টাল্ব শুরু হয়েছিল। এর পর কেন এটি চলমান রাখতে হলো? ব্যক্তিস্বার্থের সুবিধা নিশ্চিত করা ছাড়া এর কোনো অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা নেই। যেমন পরিবহন খাত। কেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ বা বিআরটিএ অচল? কেন সড়ক নিরাপত্তায় কিছুই করা যাচ্ছে না? নিরাপদ সড়কের জন্য ১০১টি সুপারিশ করা হয়েছে। সেগুলো আমরা বাস্তবায়ন করতে পারছি না। এখানেও ব্যক্তিস্বার্থে অনিয়মকে প্রশ্রয় দেওয়াই মুখ্য। যেমন ব্যাংকিং খাত। এখানেও নিয়ম করে অনিয়মের বিষয়টি ব্যাপক। আমাদের উন্নয়ন খাত বা উন্নয়ন প্রকল্পগুলোও এই প্রবণতার বাইরে নয়। কেন খরচ বাড়ে, কেন সময় বাড়ানো হয়? ব্যক্তিস্বার্থের সুবিধা নিশ্চিত করাটাই যেন বৃহত্তর উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লৌহ ত্রিভুজের তৃতীয় বিষয়টি খুবই বেদনাদায়ক। এটি হচ্ছে অবিচারের অর্থনীতি, যার বোঝা সাধারণ মানুষের ওপর অব্যাহতভাবে বর্তাচ্ছে। সাধারণ মানুষ অবিরাম সংগ্রাম করছে নিজের এবং তার মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে। বিনিময়ে তার মূল প্রাপ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে অবিচারের খাটুনি ও ন্যূনতম স্বস্তির অনুপস্থিতি। অবিচারের খাটুনি আমরা জনগণের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছি। সব সুখ ভোগ করছে ওপরের দিকের মানুষ, আর চাপের বোঝাটা দিচ্ছি সাধারণ মানুষের ওপর। এখানে শুধু স্বল্প আয়ের মানুষ নয়; মধ্যম আয়ের মানুষের ওপরেও চাপ বাড়ছে।

লৌহ ত্রিভুজ এই অর্থে বলছি- এ তিনটি একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত; কিংবা বলা যায় একে অন্যকে প্রভাবিত করছে। একমাত্রিক উন্নয়ন দর্শন ও নিয়মের ব্যত্যয়কে প্রশ্রয় দিয়েই যখন নীতি তৈরি ও বাস্তবায়ন হচ্ছে, তখন অবধারিত ফল হিসেবে নিম্ন আয়ের মানুষের ওপর চাপ বাড়ে। এই লৌহ ত্রিভুজ ভাঙতে হলে একটি বড় ধাক্কার প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞ কমিটির কিছু সুপারিশ দিয়ে এর সমাধান হবে না। এর সঙ্গে রাজনৈতিক সদিচ্ছা, উদ্যোগ এবং উপলব্ধি জরুরি। তা না হলে এটা ভাঙা সম্ভব হবে না। এ সময়ে আমরা ক্রোনি ক্যা-পটালিজম বা স্বজনতোষী পুঁজিবাদ বলে একটা পরিভাষা ব্যবহার করি। কিন্তু আমি যে লৌহ ত্রিভুজের কথা বলছি, তা এই ক্রোনি ক্যাপিটালিজম ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। একে আরও বৃহত্তর চিন্তার মধ্যে আনতে হবে।

রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করবে- আমরা লৌহ ত্রিভুজ ভাঙতে পারব কি পারব না। আর বড় ধাক্কা ছাড়া লৌহ ত্রিভুজ ভাঙবে না। ছোট ছোট ধাক্কায় এ ত্রিভুজ নড়াচড়া করলেও আবার গেড়ে বসবে। এমনটা হলে আমাদের এসডিজির আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে না। ২০২৬ সালে আমাদের এলডিসি থেকে উত্তরণ ঘটবে বটে, কিন্তু আমরা যে ধরনের মধ্যম আয়ের কথা চিন্তা করছি, ওই ধরনের দেশে পরিণত হতে পারব না। এসডিজি ও কাঙ্ক্ষিত মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর হতে লৌহ ত্রিভুজ ভাঙার সময় এখনই।

লেখক: অর্থনীতিবিদ, এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান, পিপিআরসি

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট



New Price বিশাল মুলত্নাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেডলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কার্টকিস, স্নাপার, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্কেট, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফিলেট	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফিলেট	$ 17.99
আমিন স্যালমন স্টেকস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফিলেট	$ 18.99
স্মোকড স্যালমন ফিলেট	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফিলেট	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

কবি ফজলুল হক : প্রিয় সুহৃদ

(২৬ পাতার পর)

উঠে আসলেন জন কিটস 'অড অব মিলাঙ্কোলি' আমার প্রিয় জানতে পেরে, দিলু ভাই মৃদু হেসে স্মৃতি থেকে পুরোটাই আবৃত্তি করে শুনিয়ে দিলেন। বৈঠকখানার আবহে ছড়িয়ে পড়লো অসামান্য কিছু পংক্তির অনুরণন,'বাট হোয়েন দ্যা মিলাঙ্কোলি ফিট শ্যাল ফল/ সাডেন ফ্রম হেভেন লাইক অ্যা উইপিং ক্লাউড.... ।'

খানিকটা সময় আমরা বসেছিলাম প্রায় স্তব্ধ হয়ে। হাঁক-ডাক দিয়ে কামরায় ঢুকলেন ভবতোষ দা (ভবতোষ চক্রবর্তী)। কোণার দিকে একটি হারমোনিয়ার রাখা ছিলো। দিলু ভাই ভবতোষ দার সক্রিয় সহায়তায় শুরু করলেন তাঁর গানবাজনার অনুশীলন। দিলু ভাই তো গান রচনা করতেন, তাঁর কিছু সংগীত লোকপ্রিয়ও হয়েছিল, মনে হলো এবার তিনি আক্ষরিক অর্থেই আটঘাট বেঁধে নামছেন সংগীত সাধনে। আমি আর ফজলুল হক চাপা গলায় তর্পণ করলাম জন কিটসের প্রণয় সংক্রান্ত কিছু তথ্য। জানতে পারলাম, ফজলু কবিতার সমান্তরালে সংগীতও রচনা করে থাকেন।

বৈঠকখানায় ম্যারাথন রকমের খোশগল্প করে বেশ খানিকটা রাত হলো। কিশওয়ার তখনো ফিরে আসেনি, খাওয়া দাওয়া সেরে ভবতোষ দা বাড়ি ফিরে গেছেন, আমাদের কিন্তু কথা ফুরাচ্ছে না। আমি ট্যাবাকো রোল করে বানাচ্ছি সিগ্রেট, খেয়াল করলাম– খোলা জানালার ওপারে– আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কিশওয়ার, ইশারায় হাতছানি দিচ্ছে, মনে হলো সে কামরায় ঢুকতে চাচ্ছে না। ব্যাপারটা ফজলুল হকও খেয়াল করেছেন, কোন এক প্রক্রিয়ায় তিনি দিলু ভাই এর কাছ বিদায় নিলেন, আমিও উঠে পড়লাম।

খান মঞ্জিলের টঙ্গিঘরে আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে। কিন্তু ওখানে সটান হয়ে বিশ্রাম করার কোন অবকাশ হলো না, কিশওয়ারের প্ররোচনায় মাঝরাতে বেরিয়ে পড়তে হলো। কিন ব্রিজের তলায় একটি ছাপড়া চায়ের দোকানে তখনো টিমটিমিয়ে জ্বলছিলো কুপি। তার আলোয় আমরা তপ্ত অভালটিন পান করে অতঃপর অতিক্রম করি কিন ব্রিজ। গন্তব্য বোরহানুদ্দীনের মাজারে উরুস মহফিল।

যতোটা মনে পড়ে, মাঝ-রাতেও কীভাবে যেন জুটে গিয়েছিল একটি রিক্সা। কিশওয়ারকে মধ্যিখানে বসিয়ে, কায়ক্লেশে আমি ও ফজলুল হক নেকির-মনকির ফেরিশতার মতো তার দু-কাঁধ ঘেঁষে বসে সড়ক অতিক্রম করে যখন উরুস মহফিলে পৌঁছি, তখন নক্ষত্রমন্ডলগুলো হেলে পড়ছে পশ্চিমাকাশে।

উরুসে ফজলুল হক খুব যে উৎসাহী তা মনে হলো না। শুষ্কমঞ্জুরীর ধূম্রজাল উপেক্ষা করে আমরা মূলত কবিতা-বিষয়ক কথাবার্তায় মেতে থাকি। কিশওয়ার ও আমার মধ্যে সে আমলে– অন্তত কিছু দিনের জন্য হলেও দারুণভাবে দানা বেঁধেছিল সুফি কবিতা তর্পণের আগ্রহ। আমি ঝোলায় করে কিশওয়ারের জন্য নিয়ে এসেছিলাম– হজরত শেখ সাদী (রঃ) এর পান্দেনামার অনুবাদ ও কবির জীবনী। ওই বিষয়ে ফজলুল হকের আগ্রহ ছিলো সীমিত মাত্রায়। বাতচিতে চলে আসলো, সুফিসন্তদের রচিত কবিতা থেকে ধর্মীয় মূল্যবোধ-ঋদ্ধ নীতিবাক্য জাতীয় উপাদানকে বিযুক্ত করে, কেবলমাত্র দ্যুতিময় পংক্তি কিংবা ইমেজারি থেকে কবিতার খাঁটি রসটুকু অস্বাদন করা যায় কিনা সে প্রসঙ্গ। কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে গাছে হেলান দেয়া কিশওয়ারের চোখ মুদে এলো।

আমি ও ফজলুল হক বোধ করি কিশওয়ারকে ছাড়াই খানিক হেঁটে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু-পেয়ালা চা পান করেছিলাম। আলাপ তখনো জারি আছে, বাতচিত ওমর খৈয়ামের তর্জমার সমস্যা টাচ করে ঘুরপাক খাচ্ছে ফররুখ আহমেদের কবিতার ছন্দশৈলীতে। আমি বোধ হয় 'ডাহুক' শিরোনামের কবিতা থেকে সামান্য আবৃত্তি করেছিলাম, ফজরের আজান পড়ে যাওয়াতে আর শেষ করতে পারিনি। তো রোদ তেতে ওঠার আগেই আমারা পয়দলে খান মঞ্জিলে ফিরেছিলাম।

এ ধারায় আরো দু-এক বারও ফজলুল হকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে, প্রতিবারই আমাদের সাথী ছিলো কিশওয়ার। তবে শুধু একবার কিশওয়ার ছাড়া দিলু ভাই এর সঙ্গে ফজলুল হকের উদ্যোগে আমি বিয়ানিবাজারে গিয়েছিলাম। কেন গিয়েছিলাম ঠিক মনে পড়ছে না, তবে বাংলা লাইব্রেরী নামে একটি গ্রন্থাগারে লণ্ঠনের আলোয় দীর্ঘ আড্ডার কথা ঝাপসাভাবে মনে পড়ে।

আমাদের দেখাসাক্ষাতের পালা ব্যাহত হয়েছিল আমি এফআইভিডিবি নামক একটি সংস্থায় চাকুরী করতে গেলে। তবে চিঠিপত্রে যোগাযোগ চালু ছিলো বেশ কয়েক বছর। কী একটা বিষয়ে আমি বিশদ তথ্যের তালাশ করছিলাম, ফজলুল হক জানতে পেরে বইপত্র ও প্রবন্ধের বিরাট একটি তালিকা পাঠিয়েছিলেন। বিষয়টা কী ছিলো তা ভুলে গেলেও তাঁর পাঠানো তালিকা ধরে কিছু বইপত্রও যে জোগাড় করেছিলাম, তা বেশ ভালোভাবেই মনে পড়ছে।

আরেকটি ছোট্ট ঘটনা, এফআইভিডিবিতে কাজ করার সময় আমি ইরাকের প্রখ্যাত শিল্পী দিয়া আল আঝাউই এর চিত্রকলার ওপর প্রবন্ধ লিখেছিলাম। আল আঝাউই এর চিত্রকর্মের রঙিন পেইন্ট সম্বলিত একটি বই আমি অনেক বছর আগে খরিদ করেছিলাম, ঢাকায় বিজয়নগরের পানির ট্যাংকির কাছাকাছি একটি পুরানো বই এর দোকান থেকে।

বৈরুতে সাবরা ও শাতিলা শরণার্থী শিবিরে ইসরাইলের উদ্যোগে সংগঠিত ম্যাসাকারের প্রতিক্রিয়ায় আল আঝাউই যে চিত্রটি এঁকেছিলেন, তা দেখে আমার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল তুমুল অভিঘাত, ভেবেছিলাম– শিল্পীকে বাঙালী পাঠকদের কাছে পরিচয় করিয়ে দেব। লেখাটি কোথাও ছাপতে না দিয়ে পাঠিয়েছিলাম ফজলুল হকের কাছে। জবাবে তিনি আমাকে এস এম সুলতানের চিত্রকলা নিয়ে লিখতে বলেছিলেন। মন্তব্যটি আমাকে খুশি করেনি। তাঁর উপদেশে ত্রুটি কিছু ছিলো না, তবে আমার অবচেতনে বোধ করি তাঁর কাছ থেকে তারিফ শোনার প্রত্যাশা ছিলো, তাই কিঞ্চিত নারাজ হয়েছিলাম। চিঠিপত্রও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বেশ কয়েক বছর পর আমি যখন লাওসে বসবাস করছি, ফের চালু হয়েছিল পত্র যোগাযোগ। আমাদের চিঠিপত্রের একটি প্রধান বিষয় ছিলো– কিশওয়ারের অসুস্থ হয়ে পড়া, এবং সে সম্পর্কে আমাদের তুমুল উদ্বেগ।

আমি যখন কাবুলে বসবাস করছি, ততদিনে ডাক যোগাযোগ যেন যাদুবলে উপে গেছে, জলচল হয়ে ওঠেছে ইমেইল। একটি দুটি ইমেইল পেয়েছি ফজলুল হকের কাছ থেকে। একবার বোধ হয় রিংও করেছিলাম। জেনেছি, ঘুরছেন তিনি বরাক উপত্যাকায়, কবিতাও প্রকাশিত হচ্ছে। কয়েক বছর পরে তাঁর রচনার কিছু অনুলিপিও এসেছে আমার হাতে, কিছু কবিতা ভালো লেগেছে তাই একাধিকবার পড়েছি, পড়ে রিংও করেছি, দুটি পংক্তি যথা "একমুঠো জলের সন্ধানে ছুটে বেড়িয়েছে/ সিংহল সমুদ্র থেকে কালীদহ হয়ে পারস্যের বন্দরে..," উদৃতি দিয়ে মজাক করে বলেছি,'ভাই ফজলু, পড়ে মনে হচ্ছে তুমি আমার কথা লিখছো।'

করোনাক্রান্ত দিনগুলোতে ফের যোগাযোগ হয়েছে তাঁর সঙ্গে। ম্যাসেঞ্জারে কথা বলেছি বেশ কয়েক বার, ওয়েবজিনে প্রকাশিত তাঁর কবিতাগুলো খুঁটিয়ে পড়েছি। মাত্র মাস কয়েক আগে, আমি ইউক্রেনের লাবিব শহরে দিন কয়েক কাটিয়ে পোল্যান্ড হয়ে ফিরছি যুক্তরাষ্ট্রে, বিমানে বসে কিছুতেই শরণার্থী শিবিরে দেখা দৃশ্যপট মাথা থেকে সরাতে পারছি না। তো এক পর্যায়ে ইন্টারন্যাট থেকে ইউক্রেনের সাম্প্রতিককালের কবিদের লেখা কয়েকটি কবিতার অনুবাদ করেছি। তর্জমার মান নিয়ে নিশ্চিত হতে পারছিলাম না। সাহায্যের জন্য দ্বারস্থ হয়েছি ফজলুল হকের। তাঁকে পাঠিয়েছি অরিজিন্যালের সঙ্গে আমার অনুবাদও।

দেখে দিয়ে তিনি ম্যাসেঞ্জারে জানিয়েছেন, 'অনুবাদ আসলের চেয়েও ভালো হয়েছে।' এ মন্তব্যে আমার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে অনিশ্চয়তা, তবে কী ভাবানুবাদের মারফত আমি ইউক্রেনিয়ান কবিতার অরিজিন্যাল থেকে দূরে সরে এসেছি? একটি কবিতার আক্ষরিক অনুবাদ করে ফের তাঁর কাছে পাঠিয়েছি। দেখে লিখেছেন, 'আগের ভার্সনটাই রাখুন সুলতান ভাই।'

ফজলুল হক চলে যাওয়াতে মনে হলো, আমার দীর্ঘদিনের একজন সুহৃদ যাঁর কাছে আমি প্রয়োজনে পরামর্শ চাইতে পারতাম, তার বিরল সুযোগটি হারালাম। মনে হয় মাস কয়েক আগে তাঁকে লিখেছিলাম, এবার সিলেট শহরে আসলে একটু বান্ধব রেস্তোরাঁয় বসতে চাই, আর বিয়ানিবাজারেও যেতে চাই এক চক্কর; ফজলু সঙ্গী হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে ফের দেখাসাক্ষাৎ হওয়ার যেমন আর কোন উপায় থাকলো না, ঠিক তেমনী তাঁর হাতে রচিত ছায়া সুনিবিড় চিত্রকল্পে শ্যামল কবিতারও সম্ভাবনা তিরোহিত হলো।

কবি ফজলুল হক ও তাঁর দুঃখের তপস্যা

(২৬ পাতার পর)

ভাল ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার খবর আমাদের দিতেন। ছোট ছেলেটিও এমসি কলেজে ভর্তি হয়েছে এবার।

গত ফেব্রুয়ারীতে দেশে গিয়েছিলাম। কেন জানি এসময়টাতে তিনি বাড়িতে ছিলেন। আমাদের সময়ের দু'একজন ছাড়া কাউকে দেশে খুব একটা পাওয়া গেলো না। কিন্তু ফজলু ভাই এই ক'টা দিন যেন আমাকে পাহারা দিয়েছেন। জানতেন আমি হয়ত সঙ্গহীন, তাই প্রায় প্রতিদিন ফোন করে জানিয়ে দিতেন, কখন আমাকে বেরুতে হবে, কখন তিনি আসছেন আমাদের কৈশোর-যৌবনের সেই ছোট্ট শহরটাতে ।

কিভাবে সেই এলাকাটার সংস্কৃতির উদ্যান চৈত্রের খরার মত রুক্ষ হয়ে যাচ্ছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের দশ হাজারেরও অধিক ছাত্র-ছাত্রীর বিয়ানীবাজারে কিভাবে রাজনীতির মন্দা চলছে, এ নিয়ে চলেছে নিটোল আড্ডা। এরই মাঝে আমেরিকা থেকে গেছেন কবি তমিজ উদ্দিন লোদী। লোদী ভাইও সেসময় (আশির দশক) থেকেই পরিচিত আরেক শক্তিমান কবি-সাহিত্যিক। ফজলু ভাই'রও অগ্রজ তিনি। আড্ডাটা জমতে থাকে, আমি কবিতার মানুষ নই। সাহিত্য আমাকে ছায়া দেয় ঠিকই, আর এই সময়টাতে ছায়া দেয়া মানুষ তারা দু'জনই। আমরা আড্ডা দেই দীর্ঘ সময়, আমার মাত্র তিন সপ্তাহের ছুটিতে। আমাদের আলোচনা কবিতা থেকে রাজনীতি স্পর্শ করে। সমাজ-সভ্যতার অংশ হয়ে যায় সাহিত্যের এই আড্ডাগুলো।

এরই মাঝে একদিন আমাদের কথা হয় দেখতে যাবো মুক্তিযোদ্ধা লেখক-সাহিত্যিক আব্দুল মালিক ফারুককে। ফজলু ভাই কি কারণে শেষ পর্যন্ত এই দিন যেতে পারেন নি। সাংবাদিক-শিক্ষক খালেদ জাফরীকে নিয়ে ফারুক ভাই'র বাড়িতে গিয়ে আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে আসি। ফজলু ভাই আফসোস করেন, উপস্থিত থাকতে পারেন নাই, সেজন্য। ব্রিটেনে ফিরে আসি আমি। ফারুক ভাই'র মৃত্যু সংবাদে বিয়ানীবাজারের অসংখ্য মানুষ কাঁদে। কিন্তু জীবনের অনিবার্যতাকে কেউতো আর রোধ করতে পারে না। এটাই সত্য, কঠিন ।

ফজলু ভাই তাঁর বন্ধু এবং একসময়ের আরেক সহপাঠি গোলাম কিবরিয়ার (সিলেট শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান) কথা প্রায়ই বলতেন। কিবরিয়া ভাই দীর্ঘদিন থেকে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। একসময়ের সুবক্তা কিবরিয়া ভাইরও কথা বলতে কষ্ঠ হয় । বড় একা কাটাচ্ছেন সময় । সিলেটের বাসায় ফজলু ভাই-ই মূলত তাঁকে সঙ্গ দিতেন, দেখতে যেতেন প্রতি সপ্তাহে, যা চলছিলো তিনি শহরে আবাস গড়ার পর থেকেই ।

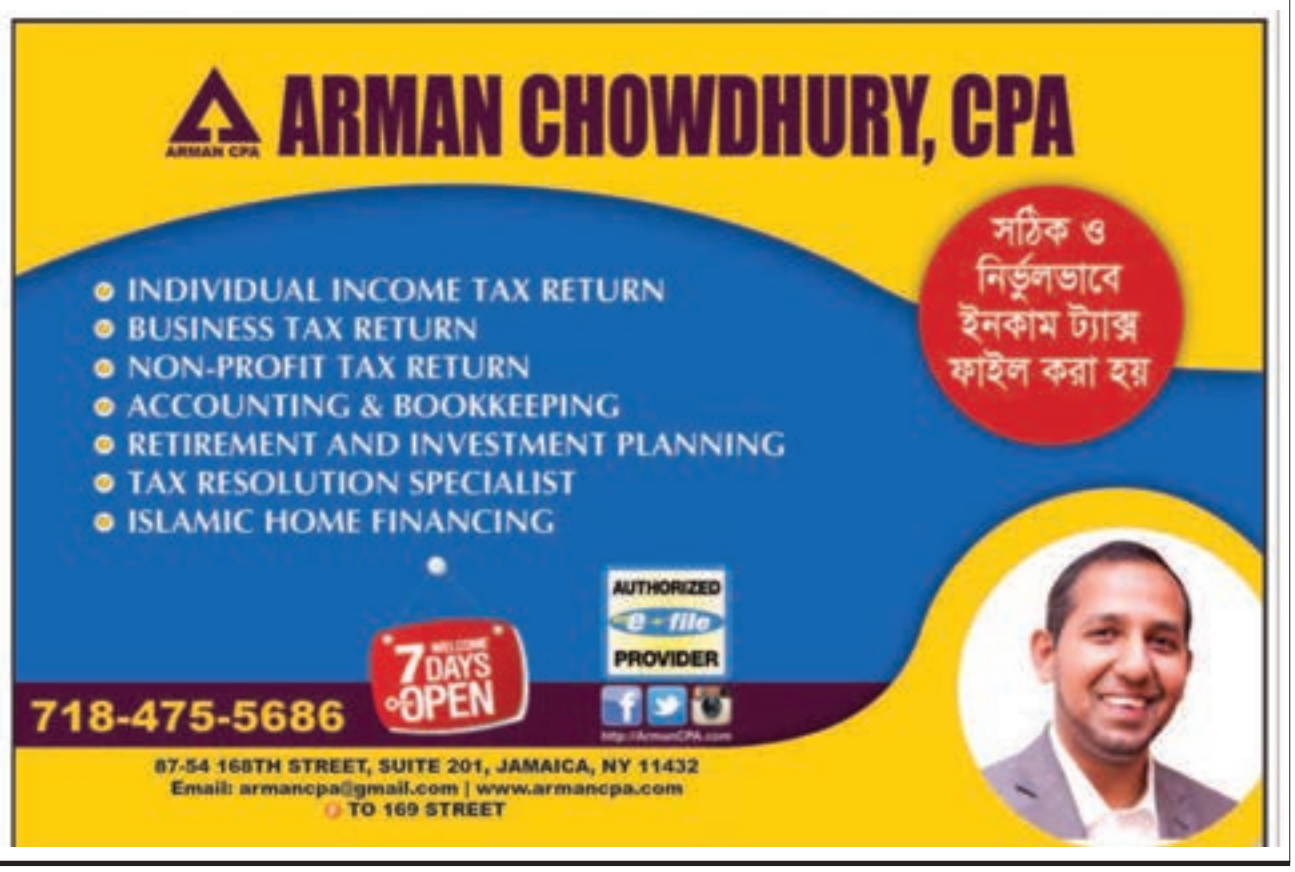
৪) ফজলু ভাইর সাথে আমাদের প্রজন্ম শুধু না, এর পরের প্রজন্মেরও আছে যেন সেই চিরচেনা বন্ধন। কবি হিসেবেতো আছেনই, এমনকি কেউ কেউ তাকে শ্রদ্ধাভরে গুরু বলেই সম্বোধন করে। ভর গলায় ফজলু ভাইর একটা কবিতা আবৃত্তি শোনেছিলাম একদিন, অন্তত ত্রিশ বছর আগে । নির্মলেন্দু গুণের 'মাননীয় সভাপতি। সভাপতি কে? কে সভাপতি? /ক্ষমা করবেন সভাপতি সাহেব,/আপনাকে আমি সভাপতি মানি নঃ'- সেই থেকে আমি তাঁর আবৃত্তিরও মুগ্ধ শ্রোতা । তাঁর আলাপ চারিতায় একটা শৈল্পিক ভাব থাকত, অদ্ভুত হাত নাড়ানো দিয়ে মোহাবিস্ট করতে পারতেন তিনি তাঁর সতীর্থ কিংবা অগ্রজ আর অনুজদের।

তাঁর কবিতা নিয়ে তিনি ছিলেন অসম্ভব রকম আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ । শুধুমাত্র তাঁর কথা-উচ্চারণ-দ্রোহ-তপস্যা কিংবা তাঁর আবেগ আমরা অনেকেই খুব ভাল করেই চিনতাম, আর সেজন্যই তাঁর বিমূর্ত কবিতাগুলোও কেন জানি আমার ধারন করতে খুব একটা বেগ পেতে হত না । আর সেজন্যই ফজলু ভাই'র সাথে তর্ক-দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও তাঁর সান্যিধ্য আমার মত অনেকেই উপভোগ করত। গত ফেব্রুয়ারীর দেশে থাকালিন তাঁর উচ্চারণগুলো টনটন করে বাজছে আমার কানে। সেই শব্দগুলো ভাসছে যেন ইথারে, আমার আশপাশেএই শব্দগুলো আমার মত কয়েকজনের সামনেই হয়ত উচ্চারন করতেন তিনি, আমরা উল্লসিত হতাম ।

ফজলু ভাই'র কণ্ঠ স্থির হয়ে গিয়েছিলো। কথা বলতে পারেন নি কয়েক সপ্তাহ। সেসময় ফোন করেছিলাম, উত্তর আসে ফোন-বার্তায় । তাঁর কাছ থেকে শেষ বার্তাটি পেয়েছিলাম ২৮ জুন অনেক কিছু লিখেছিলেন। শেষ বাক্যটি ছিল 'দুঃখের তপস্যা এ জীবন!'

২১ জুলাই নিউইয়র্কে এসেছি। ২৬ জুলাই ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখি স্তব্ধ বিয়ানীবাজার। সিলেটের সাহিত্যাঙ্গনে শোক। 'দুঃখের তপস্যা' শেষ হয়ে গেছে কবি ফজলুল হকের। এটাই সত্য, কঠিন ।





ফজলুল হক : আমাদের ফজলু ভাই

(২৬ পাতার পর)

ভাইকে নাম দিলেন বোদলেয়ার। ফারুক ভাইকে মধ্যযুগ। আমাকে ডাকতেন রঁদা বলে। আমাদের বন্ধুমহলে এ নামে ডাকলেই সবাই বুঝতে পারতেন কাকে বুঝানো হচ্ছে। সাহিত্য পাঠ ও কবিতা লেখা চর্চা ছাড়াও ফজলু ভাইয়ের আরেকটি গুণ ছিল গান গাওয়া। ফজলু ভাই একসময় খুব ভালো নজরুল গীতি গাইতেন। পরবর্তীকালে নিজের কণ্ঠে গানের চর্চা না করলেও, গান থেকে তিনি কখনোই দূরে থাকেননি। অনন্যসাধারণ একজন গানের শ্রোতা ছিলেন ফজলু ভাই। গানের প্রতি তাঁর এই প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটে গানের কবিতা রচনায়ও। সকলেই জানেন যে, ফজলু ভাই বেতারের একজন তালিকাভুক্ত গীতিকার ছিলেন। গান নিয়ে আমাদের দু'জনের পছন্দের খুব মিল ছিল। বাংলাদেশের আধুনিক গানের খুব ভক্ত আমরা। সুরকার হিসেবে আব্দুল আহাদ, খোন্দকার নূরুল আলম, আলাউদ্দীন আলী, লাকী আখান্দ, শেখ সাদী খান আমাদের পছন্দের। ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান, নজরুল ইসলাম বাবু, মনিরুজ্জামান মনির ফজলু ভাইয়ের পছন্দের গীতিকার। বলা বাহুল্য, আমারও। শামসুর রাহমানের লেখা গানও খুব পছন্দ করতেন ফজলু ভাই। আব্দুল আহাদের সুরে আবু হেনা মোস্তফা কামালের লেখা রুনা লায়লার কণ্ঠে- অনেক বৃষ্টি ঝরে তুমি এলে, যেন একমুঠো রোদ্দুর আমার দুচোখ ভরে, তুমি এলে... গানটি শোনামাত্র আমরা পরস্পরকে ইশারায় বুঝিয়ে দিতাম রুনা লায়লার কণ্ঠে ঝর্নার জলের মতো স্বচ্ছ উচ্ছল প্রবহমানতা। মধ্যমা ও তর্জনীর ফাঁকে গোল্ড লিপ সিগারেটের জ্বলন্ত ছাই ফেলে হাতের আঙুলে শূন্যতায় একটা মুদ্রা এঁকে ফজলু ভাই বলতেন- কুসুমে কুসুমে চরণ চিহ্ন.... এই গানটির কথা উল্লেখ করে বলতেন, শোন, আশাজি কি গাইছেন, আর আমাদের রুনা লায়লা গাইছেন- পান খাইয়া ঠোঁট লাল করিলাম... বলেই আমাদের অট্টহাসির রোল পড়তো। রুনা লায়লা যে অসাধারণ একজন কণ্ঠশিল্পী আমরা তা খুব উচ্ছ্বাস নিয়ে বলতাম। এও আমাদের আপসোস হতো রুনা লায়লার কণ্ঠে যদি আরো বেশী বেশী গান রেকর্ড করা যেত!

৩. গান বলি, কবিতা বলি, গল্প উপন্যাস যাই বলি না কেন, এসব নিয়ে আলাপ-আড্ডার মধ্যমণি ফজলু ভাই। অন্তত 'কতিপয়' আমাদের কাছে। ফজলু ভাই যেমন তীর্যক, তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীল। ফজলু ভাইয়ের তীর্যকতার একটা গল্প বলি। যথারীতি আমরা দু'জন চমচম মিষ্টিঘরে বসে চা খেয়ে আড্ডা দিচ্ছি। এক কলেজ ছাত্র তার লেখা কয়েকটি কবিতা নিয়ে এসেছে ফজলু ভাইকে দেখাতে। ফজলু ভাই কলেজ ছাত্রের কবিতা পড়ে বললেন- শোন, শরীর থেকে একটা চুল ছিঁড়ে মাটিতে পুঁতে জল দিতে দিতে দেখবে সেই চুল গজিয়ে বৃক্ষ হয়েছে। ফুল হয়েছে। এমনকি ফলও ধরেছে, কিন্তু সবাইকে দিয়ে কবিতা হবে না, হয় না। ফজলু ভাই এমনভাবে ছেলেটিকে বললেন যে, আমরা তিনজনেই তীব্র হাসিতে ফেটে পড়লাম। আমরা যতই ফরাসি আর রুশ সাহিত্যের মাস্টারদের বিষয়ে আড্ডায় মেতে উঠিনা কেন, আমাদের সাহিত্যশিল্পীদের কাজ নিয়ে ফজলু ভাই উচ্চতর মত ব্যক্ত করতেন প্রায়ই। হাসান আজিজুল হকের গল্প, শওকত আলীর প্রদোষে প্রাকৃতজনের ভাষা, কায়েস আহমেদের গল্প নিয়ে আমরা বিস্ময় প্রকাশ করতাম। হাসান আজিজুল হকের আত্মজা ও একটি করবী গাছ গল্পের শুরুটা এভাবে- 'এখন নির্দয় শীতকাল, ঠান্ডা নামছে হিম, চাঁদ ফুটে আছে নারকেল গাছের মাথায়। অল্প বাতাসে একটা বড় কলার পাতা একবার বুক দেখায় একবার পিঠ দেখায়।' ব্যস!

এটুকু বলেই ফজলু ভাই টেবিলে সজোরে থাপ্পড় মেরে বলতেন- আন তোদের মোঁপাসা আর চোখভদের। এমন কঠিন দারিদ্র্যের চিত্র, এমন নিটোল প্রকৃতির রূপায়ণ, এতো অল্প কথায় কে আঁকতে পারে! এমনভাবে বলতেন- যেন আমরা সবাই আমাদের দেশের কীর্তিমানদের কাজ অস্বীকার করে তাঁকে চ্যালেঞ্জ করছি। বলার অপেক্ষা রাখে না, আমরা সকলেই ফজলু ভাইয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় সায় দিতাম। চা আসতো আরেক দফা। গোল্ড লিপ জ্বলতো ফজলু ভাইয়ের হাতের আঙুলের ফাঁকে। নরেশ গুহ'র দূরন্ত দুপুর কবিতাগ্রন্থ থেকে প্রায়ই ফজলু একটা কবিতা বলতেন: এক বরষার বৃষ্টিতে যদি মুছে যায় নাম / এতো পথ হেঁটে, এতো জল ঘেঁটে কী তবে হলাম! কবি হেলাল হাফিজ, কবি মোয়াজ্জেম হোসেন, কথাসাহিত্যিক হরিপদ দত্তের সঙ্গে ফজলু ভাইয়ের প্রীতি শ্রদ্ধার সখ্য ছিল নিবিড়। ফজলু ভাই ঢাকা গেলে হেলাল হাফিজ তাঁকে নিয়ে রিক্সায় শহর ঘুরে বেড়াতেন। মোয়াজ্জেম ভাই বিয়ানীবাজার এসে ফজলু ভাইয়ের আতিথ্যগ্রহণ করেছেন। আমরা তাঁর সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি। আশির দশকের প্রথম দিকে ফজলু ভাইয়ের সঙ্গে কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার ও মহসীন বখতের নিবিড় সখ্য গড়ে ওঠে। মহসীন বখত এখন কানাডা প্রবাসী। অটোয়ায় বসবাস করেন। এখনো তিনি সেই উদ্দাম সাহিত্য নিয়ে মেতে থাকার দিনগুলোর কথা স্মরণ করে ফজলু ভাইকে স্মৃতি তর্পণের আলো ফেলে অবধারিতভাবে মেলে ধরেন। কিশওয়ার ভাইও বিয়ানীবাজার এসে ফজলু ভাইয়ের আতিথ্যগ্রহণ করেছেন। আমরা তুমুল আড্ডায় মেতে উঠেছিলাম। ফজলু ভাই, কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার, মহসীন বখত এদের সঙ্গে খুব সখ্য ছিল কবি তমিজ উদদীন লোদী ভাইয়ের। এই চারজন প্রায় সমসাময়িক সময়ে সাহিত্য নিয়ে মেতেছিলেন। এঁদের মধ্যে লোদী ভাইয়ের শুরুটা সামান্য আগে। এঁদের পারস্পরিক শ্রদ্ধা-স্নেহের সম্পর্ক সবসময়ই অটুট ছিল। সহসা কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার মারা যাওয়ায় ফজলু ভাই ভেঙে পড়েছিলেন। লোদী ভাই চলে আসলেন আমেরিকায়, মহসীন বখত কানাডায়। লুৎফর ভাই ঢাকায়। কিবরিয়া ভাই চাকুরির ক্ষেত্র সিলেটে। তাজুল মোহাম্মদ কানাডায়। সারোয়ার ভাই ইংল্যান্ডে। ফারুক জোশিও ইংল্যান্ডে। আমিও ফজলু ভাইকে ছেড়ে আটাশ বছর কানাডায়। মুস্তাফিজ শফি ও আজিজুল পারভেজ ঢাকায়। ফজলু ভাইয়ের কাছে বিয়ানীবাজারে রইলেন শুধু আমাদের প্রিয় ফারুক ভাই ও সাঈদ আমহেদ স্বপন ভাই। গত তিন বছর হলো স্বপন ভাই সহসাই মৃত্যুবরণ করলেন। ফারুক ভাইয়ের শরীরও ভালো ছিল না। দুটি অপারেশনে ফারুক ভাই একেবারে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিলেন। মাত্র দুই মাস আগে তিনিও বিদায় নিলেন এই পৃথিবী থেকে। কিবরিয়া ভাইয়ের শরীরে দুরারোগ্য ক্যান্সার বাসা বেঁধেছে। এই অবস্থায় ফজলু ভাই খুব ভেঙে পড়েছিলেন। কিন্তু মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে ফারুক ভাই আর ফজলু ভাইকে আমাদের মাঝ থেকে হারাবো, এটা ভাবতে পারিনি। আজ বারবার মনে হচ্ছে কলেজ ফাঁকি দিয়ে সেই যে ফজলু ভাইয়ের পাশে বসে থাকতাম-সেই স্মৃতিই এ জীবনে মহামূল্যবান হয়ে থাকবে আজীবন। ফজলু ভাই বেঁচে নেই, ফারুক ভাই বেঁচে নেই, একথা আমার কাছে অমূলক। আমার কাছে তাঁরা বেঁচে থাকবেন আমার শেষ নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্ত। আমরা যে তাঁদেরকে ভালোবাসি, বড় বেশী ভালোবাসি!

ঐতিহ্যের ধারক কবি ফজলুল হকের প্রস্থান

(২৬ পাতার পর)

পরম্পরার ঐতিহ্যের শিল্প সাহিত্য শিক্ষা ও সমাজ সংস্কৃতির জ্ঞানের শিক্ষায় বিচরণ করা এক অনন্য কবিসত্তা কবি ফজলুল হক।

বাউল ভভুলে ফকিরিধারার জীবনযাপনকে মনে করেছেন তাঁর জীবন সাধনা। শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি ছিলো তাঁর স্বভাবে আচরণে মগজে অন্তপ্রাণ। কবি দিলওয়ারের ভাবশিষ্য, জীবনানন্দ দাস- বিনয় মজুমদারের চেতনার আজীবন পরম্পরার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর উত্তরসুরীগণের কাছে পরম্পরার বার্তা পৌঁছে দিতেন। পরম্পরার ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারের ধারক ও বাহক হিসেবে নিজের চিন্তাকে লালন করেছেন। আমাদের বিয়ানীবাজার জনপদের দেড়হাজার বছরের ইতিহাস ঐতিহ্যকে চিত্তেধারণ সাধন করে গেছেন। পরম্পরার ঐতিহ্য সংস্কৃতি লালন ও ধারন করার জন্য প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার নিরলস সাধনার সংগ্রাম করেছেন। তাঁর কাব্য, কবিতায়, লেখনিতে এই মৃত্তিকার জয়গান গেয়েছেন। তাঁর লেখনীর শব্দ শৈলীর বাক্যগাঁথা, রচনা দূরদর্শী চিন্তার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এজন্য জ্ঞানের চশমা দিয়ে কবি ফজলুল হকের লেখাপাঠ করতে হয়।

অবক্ষয়ের মূল্যবোধহীন সমাজে, আমাদেরকে মূল্যবোধের সামাজিক শিক্ষার তাগিদ দিয়েছেন। পরম্পরার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে শেকড় অনুসন্ধানের কথা বলেছেন। সামাজিক রাজনৈতিক দুর্বৃত্তপরায়ন সমাজ, অভাব অনটনের সংগ্রামে পিষ্ট কবি, ক্ষোভে-দুঃখে অভিমানে অনেক আগেই তাঁর আঁতুড়বাড়ির মাটি থেকে, অনেক দূরে সরে, নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ছিলেন। ২৬ জুলাই, মঙ্গলবার, চিরতরে মানব কোলাহল থেকে, চির মমতা ত্যাগ করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। তাঁর এই প্রস্থান বড় বেদনার, বড় কষ্টের, বড়ই দুঃখের। কবি ফজলুল হককে নিয়ে শুধুমাত্র স্মৃতিচারণ বা স্মৃতি তর্পন করে তাঁকে সঠিকভাবে জানা যাবেনা। যদিনা আমরা তাঁর লেখনিপাঠ বা তাঁর জ্ঞান সাধনার সাথে পরিচিত হতে না পারি।

ভারতীয় ন্যায় দর্শনের বিধায়ক পন্ডিত রঘুনাথের জন্মমাটির আঙ্গিনায় শতফুল ফুটুক। পঞ্চখন্ডের সাহিত্য সংস্কৃতি ইতিহাস ঐতিহের ফুল বাগান শূন্য হতে পারেনা। যুগযুগান্তরে আরও কবি ফজলুল হকের জন্ম হোক। এই অঙ্গিনার বাগানের ফুল আমাদের পঞ্চখন্ডের পরম্পরার সৌন্দর্য্য।

পঞ্চখন্ডবাসী মধ্যযুগের কবি মহেশ্বর ন্যায়লঙ্কার তাঁর একটি কবিতায় বলেছিলেন 'এখানে জ্ঞানীরা, পঞ্চখন্ডে জ্ঞানীরা চিরকাল ছিলেন, আছেন, থাকবেন।' এই যে শ্বাস্বত আশাবাদ কবির- এটা আজও বহমান। কবি ফজলুল হকও একই আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছিলেন, সেই প্রাচীনকাল থেকে, আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে থেকেই, সেই ধারাবাহিকতা- এখানে। এই অঞ্চলের যে মাটি, এই মাটির মানুষেরা দেশে বিদেশে, পৃথিবীর যেখানে গেছে, এই মাটির সন্তানেরা সোনা ফলিয়েছেন।

কবি ফজলুল হকের ভাষায়, 'আমরা দেখি, আজকের গ্লোবালাইজেশনের যুগে, পৃথিবীর যে দেশে যে প্রান্তে যেখানে আমাদের সন্তানেরা গেছে- এই জায়গার এই মৃত্তিকার ঐতিহ্য বহন করেছে। সেখানে তাঁরা নেতার আসনে আছে, গুরুর আসনে আছে। সে অনন্যতার আসনে আছে। এই মাটির জেনেটিক্সের অরিজিনালিটি পাঠ করে আমরা মুগ্ধ হই।

'নিজের কথা পৃথিবীও বলেনা' কবি ফজলুল হক নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, 'আমার সারা জীবনে... সারাজীবন ভিখারির মতো কাটিয়ে গেলাম।' 'পঞ্চখন্ডের ইতিহাস সংস্কৃতি সমাজ সাধনার ধারায় জীবন খরচ করে আমি আমার শিল্প কবিতায়, জ্ঞান সাধনায় এইসব জিনিস নিয়ে- সবাইকে নিয়েই তো উদযাপন করে গেলাম।' আমার গুরু কবি দিলওয়ার একবার আমাকে বলে ছিলেন 'তুমি একটা কথা মনে রাখবা, পৃথিবী নিজের কথা বলেনা। আমি নিজের সম্পর্কে কি বলব। আমি তো...। আমিতো জন্ম থেকেই একটা পর্যটনের মধ্যে আছি। আমার'তো...। মনে ছিলো যে...। বিখ্যাত কবি বিনয় মজুমদার, কবি তমিজ উদদীন লোদী গয়রহ; যথাক্রমে কলকাতা ও দেশের কাগজে তাঁরা আমার সম্পর্কে লিখেছে। সেই রকম নির্জনে নিরিবিলি, আমি এখানে থেকে, পঞ্চখন্ডের সন্তান, পঞ্চখন্ডে থেকেই- আমার জ্ঞান সাধনা। আমার সৃজনশীলতা আমার কবিতা এবং পঞ্চখন্ডের সারস্বত সমাজ এদেরকে নিয়েই সারাটি জীবন কাটিয়েছি।

আমাদের পূর্বপুরুষরা মহান ছিলেন। সমকালীন গুরুজন যারা তাঁরাও মহান ছিলেন। এই যে মহত্ত্বের সংস্কৃতি। আমার সহযোগী যারা, উত্তরপ্রজন্মের সাহিত্যিক সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী যারা আছেন। ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা- এই জায়গাটুকু তাঁদেরকে হস্তান্তর করে যাওয়া আমার ঐতিহাসিক দ্বায়িত্ব ছিলো। আজকে আমার জীবন গোধূলিপর্বে। আমি হয়তো বেশি দিন বাঁচবো না। থাকবোনা আর আপনাদের মাঝে। আমাদের যে জ্ঞানের বানী, পঞ্চখন্ডের ইতিহাস পরম্পরা, যে ভাবে চল্লিশ বছর ধরে আমরা সকলে মিলে যৌথভাবে, যৌথতার যে সংস্কৃতি, হিন্দু মুসলমান, দেশ বিদেশে সকলে মিলে এই যে, যতো কিছু উদযাপন করলাম- এটা বৃথা যাবেনা। এটা থাকবে। এটা টিকে থাকবে আমাদের পরম্পরা থেকে পরম্পরায়। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পর্যন্ত।

"বই কোন বর্ডার মানেনা"

৪৭ পাতার পর)

এদিন ছুটির দিন থাকায় বইমেলায় তিল ধরণের জায়গা ছিলনা। আড্ডা, লেখালেখি, ছড়া নিয়ে আয়োজন, স্বরচিত কবিতা পাঠ, নতুন বই, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সাহিত্য : দুই বাংলার অভিমুখ, অনুবাদের ভাষা, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা নাটক 'রাক্ষুসী', বিতর্ক কি এবং কেনো, অভিবাসী লেখকদের গ্রন্থে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, নতুন প্রজন্মের পরিবেশনা প্রভৃতি অনুষ্ঠান ছাড়াও শবনম আবেদীর গান শ্রোতাদের গভীর রাত পর্যন্ত মুগ্ধ করে। এদিন একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন সঙ্গীত শিল্পী শবনম আবেদী। মঞ্চস্থ হয় নিউইয়র্ক ঢাকা ড্রামার প্রযোজনা কাজী নজরুল ইসলামের ছোট গল্প অবলম্বনে নাটক "রাক্ষুসী"। এর নাট্যরূপ ও নির্দেশনায় ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী শিরীন বকুল।

এদিন ঘোষিত হয় মুক্তধারা-জিএফবি সাহিত্য পুরস্কার-২০২২। জ্যামাইকা সেন্টার ফর আর্ট এন্ড লার্নিং মঞ্চে ছুটির দিনে উপচে পড়া দর্শক-শ্রোতাদের উপস্থিতিতে ঘোষিত হয় এই পুরস্কারের কথা। এবছর এই পুরস্কার পেলেন বাংলা ভাষা-সাহিত্যের শক্তিমান গবেষক, লন্ডন প্রবাসী লেখক অধ্যাপক ড. গোলাম মুরশিদ। এই পুরস্কারের অর্থমান ৩০০০ ইউএস ডলার। মেলার মূলমঞ্চে এই পুরষ্কারের কথা ঘোষণা করেন মেলার আহ্বায়ক গোলাম ফারুক ভূঁইয়া ও অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে কবি নির্মলেন্দু গুণকে প্রদাণের মাধ্যমে ঐ বছর প্রথম ফাউন্ডেশন ' মুক্তধারা-জিএফবি সাহিত্য পুরষ্কার' প্রবর্তন করে। এরপর শামসুজ্জামান খান, অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ, দিলারা হাশেম, সেলিনা হোসেন ও সমরেশ মজুমদার এ পুরস্কারে ভূষিত হন। এ বছর পেলেন অধ্যাপক গোলাম মুরশিদ। উল্লেখ্য, ২০০৭ সালে ড. গোলাম মুরশিদ নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা উদ্বোধন করেন। ১৯৪০ সালের ৮ এপ্রিল বরিশালের উজিরপুর উপজেলার ধামুরা গ্রামে ড. গোলাম মুরশিদ জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ করেছেন। তার প্রথম কর্মজীবন ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। এরপর প্রায় দু'দশক তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত তিনি লন্ডনে বিবিসি'র বাংলা বিভাগে কাজ করেছেন। এ ছাড়া ১৯৯১ সাল থেকে লন্ডনে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন।

ড. গোলাম মুরশিদের উল্লেখযোগ্য গবেষণা গ্রন্থের মধ্যে আছে- আশার ছলনে ভুলি, রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া : নারী প্রগতির একশো বছর, বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান, সংকোচের বিহ্বলতা, সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক, রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা, স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি, হাজার বছরের বাঙালী সংস্কৃতি, বিলেতে বাঙালীর ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর : একটি নির্দলীয় ইতিহাস, বিদ্রোহী রণক্লান্ত প্রভৃতি। সাহিত্য গষেণায় বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ১৯৮২ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরষ্কার লাভ করেন। ২০০৭ সালে পান প্রথম আলো বইমেলা পুরষ্কার, ২০১৮ সালে পান 'আইএ-ফআইসি সাহিত্য পুরষ্কার। ২০১৮ সালে পান একুশে পদক।

মেলার চতুর্থ ও শেষ দিন

মেলার চতুর্থ ও শেষ দিন রোববার ছিলো আড্ডা, কবিতালাপ, প্রকাশনায় 'পরিবেশ বনাম অর্থনীতি' বিষয়ক বিতর্ক, স্মৃতি কথা, সাহিত্য ও সুরের মৈত্রী : বানী প্রধান বাংলা গান ও আমার অভিবাসী বাঙালিয়ানা, নতুন বই, কেন লিখি, লেখক পাঠক মুখোমুখি প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনা। এদিন একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন অধ্যাপক ড. নিরুপমা রহমান। এদিন চিত্তরঞ্জন সাহা সেরা প্রকাশনা সংস্থা পুরষ্কার-২০২২ ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন তার জাতিসংঘের সফর উপলক্ষ্যে নিউইয়র্ক আসলে এদিন তিনি বই মেলায় আসেন এবং বিভিন্ন বুক স্টল ঘুরে দেখার পাশাপাশি প্রবাসীদের সাথে কুশল বিনিময় করেন। মেলায় যোগ দেন ওয়াশিংটন ডিসিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম। এদিন বই মেলায় শ্রেষ্ঠ প্রকাশনীর পুরস্কার লাভ করে ঢাকার 'অন্বয় প্রকাশ'। এর স্বত্তাধিকারী মতলবের শিকিরচর গ্রামের সন্তান খ্যাতিমান শিশু সাহিত্যিক এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক উপ-কমিটির সদস্য হুমায়ুন কবীর ঢালী।



নির্বাচনকালীন সরকার : ইসিতে প্রতিধ্বনিত পুনর্বার

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

সংসদীয় রীতি-নীতি মোতাবেক নির্বাচন পরিচালিত হয় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের তত্ত্বাবধানে। সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় এটি একটি প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি। পৃথিবীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অলিখিত শাসনতন্ত্র ব্রিটেনে। ইতিহাস-ঐতিহ্য, নিয়ম-কানুন ও রীতি-নীতি প্রথা ও পদ্ধতিতে শাসিত এই দেশ। জরুরি অবস্থা বা যুদ্ধকালীন অবস্থা ব্যতীত এই রীতি-পদ্ধতির ব্যতিক্রম ঘটেনি। শত শত বছর ধরে অনুসৃত হওয়ার কারণে এটি প্রাতিষ্ঠানিকতা অর্জন করেছে। জাতীয় নির্বাচন যখন ঘনিয়ে আসে, তখন এ নিয়ে বিতর্ক হয় না যে, কার অধীনে কিভাবে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক ধারায় শাসিত হওয়ার ফলে ব্রিটেনের অনুকরণ, অনুসরণ ও অনুশীলন করে আসছে। পাকিস্তানের আধা ঔপনিবেশিক আমলে সংসদীয় পদ্ধতি পুরোপুরি অনুসৃত না হলেও জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন ওই রীতি-পদ্ধতির প্রতি ছিল।

পাকিস্তানের সর্বশেষ ও একমাত্র জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালে। দীর্ঘ ২৩ বছরে গণতন্ত্রের অনুশীলন না হওয়ার ফলে মানুষের বিশেষত পূর্বাংশে ক্ষোভ, ক্রোধ ও অসন্তোষ প্রশমিত হয়নি। বাংলাদেশের অভ্যুদয় গণতন্ত্রকে অস্বীকার করার অনিবার্য ফল। বাংলাদেশের মানুষের জন্য দুর্ভাগ্যের কথা, যারা ঔপনিবেশিক আমলে গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন সংগ্রাম এমনকি প্রাণপাত করেছেন তাদের হাতেই গণতন্ত্রের পতন অবধারিত হয়ে উঠে। চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে গণতন্ত্রের কবর রচিত হয়। সর্বাত্মকবাদের পরিণতি হিসেবে সামরিক শাসনে শাসিত হয় বাংলাদেশ।

১৯৯০ সালে নাগরিক আন্দোলনের ফলে অবশেষে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তিত হলেও সত্যিকার গণতান্ত্রিক সমাজ অধরাই থেকে যায়। আবারো দুর্ভাগ্যের বিষয় হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলোর অসংসদীয়, অগণতান্ত্রিক ও অনিয়মতান্ত্রিক কার্যকলাপের উল্লেখ করতে হয়। ব্রিটেনসহ অন্যত্র সংসদীয় রাজনীতিতে যে প্রথা-পদ্ধতি পবিত্রজ্ঞানে অনুসৃত হয়েছে, এখানে ঘটেছে তার উল্টোটি। যারা লঙ্কা গেছে তারাই হনুমান হয়েছে- অর্থাৎ সরকারি দল সরকারের মতো আচরণ করেছে, গণতন্ত্রের মতো নয়। যে নির্বাচনব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে আস্থা, বিশ্বাস ও সমঝোতা- তা বারবার লঙ্ঘিত হয়েছে। সন্দেহ-অবিশ্বাসের কালো মেঘ রাজনৈতিক পরিমন্ডলকে করেছে আচ্ছন্ন। নির্বাচনে কারসাজি যেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে।

বিগত ৫০ বছরের ইতিহাস যদি পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব- রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যাকে আমরা রাজনৈতিক উন্নয়ন বা রাজনীতির উন্নতি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি বলে থাকি, তা ঘটেনি। বরং রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রওনক জাহানের ভাষায়, 'ওয়ানস অ্যাগেইন এট দ্য স্টার্টিং পয়েন্টে' ঘুরপাক খেয়েছে রাজনীতি। গ্রামের লোকেরা বলে, 'আল্লাহ আল্লাহ বলো ভাই ফিরে আসলাম গোড়ায়'। বিগত ৫০ বছরে রাজনীতি ভালো-মন্দ মিলিয়ে যেখানে ছিল সেখানেই যেন ফিরে এলো। কাকতালীয় হলেও বিষয়টি আমাদের উপলব্ধিকে আরেকবার শানিত করবে। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের দখলে ছিল ২৯৩ আসন। ২০১৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও তার মিত্রদের আসনসংখ্যা ২৫৯+ জাতীয় পার্টি ২০+ ওয়ার্কার্স পার্টি ০২+ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ০৩+ বিকল্প ধারা ০২+ জাতীয় পার্টি মঞ্জু ০১+ তরিকত ফেডারেশন ০১ = ২৮৮টি। প্রধান বিরোধী দল বিএনপি মাত্র পাঁচটি আসন লাভ করে। অর্থাৎ, ১৯৭৩ সালে যে অবস্থান ছিল ক্ষমতাসীন দলে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ২০১৮ সালে।

নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার কথা যদি বলেন, তাহলেও মুখ ফেরাতে হবে। ১৯৭৩ সালে ক্ষমতাসীন দলের ক্রমহ্রসমান জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও গোটা দেশে তাদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। তারপরও নগণ্যসংখ্যক বিরোধীদলীয় প্রার্থীর জয়লাভ তাদের সহ্য হয়নি। মেজর (অব:) হাফিজের বাবাকে নির্বাচনের দিন হাইজ্যাক করা হয়। আশঙ্কা ছিল সেখানে শীর্ষ নেতৃত্বের পরাজয়ের। বরিশালে মেজর জলিলের নিশ্চিত জেতাকে পরাজয় বানিয়ে দেয়া হয়। সেখানে হরনাথ বাইনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। খন্দকার মোশতাককে বিজয়ী করার জন্য হেলিকপ্টারে ব্যালট বাক্স ঢাকায় আনা হয়। সেদিনের গল্পের চেয়েও আজকালকার গল্প আলিফ লায়লাকেও হার মানায়। সেদিনের বিষয়টা ছিল ব্যক্তিক ও স্থানীয়। কিন্তু আজকের বিষয়টি জাতীয় ও সামগ্রিক। আমরা সবাই জানি, সেদিন যেমন এটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল স্বল্পাকারে এখন এটিও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সামগ্রিকভাবে। সেদিন হয়তো লজ্জা শরম কিছুটা ছিল। রাখঢাক কিছুটা ছিল। কিন্তু এখন এটি ওপেন সিক্রেট।

আপনাদের হয়তো মনে থাকবে, প্রয়াত উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবেশে কৃতিত্বের সাথে বর্তমান নির্বাচনী 'ব্যবস্থাপনার' জন্য গৌরব দাবি করেছিলেন। গত ৩১ জুলাই জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'রাতে কিন্তু কাজটা হয়, আমরাই করিয়েছি'। আরেকটি বড় পার্থক্য হলো- সেদিন শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্বের সরাসরি নির্দেশ বা প্রতিশ্রুতির কথা আমরা জানি না। কিন্তু এবারে অর্থাৎ গত দু'টি নির্বাচনে আমরা সর্বোচ্চ নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতির কথা শুনেছি। ২০১৪ সালের বোগাস নির্বাচনের পর তিনি আন্তর্জাতিক চাপের মুখে স্বীকার করেছিলেন- আরেকটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন শিগগিরই অনুষ্ঠিত হবে। বাইরের লোকেরা যেমন তা বিশ্বাস করেছিল, ভেতরের লোকেরাও আশ্বস্ত হয়েছিল। সেই নির্বাচনের দাবিতে ২০১৫ সালে যে আন্দোলন হয়েছিল তাকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে নির্মমভাবে দমন করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল- বিরোধীরা আগুন আর মানুষ পোড়ানোর আন্দোলন করে। অথচ ধরা পড়েছিল তাদের লোকেরাই, আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য তারা সেই কাজটি করেছিল। একেই বলে ম্যাকিয়াভেলি বা চাণক্যের রাজনীতি- যেখানে শাসক হবে শেয়ালের মতো ধূর্ত ও সিংহের মতো সাহসী।

২০২৩ সালের নির্বাচন নিয়ে উত্তাপ-উত্তেজনা চলছে। আমাদের নির্বাচন কমিশন সংলাপের আয়োজন করেছে। এই রুটিন কাজটি এর আগের দু'টি কমিশন একই ধারায় করেছিল। ভাবখানা এই, তারা রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে একমত হয়ে কিছু না কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করবেন। কিন্তু ওই দু'টি সংলাপে কোনো পরিবর্তন আসেনি। বরং নির্বাচন কমিশন সংলাপের মাধ্যমে বৈধতার সূত্র অন্বেষণ করেছে। এবারের হাবিবুল আউয়াল কমিশন একই ধারায় সংলাপের আয়োজন করেছে। দেশের ৩৯টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মধ্যে ২৮টি সংলাপে অংশগ্রহণ করে। সব রাজনৈতিক দলের বক্তব্যের যদি একটি সারাংশ বা মর্মার্থ তৈরি করা হয় তাহলে দেখা যাবে- সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দল যে বিষয়টির ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করেছে, তা হলো নির্বাচনকালীন সরকার।

> ***১৯৯০ সালে নাগরিক আন্দোলনের ফলে অবশেষে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তিত হলেও সত্যিকার গণতান্ত্রিক সমাজ অধরাই থেকে যায়। আবারো দুর্ভাগ্যের বিষয় হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলোর অসংসদীয়, অগণতান্ত্রিক ও অনিয়মতান্ত্রিক কার্যকলাপের উল্লেখ করতে হয়। ব্রিটেনসহ অন্যত্র সংসদীয় রাজনীতিতে যে প্রথা-পদ্ধতি পবিত্রজ্ঞানে অনুসৃত হয়েছে, এখানে ঘটেছে তার উল্টোটি। যারা লঙ্কা গেছে তারাই হনুমান হয়েছে- অর্থাৎ সরকারি দল সরকারের মতো আচরণ করেছে, গণতন্ত্রের মতো নয়। যে নির্বাচনব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে আস্থা, বিশ্বাস ও সমঝোতা- তা বারবার লঙ্ঘিত হয়েছে। সন্দেহ-অবিশ্বাসের কালো মেঘ রাজনৈতিক পরিমন্ডলকে করেছে আচ্ছন্ন। নির্বাচনে কারসাজি যেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে।***

প্রধান বিরোধী দল বিএনপিসহ ৯টি রাজনৈতিক দল সংলাপে অংশগ্রহণ করেনি। গত ১৭ জুলাই শুরু হওয়া ওই সংলাপ শুধু গণমাধ্যমে প্রচারণার মাত্রা বৃদ্ধি করেছে। কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে বা ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। অংশগ্রহণকারী ২৮টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে কমপক্ষে ১৮টি দল নির্বাচনকালীন সরকারের প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেছে। এর মধ্যে চারটি দল বিলুপ্ত হওয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন চেয়েছে। তারা অবশ্য নির্বাচনকালীন যেকোনো ভিন্নতর ব্যবস্থাপনার কথা বলেছে। এদের মধ্যে ১৩টি রাজনৈতিক দল স্বরাষ্ট্র ও লোকপ্রশাসন মন্ত্রণালয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে ন্যস্ত করার প্রস্তাব করেছে। শাসকদলের শরিক দল রাশেদ খান মেননের ওয়ার্কার্স পার্টি, দিলীপ বড়ুয়ার বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল ও মুজিবুল হক মাজভান্ডারীর তরিকত ফেডারেশন নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তনের প্রস্তাব করেছে। চলমান রাজনীতিতে এটি ব্যতিক্রমধর্মী বটে। এরা তিনটি মন্ত্রণালয়- স্বরাষ্ট্র, লোকপ্রশাসন ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে ন্যস্ত করার সুপারিশ করেছে। চারটি রাজনৈতিক দল নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করতে বলেছে। এসব প্রস্তাবনার বাইরে আরো যে বিষয়গুলো আলোচনায় এসেছে, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য- নির্বাচনের আগে জাতীয় সংসদের অবলুপ্তি। নির্বাচনকালীন সময়ে মন্ত্রিপরিষদকে অকার্যকর বা স্থগিত রাখার কথাও এসেছে। প্রস্তাবের মধ্যে আরো রয়েছে- জেলা প্রশাসকদের রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ না করা। আরো একটি বড় বিষয় প্রায় সব রাজনৈতিক দল উপস্থাপন করেছে, তা হলো- নির্বাচনে ইভিএম মেশিন ব্যবহার না করা। তবে জিএম কাদেরের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি এবার সরাসরি ইভিএমের বিরোধিতা করেছে।

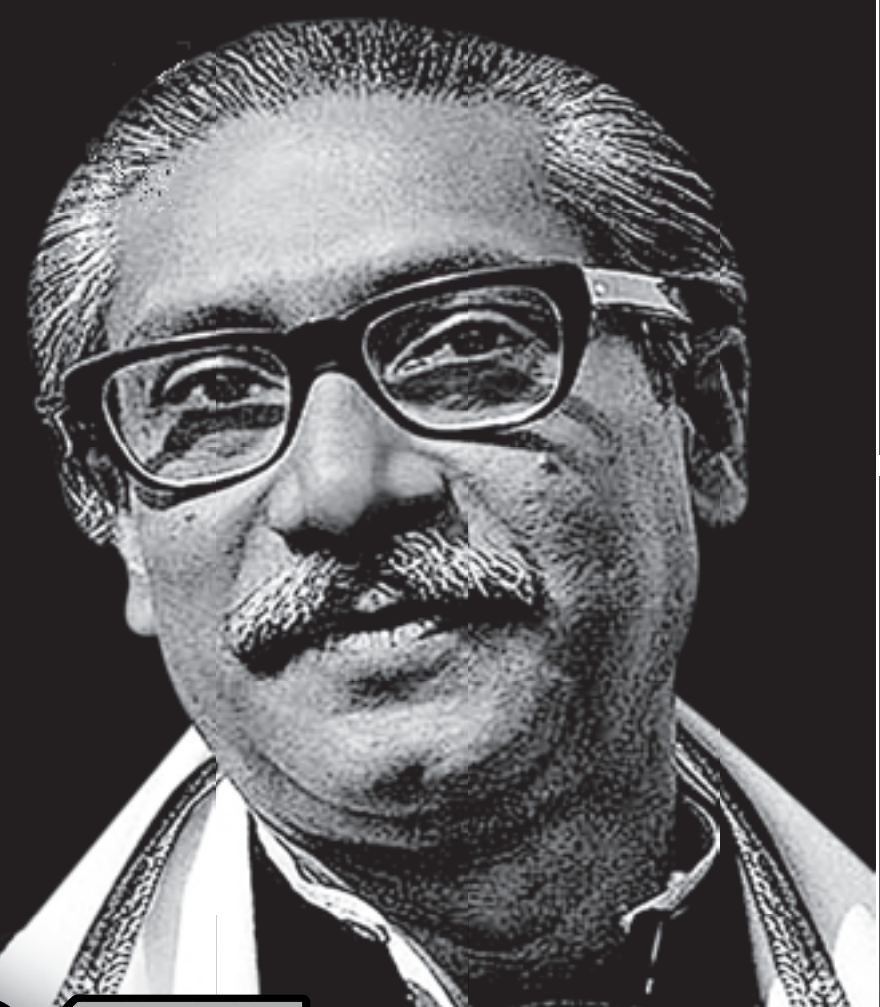
দলটির মহাসচিব মুজিবুল হক বলেন, 'ইভিএমে আমাদের আস্থা নেই। ব্যক্তিগতভাবে আমারও এতে কোনো আস্থা নেই। মানুষ মনে করে- ইভিএমে ভোট পাল্টে দেয়া হলে কিছু করার নেই। কারণ, ফুল রিচেক করা যায় না।' তিনি আরো বলেন, 'ইভিএম সম্পর্কে ইসির বিশেষজ্ঞদের কথাও জাতীয় পার্টির নেতাদের মাথায় ঢুকেনি। জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস ছাড়া এভিএম ব্যবহার করা যৌক্তিক হবে না।' উল্লেখ্য, সংলাপে বেশির ভাগ রাজনৈতিক দল এর বিরোধিতা করেছে। এ কথা স্বীকার করেছেন নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল। তিনি বলেন, ইভিএম নিয়ে সংশয় থাকবেই। ইভিএম নিয়ে মতৈক্য না থাকায় এ বিষয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সহযোগিতাও চেয়েছেন তিনি। তার মানে হতে পারে এই- প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইভিএম ব্যবহারে রাজনৈতিক দলগুলোর একমত হওয়ার ওপর এর সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে মনে করছেন।

অপর দিকে, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল প্রথমত, নির্বাচনকালীন সরকারের ধারণা অগ্রাহ্য করেছে। তারা বলেছে, সংবিধান মতেই নির্বাচন হবে। নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে 'পাস্ট অ্যান্ড ক্লোজড চ্যাপ্টার' অর্থাৎ অতীত ও সমাপ্ত অধ্যায় হিসেবে উল্লেখ করেছে আওয়ামী লীগ। বিগত ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তথাকথিত সংসদীয় সরকার অনুসরণের নামে মন্ত্রিসভা ছোট করে আনে। তারা ভদ্রতা করে এ কথাও বলে যে, এ সময়ে তারা কোনো নীতিগত সিদ্ধান্ত নেবেন না। তবে কথা ও কাজের মধ্যে মিল থাকেনি। প্রায় সব রাজনৈতিক দল যখন ইভিএমের বিরোধিতা করছে, তখন সরকারি দল শক্তভাবে ইভিএম ব্যবহারে একরকম জেদ ধরেছে। বেশ কয়েক মাস আগে প্রধানমন্ত্রী ইভিএমে নির্বাচন হওয়ার আগাম ঘোষণা দিয়েছিলেন। তখন নির্বাচন কমিশনার হাবিবুল আউয়াল মৃদু সাহস করে বলেছিলেন, বিষয়টি তার এখতিয়ারভুক্ত নয়। যা হোক, সমাপ্ত সংলাপ অবশেষে এ কথা বলা যায়- নির্বাচনকালীন সরকারের বিষয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একরকম মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্মরণ করা যেতে পারে, এটি ছিল ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন আন্দোলনের ফসল। এতে জাতীয় ঐকমত্য পরিলক্ষিত হয়। তখনকার বিএনপি সরকার আন্দোলনের ব্যাপকতা ও বিষয়টির ইতিবাচক দিক বিবেচনা করে সংবিধানে ১৩তম সংশোধনীর মাধ্যমে এটি সংযোজন করে। বাংলাদেশে যে সব বিষয়ে জনগণের আগ্রহ ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা গেছে, এর মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা একটি বিরাট মাইলফলক। এতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে যে সন্দেহ-অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল তার একটি সংবিধানসম্মত সমাধান মেলে। কিন্তু যে আওয়ামী লীগ এর প্রবর্তন করে তারাই তাদের ক্ষমতার স্বার্থে এটি বাতিল করে। যখন তারা বুঝতে পারে, অন্তত জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই তাদের নেই, তখন তারা স্ববিরোধিতা ঘটিয়ে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থার অবসান ঘটায়। ২০১০ সালে সংবিধান সংশোধনের জন্য যে কমিটি গঠিত হয়, তাদের ১৩টি অধিবেশনের কোনোটিতেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলোপের কথা বলা হয়নি। যে ৯ জন বিজ্ঞ ব্যক্তি বা অ্যামিকাস কিউরির অভিমত গ্রহণ করা হয়, তাদের প্রায় সবাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে মত দেন। যে রায়ের অজুহাত দেখিয়ে এ ব্যবস্থাটি বাতিল করা হয়, সেখানেও অন্তত আরো দু'বারের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার বহাল রাখার জন্য মতামত আসে। কিন্তু সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিতন্ত্রের কাছে। গণমাধ্যম তথা সংবাদপত্রে প্রদত্ত জনমত ও নির্বাচন কমিশনে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের মতামত নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক ধরনের সরকারের পক্ষে। ডা: জাফরুল্লাহ যে জাতীয় সরকারের কথা বলেছেন, তা মূলত নির্বাচনকালীন সরকারের স্পিরিট থেকেই। তিনি জাতীয় সংস্কারের জন্য জাতীয় সরকারের মেয়াদ বৃদ্ধি চেয়েছেন- এটুকু যা পার্থক্য। যে নামেই ডাকা হোক- তত্ত্বাবধায়ক সরকার, জাতীয় সরকার বা নির্বাচনকালীন সরকার- তা আজ জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়েছে। আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সঙ্কটের সমাধান কামনা করেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা। একটি নির্বাচন যদি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে তা জাতির মৌলিক সঙ্কট এবং সমস্যাকে দূরীভূত করবে। সবাই আশা করেন- সরকারের শুভ বুদ্ধির উদয় হোক। নির্বাচনকালীন সরকারের জন্য জনগণের প্রত্যাশিত আন্দোলনের আগেই সরকারের উচিত বিষয়টির যৌক্তিকতা, বাস্তবতা ও প্রায়োগিকতা মেনে নেয়া। 'শুভস্য শীঘ্রম'।

লেখক: অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়



১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস



১৫ আগষ্ট ২০২২, সোমবার

বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম মৃত্যুবার্ষিকীতে
তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায়

দোয়া মাহফিল তবারক বিতরন

স্থানঃ ৩৭-২২, ৭৩ স্ট্রীট (নবান্ন রেস্টুরেন্টের সামনে), সময়ঃ দুপুর ৪.০০টা থেকে রাত১০.০০টা

সভাপতি	আহ্বায়ক	সদস্য সচিব	সাধারণ সম্পাদক
সাকিল মিয়া	মীর নিজামুল হক	সোহেল গাজী	মোঃ আলম নমি

যুগ্ম আহ্বায়কঃ মোঃ এ আজাদ, আব্দুল হামিদ, যুগ্ম সদস্য সচিবঃ মোঃ মাহবুব রহমান, হাজী এনাম

তত্বাবধায়নেঃ শাহ জে চৌধুরী প্রধান সমন্বয়কারীঃ মইনুল ইসলাম প্রধান পৃষ্ঠপোষকঃ আসিফ বারী টুটুল

চেয়ারম্যানঃ মামুন মিয়াজী চেয়ারপার্সনঃ বিপ্লব সাহা কো-চেয়ারপার্সনঃ সাখাওয়াত বিশ্বাস

পৃষ্ঠপোষকঃ তারেক হাসান খান, ফাহাদ সোলাইমান, জেড আর চৌধুরী (লিটু), নুরুল আজিম, আহসান হাবিব

সার্বিক সহযোগিতায়ঃ মোঃ মানিক বাবু, শেখ নোমান পলাশ, আসাদুল ইসলাম আসাদ, মোঃ হাসনাত হাসান। মিয়া মোঃ দুলাল, শাহীন চৌধুরী, আফতাব জনি, আকরাম হোসেন বিপ্লব, নিহার সিদ্দিকী, আলমগীর খান আলম,মোঃ সায়েম উল্লাহ, মুক্তা মিয়া,গোপাল সান্যাল, ওয়াসীম, নান্টু মিয়া, আব্দুল মালেক, গনেশ কীর্তনীয়া, মোঃ রাদবি, শাহরিয়ার হোসেন, শোভন, কবির চৌধুরী জসী, কামরুজ্জামান বকুল এবং মতিন।

উপদেষ্টা পরিষদঃ হারুন ভূঁইয়া, এম এ আজিজ, জয়নাল আবেদিন, রাশেদ আহমেদ, ইশতিয়াক রুমী, সিরাজুল হক কামাল, মহসিন ননী, কামরুজ্জামান কামরুল, প্রদিপ সাহা, কাজী শাম-সুদ্দোহা, মনসুর চৌধুরী, পিয়ার আহমেদ, মোল্লা মাসুদ, রফিকুল আহমেদ, ফাহাদ সোলায়মান, ইকত্তারুজ্জামান রতন, মোঃ কবির রতন, বিদ্যুৎ দাস, জে মোল্লা সানি, এলিন রহমান, দেবাশীষ দাস বব, শফিউদ্দিন মিয়া, শাহাদাৎ হোসেন, মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান এবং নূরুল আমিন বাবু।

সহযোগিতায়ঃ মঈনুল ইসলাম, শাহ জে চৌধুরী, বারী হোম কেয়ার, আশরাফুল আলম খোকন, হাজী এনাম, ডেরা রেষ্টুরেন্ট, ফাহাদ সোলায়মান, নুরুল আমিন বাবু, এ্যাটর্নী মঈন চৌধুরী, মেজবাহ আবেদীন, শেখর কৃষ্ণা, ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন, শাহ নেওয়াজ, সি কে (অভি) , মনসুর চৌধুরী (হাটবাজার), প্রিমিয়াম সুইটস, মামা'স রেষ্টুরেন্ট, ফরহাদ রেজা, হাসান জিলানী, সান্টু ভাই, লাবনিয়া, মোহাম্মদ আলী, মোঃ কে. ভূইয়া, গোলাম হাসান, রফিকুল ইসলাম, আক্তার ভূঁইয়া, আক্তারুর রহমান মামুন, রনি, মোঃ কামরুজ্জামান, আহসান হাবীব, মোঃ জাহিদ মিয়া, মোঃ নাজের উদ্দিন, সাঈদ খান, রাজু আহমেদ, মফিজুর রহমান, জেবিবিএ এবং ডা. তৌহিদ শিবলী,

আয়োজনেঃ

জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপ্লু ভাদাড়
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC

Board certified in Internal Medicine

87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn





Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

ভারতের কাছে হেরে রানার্স আপ বাংলাদেশ

(শেষের পাতার পর

প্রথমার্ধেই টানে সমতা। দ্বিতীয়ার্ধে উদ্যমী বাংলাদেশ এগিয়েও যায়। নব্বই মিনিটের পর অতিরিক্ত ত্রিশ মিনিটে পেরে ওঠেনি বাংলাদেশ।

ভুবনেশ্বরের কালিঙ্গা স্টেডিয়ামে শুক্রবার সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারতের কাছে ৫-২ ব্যবধানে হেরেছে বাংলাদেশ। এর আগে ২০১৯ সালে অনূর্ধ্ব-১৮ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারতের কাছে হেরেছিল বাংলাদেশের যুবারা। ভুবনেশ্বরে এবার সেই হারের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল বাংলাদেশ। সে পথে এগিয়েও যায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বাগতিকদের আর আটকাতে পারেনি।

দ্বিতীয় মিনিটেই পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ। স্পট কিক থেকে ভারতকে এগিয়ে নেন গুরকিরাত সিং। হিমাংশুর দূরপাল্লার শট আসিফ ঠেকালেও গাভসে আটকাতে পারেনি। বক্সের ভেতর থাকা বলের দিকে ছুটে আসেন গুরকিরাত। বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে ভারতীয় ফরোয়ার্ডকে ফাউল করে বসেন আসিফ। সঙ্গে সঙ্গে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। গোল হজম করেও দমিয়ে যায়নি বাংলাদেশ। আক্রমণাত্মক খেলে ভারতকে চেপে ধরে। ২৬ মিনিটে ভাল সুযোগ তৈরি করে। ডান প্রান্ত থেকে রফিকুলের নিচু ক্রস বক্সে পিয়াস আহমেদ নোভার পায়ে যাওয়ার আগেই স্লাইডিং শটে আক্রমণ ঠেকান ভারতীয় অধিনায়ক হ্যালেন।

রক্ষণ সামলে প্রতি আক্রমণে গিয়ে বাংলাদেশের রক্ষণে হানা দেয় ভারত। বেশ কয়েকবার সুযোগ তৈরি করলেও তানভীর-ইমরানদের পরাস্ত করতে পারেনি। ৩৪ মিনিটে অল্পের জন্য রক্ষা পায় বাংলাদেশ। মাঝ মাঠ থেকে সতীর্থের থ্রু পাস বাংলাদেশের দুই ডিফেন্ডার আটকাতে না পারলে বল পেয়ে যান গুরকিরাত। সামনে ছিল শুধুই গোলকিপার, বক্সের কোনাকুনি থেকে দূরের পোস্টে জালে জড়াতে চাইলেও পোস্ট ঘেঁষে বাইরে চলে যায় বল।

আক্রমণের ধারা ধরে রেখে বিরতিতে যাওয়ার আগেই সমতায় ফেরে বাংলাদেশ। ৪৫ মিনিটে রফিকুলের কাটব্যাকে বক্সের ভেতর থেকে ডান পায়ের গতির শটে জাল খুঁজে নেন রাজন হাওলাদার। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুটা দারুণ করে বাংলাদেশ। ভারতের রক্ষণে প্রবল চাপ দিয়ে এগিয়ে যায় পল স্মলির দল। ৪৮ মিনিটে নিজেদের অর্ধ থেকে ইমরানের লম্বা বল গিয়ে পড়ে ভারতের বক্সে,স্বাগতিকদের এক ডিফেন্ডার ক্লিয়ার করার চেষ্টা করলে পিয়াসের মাথায় লেগে চলে যায় শাহীনের পায়ে। দেখে-শুনে বাম পায়ের গতির শটে লক্ষ্যভেদ করেন ডিফেন্ডার শাহীন মিয়া।

অবশ্য লিড বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি বাংলাদেশ। ৬০ মিনিটে সমতায় ফেরে ভারত। ডি বক্সের মুখ থেকে গুরকিরাত সিংয়ের বুলেট গতির শট জালে জড়ায়। ঝাঁপিয়েও বলের নাগাল পাননি গোলকিপার আসিফ। ৬৭ মিনিটে গোললাইন ক্লিয়ারেন্সে করেন ডিফেন্ডার অনন্ত। হিমাংশুর শট গোলকিপার আসিফের হাতে লেগে গড়িয়ে গড়িয়ে পোস্টের দিকে যাচ্ছিল ঠিক তখনি ক্লিয়ার করেন অনন্ত। শেষ মিনিটে অবিশ্বাস্য সেভে বাংলাদেশকে বাঁচান গোলকিপার আসিফ। বিভিনের ক্রসে ব্রিজেশ গিরির ব্যাক হিল শট দারুণ ভাবে আটকে দেন তিনি। নির্ধারিত নব্বই মিনিট ২-২ সমতায় শেষ হলে ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত ত্রিশ মিনিটে।

অতিরিক্ত সময়ের শুরুতেই বাজিমাত ভারতের। হিমাংশুর গোলে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা। পরের মিনিটেই হ্যাটট্রিক পূরণ করে ব্যবধান ৪-২ করে ফেলেন গুরকিরাত সিং। এরপর আরও বিধ্বংসী ভারত। ৯৯ মিনিটে বক্সের প্রায় ৩৫ গজ দূর থেকে ডান পায়ের শটে চোখ ধাঁধানো গোল করেন গুরকিরাত। এই ম্যাচে চার গোলসহ টুর্নামেন্টে মোট আট গোল ভারতীয় এই ফরোয়ার্ডের। বাকি সময়ে আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি বাংলাদেশ।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাহকাতে মোডাসন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com



শেখ হাসিনা সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্ক আসছেন

(শেষের পাতার পর

)প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগদান ছাড়াও ওয়াশিংটন ডিসি ও ভার্জিনিয়া সফর করবেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। উল্লেখ্য, এবারের ইউএনজিএ শুরু হচ্ছে আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার। অধিবেশনের প্রথম দিন থেকেই শুরু হওয়া হাই লেবেল জেনারেল ডিবেট চলবে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। অধিবেশন চলবে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। খবর ইউএনএ'র।

এদিকে সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের একটি প্রতিনিধি দল সোমবার (১ আগষ্ট) ঢাকায় গণ ভবনে প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা এমপি'র সাথে সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেছেন। এসময় প্রধানমন্ত্রী দলের খোঁজখবর নেন এবং যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর যোগদান, তাঁকে গণ সম্বর্ধনা প্রদান বিষয়ে আলোচনা হয় বলে জানা গেছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক বিষয়ে কোন আলোচনা হয়নি বলে সংশ্লিষ্টরা জানান।

জানা গেছে, দীর্ঘ প্রায় ৪ বছর পর যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমানের নেতৃত্বে ৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল সোমবার দুপুর ১২টায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে গণভবনে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন ড. সিদ্দিকুর রহমান, আব্দুস সামাদ আজাদ, নিজাম চৌধুরী ও মাহমুদুন নবী বাকি।

ঢাকা থেকে সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ প্রেরীত যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে: 'আজ জাতীয় শোকের মাসে পহেলা আগষ্ট গণভবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সাথে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দলের সফল সাক্ষাৎকার হয়েছে। আলোচনা খুবই আন্তরিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার মুল বিষয় ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদে অংশগ্রহণের সময় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রবাসী নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে না সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি হবে কিনা এখনও ঠিক হয়নি। আমাদেরকে নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজনের নির্দেশনা দিয়েছেন। এবার ওয়াশিংটনেও দ্বিতীয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হতে পারে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ এক লিখিত প্রস্তাব বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়। সানন্দে বিবেচনা করবেন বলে জানিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নতুন কমিটির বিষয় নিয়ে দলীয় প্রধান কোন আলোচনা বা নির্দেশনা দেন নাই। ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক পদ নিয়ে আলোচনা হয়েছে কোন সিদ্ধান্ত দেন নাই পরে জানাবেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মাদারীপুর ৩ আসনের সংসদ সদস্য ড. আব্দুস সোবহান গোলাপ, এমপি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন।'

যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের নেতৃবৃন্দের বঙ্গবন্ধু'র মাজার জিয়ারত

বার্তা সংস্থা ইউএনএ জানায়, এদিকে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজার জিয়ারত করেছেন। সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল মঙ্গলবার (২ আগষ্ট) দুপুরে বঙ্গবন্ধুর মাজার জিয়ারত করেন। খবর ইউএনএ'র।

ঢাকা থেকে ড. সিদ্দিকুর রহমান ইউএনএ প্রতিনিধি-কে জানান, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ, ফাতেহা পাঠ এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু সহ নিহত পরিবারের সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া মোনাজাত করেন। মুনাজাত পরিচালনা করেন মওলানা নোয়াব আলী। দোয়া মোনাজাত শেষে তারা বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে রক্ষিত পরিদর্শন বইয়ে মন্তব্য লিখে স্বাক্ষর করেন। এর আগে তারা বঙ্গবন্ধু ভবনটি ঘুরে ঘুরে দেখেন।

এসময় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দলে আরো যারা ছিলেন তারা হলেন- যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিজাম চৌধুরী, ওয়াশিংটন ডিসি আওয়ামী লীগের সভাপতি মাহমুদুন নবী বাকি ও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের প্রথম কার্যকরী সদস্য শাহানারা রহমান। এছাড়াও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দর সাথে সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন হিরো আলম

(শেষের পাতার পর)

বিবিসি বাংলা বিভাগে হিরো আলমের একটি সংবাদ প্রকাশ করা হয়, ভিডিও আকারে ওই সংবাদ মাধ্যমে আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলম বাংলাদেশের পুলিশ তাঁকে ভোর ৬ টায় উঠিয়ে নিয়ে যায়। গণমাধ্যমে হিরো আলম বলেন, গত ২৭ জুলাই পুলিশ সকাল ৬টায় আমাকে তুলে নিয়ে সেখানে আট ঘণ্টা আটকে রাখে। তারা আমাকে জিজ্ঞেস করে আমি কেন রবীন্দ্র ও নজরুলের গান গাই।

জিজ্ঞাসাবাদের সময় পুলিশ আমাকে মানসিকভাবে নির্যাতন করেছে। ক্লাসিক্যাল গান না গাইতে নিয়েছে মুচলেকা। তারা বলেছে, আমি নাকি দেখতে কুৎসিত। আমি নায়ক হই কী করে। তারা আমার নাম থেকে হিরো বাদ দিতে বলছে।

বিষয়টি নিয়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোও নড়েচড়ে বসে। একে একে আরব নিউজ, খালিজ টাইমস, ফ্রান টোয়েন্টিফোর, এএফপি, বিবিসি ওয়ার্ল্ড গুরুত্বের সঙ্গে সংবাদ প্রচার। বিবিসি ওয়ার্ল্ড টেলিভিশনে ইংরেজি বিবরণসহ সংবাদ প্রচারিত হয়। যেখানে হিরো আলমের একাধিক গানের অংশও দেখানো হয়।

ঢাকার ডেপুটি পুলিশ কমিশনার ফারুক হোসেন, হিরো আলমের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি এএফপিকে বলেন, শুধু সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার জন্যই তিনি এসব মন্তব্য করছেন।

শুক্রবার বিকেলে হিরো আলম আলাপকালে বলেন, আমার সঙ্গে বিদেশি মিডিয়া থেকে যোগাযোগ করছে। আমার সঙ্গে য ঘটছে, আমি তাই বলেছি। আমি আসলে ভাইরাল হতে চাই না, শান্তিতে থাকতে চাই। আমার সঙ্গে যা হয়েছে অন্যায় হয়েছে বলে আমি মনে করি।

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

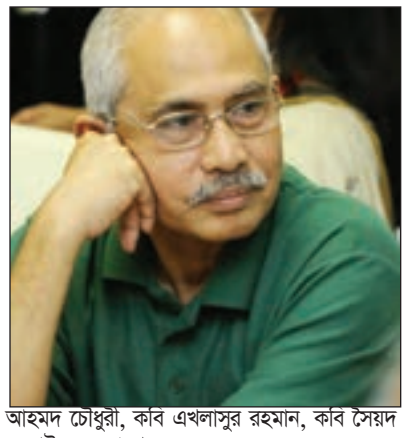
বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিশিষ্ট কবি ও গবেষক বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. মাহবুব হাসান বলেছেন, 'কবি আশরাফ হাসান সত্য ও সুন্দরের কবি। ভালোবাসার মানুষ, ভালোবাসার কবি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার বলিষ্ঠ কণ্ঠ। যেখানেই রাইফেলের গুলি সেখানে আশরাফ হাসানের কবিতার বারুদ।' গত ৩১ জুলাই সন্ধ্যায় সিলেট লেখক পরিষদের উদ্যোগে ও অনুষ্ঠান উদযাপন কমিটির সহযোগিতায় নগরীর দরগাহ গেইটস্থ সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের সাহিত্য আসর কক্ষে ৯০'র দশকের শক্তিমান কবি আশরাফ হাসানের দুটি গ্রন্থ 'নির্বাচিত কবিতা' ও 'রাইফেলগুলো প্রত্যাহার করে নাও' এর পাঠোন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সিলেট লেখক পরিষদের সভাপতি দেওয়ান এ. এইচ মাহমুদ রাজা চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, নতুন এক মাত্রার নির্বাহী সম্পাদক কবি ও গবেষক ড. ফজলুল হক তুহিন, বিশিষ্ট কবি ও গবেষক মুকুল চৌধুরী।

অনুষ্ঠান উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব ও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার আহমদ মাহবুব ফেরদৌসের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ কবি নাজমুল আনসারী। কবি আশরাফ হাসানের সাহিত্য ও কর্ম নিয়ে বক্তব্য রাখেন গল্পকার সেলিম আউয়াল, কবি আনোয়ার হোসেন মিসবাহ, কবি মামুন সুলতান, কবি আবদুল মুকিত অপি।

আবদুল কাদির জীবনের কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কবি ফয়জুল হক, মাসিক শাহজালাল সম্পাদক রুহুল ফারুক, প্রাবন্ধিক জাহেদুর রহমান চৌধুরী, কবি আব্দুল হক, মদন মোহন কলেজের প্রভাষক কবি সালমান ফরিদ, ছড়াকার কামরুল আলম, প্রাবন্ধিক বেলাল

যেখানেই রাইফেলের গুলি সেখানে আশরাফ হাসানের কবিতার বারুদ-ড.মাহবুব



আহমদ চৌধুরী, কবি এখলাসুর রহমান, কবি সৈয়দ রেজাউল হক প্রমুখ।

কবি আশরাফ হাসানের 'নির্বাচিত কবিতা' ও 'রাইফেলগুলো প্রত্যাহার করে নাও' গ্রন্থ থেকে কবিতা আবৃত্তি করেন, আবৃত্তি সংগঠন 'মুক্তাক্ষর' এর বাচিক শিল্পী সাবর্নী গোস্বামী শুচি ও আফছানা আক্তার, খাদিজা বেগম, কবি উম্মে সুমাইয়া তাজবীন নীলা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কলারস হোম স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক কবি সুজিত রঞ্জন দাস, এড. ছায়াদ আহমদ, খলিলুর রহমান ফয়সল, ঔপন্যাসিক সিরাজুল হক, সাংবাদিক আমিরুল ইসলাম চৌধুরী এহিয়া, মাহফুজুর রহমান জাহেদ, মকসুদ আহমদ লাল, কবি ছয়ফুল আলম পারুল, আব্দুল মুহিত দিদার, মঈন উদ্দিন আদর্শ মহিলা কলেজের প্রভাষক মাহবুবুর রউফ নয়ন, তাসলিমা খানম বীথি, মোহাম্মদ ইসমাইল, লুৎফা আহমদ লিলি, মাহফুজ বিল্লাহ মুরাদ, মাসুম আহমদ ইসা, আতাউর রহমান বঙ্গি,কবি ও ব্যাংকার নজমুল হক চৌধুরী, শিল্পী বাহাউদ্দিন বাহার, সাজিদুর রহমান, গাজী আব্দুল কুদ্দুস শমশাদ, কুবাদ বখত চৌধুরী রুবেল, বিমান বিহারী বিশ্বাস, মিলন চৌধুরী, আশিক, নাইম আহমদ, শেলী চক্রবর্তী, নাবিল, কামাল আহমদ, শামসুল আলম, জুবের আহমদ সার্জন, হেলাল আহমদ, সাদিক হেসেন এপলু প্রমুখ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে 'নতুন এক মাত্রা' সম্পাদক, কবি ও গবেষক ড. ফজলুল হক তুহিন বলেন, 'কবিতার ভুবনে কবি আশরাফ হাসান নতুন কাব্য ভাষা নির্মাণে সক্ষম হয়েছেন। তার কিছু পঙক্তি আমাদেরকে বি-পুলভাবে আন্দোলিত করে। তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক।'

লেখকের অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে কবি আশরাফ হাসান বলেন, 'একজন লেখকের কাছে সারা বিশ্বটাই স্বদেশ। সারা বিশ্বের মধ্যে তারা স্বদেশকে খুঁজে বেড়ান। শেকড়ের সংযোগ আমাদেরকে সৃষ্টিশীলতায় উজ্জীবিত করে। মানুষের প্রতি কল্যাণকামীতা আর ভালোবাসার দায়বদ্ধতা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। সাহিত্যের গ্লোবাল প্লাটফরমে আমাদেরকে আসন করে নিতে হবে। তবেই আমাদের আত্মপরিচয়কে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।'

সভাপতির বক্তব্যে দেওয়ান এ. এইচ মাহমুদ রাজা চৌধুরী বলেন, 'আশরাফ হাসানের কবিতার কল্পচিত্র সত্যের প্রতি অবিচল। যারা সত্যের প্রতি অবিচল থাকে তারাই পৃথিবীতে সমাদৃত হয়।'

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

১৩-১৪ আগষ্ট নিউজার্সীতে

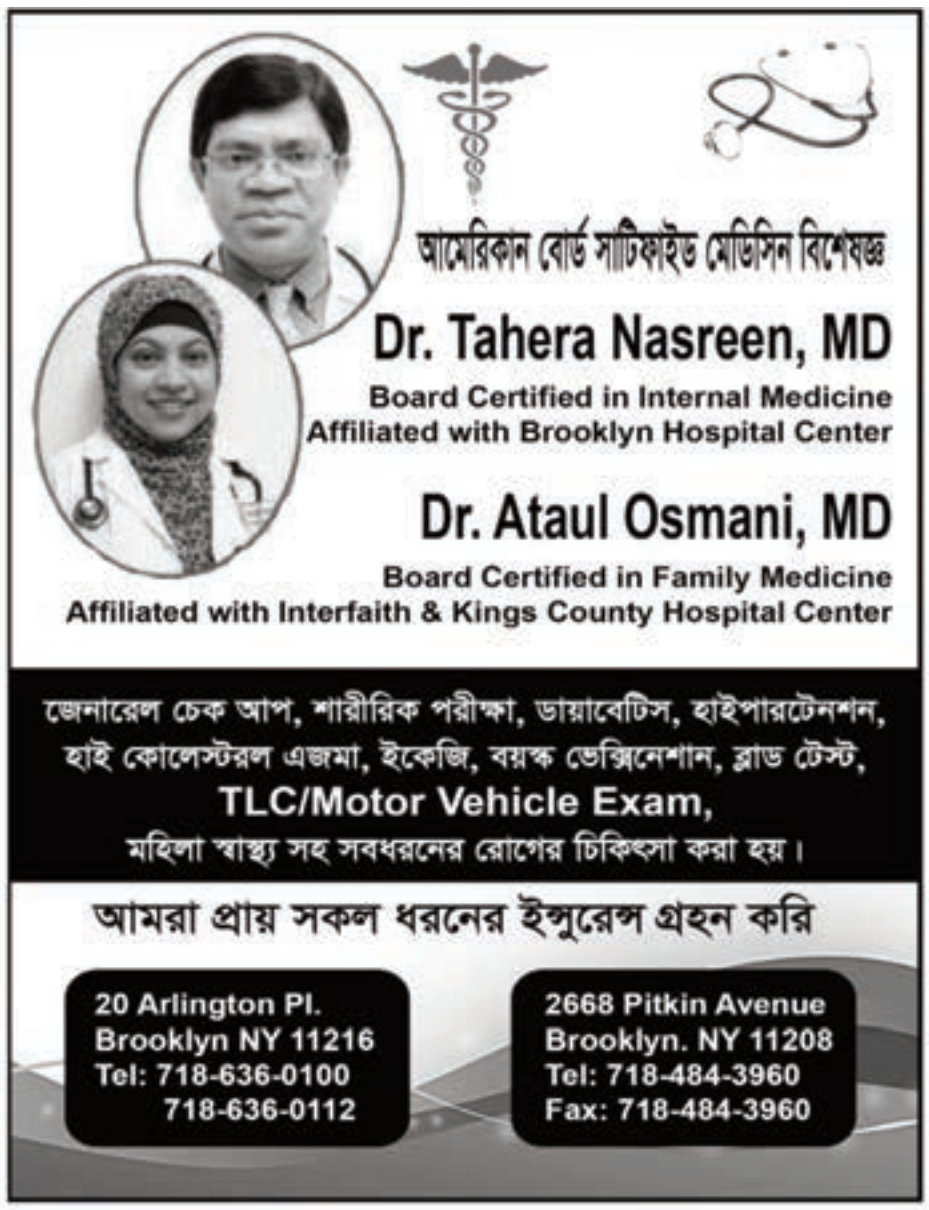
১৯তম নজরুল সম্মেলনের প্রস্তুতি সম্পন্ন



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): আগামী ১৩-১৪ আগষ্ট যথাক্রমে শনি ও রোববার নিউজার্সীতে অনুষ্ঠিতব্য ১৯তম উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। নিউজার্সীর ইষ্ট ব্রুন্সউইকস্থ জেএমপি আর্ট সেন্টারে আয়োজিত দুদিনব্যাপী এবারের সম্মেলনের শ্লোগান হচ্ছে 'চির উন্নত মম শির'। এই সম্মেলনের আয়োজক সংগঠন হচ্ছে শতদল। খবর ইউএনএ'র।

এবারের উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলনে কবি নাতনী খিলখিল কাজী, বাংলাদেশের প্রখ্যাত নজরুল সঙ্গীত শিল্পী ফেরদৌস আরা, সালাহউদ্দিন আহমেদ, সুজিত মুস্তফা ও লীনা তাপসী সহ দেশ-বিদেশ ও প্রবাসের নজরুল গবেষক, নজরুল ভক্ত এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অতিথি হিসেবে যোগ দিচ্ছেন। সম্মেলনটি সফল করতে ইতিপূর্বে মোহাম্মদ কবীর কিরণ-কে কনভেনর ও হাসান আমজাদ খান-কে সদস্য সচিব করে নর্থ আমেরিকা নজরুল কনফারেন্স কমিটি (এনএএনসিসি)-এর একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির চেয়ারম্যান এম মোশাররফ হোসাইন।

১৯তম উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলনের কনভেনর মোহাম্মদ কবীর কিরণ বার্তা সংস্থা ইউএনএ-কে জানান, বাংলাদেশর জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে প্রবাসে তুলে ধরার লক্ষ্যে সবার সহযোগিতায় আমরা এবারের সম্মেলন করতে যাচ্ছি। ইতিমধ্যেই সম্মেলনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। এতে নিউইয়র্ক ও নিউজার্সী রাজ্য সহ উত্তর আমেরিকার ১২টি সংগঠন অংশ নিচ্ছেন। আমন্ত্রিত অতিথিরা আসতে শুরু করেছেন। দু'দিনের এই সম্মেলনের কর্মকান্ডের মধ্যে থাকবে কবি নজরুলের জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা, সেমিনার, প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রতিদিন বেলা ২টায় কনফারেন্স কক্ষ খোলা হবে এবং আড়াইটায় অনুষ্ঠান শুরু হয়ে চলবে রাত ১০/১১টা পর্যন্ত। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেশ ও প্রবাসের জনপ্রিয় নজরুল সঙ্গীত শিল্পীদের গান ছাড়াও বিশেষ অকর্ষণ থাকবে নিউইয়র্ক ঢাকা ড্রামার প্রযোজনায় কাজী নজরুল ইসলামের ছোট গল্প অবলম্বনে নাটক "রাক্ষুসী"। এর নাট্যরূপ ও নির্দেশনায় রয়েছেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী শিরীন বকুল। নজরুল সম্মেলনটি সফল করতে সকল মহলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেছে নর্থ আমেরিকা নজরুল কনফারেন্স কমিটি (এনএএনসিসি)।







SEMI BASEMENT FOR RENT

Semi Basement From Sep 01, 2022 Corner of 200 th Street Hollis Ave 1 Bedroom, Living Room, Full Bath, Separate Entrance Hollis Mosque next block, Q2 Bus, Fine Fare Super Market, Rent $1200 Including everything.

Kamran
917 525 8844
Shimul
646 280 5001
Inbox

দুটি রুম ভাড়া

১ আগস্ট থেকে এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ এবং ৯ স্ট্রিটের একটি এপার্টমেন্টে সাবলেট একটা ফ্যামিলির কাছে ভাড়া হবে (দুইটা রুম) শেয়ারে। যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫
আ-০১/০৮

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে জ্যামাইকার ১০৫ এভিনিউ এবং পাইনগ্রোভ স্ট্রীটে এক বেডরুম ও এক বাথরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ, আলাদা বাথরুম ও রান্নাঘর। বাস স্টপ থেকে এক ব্লক দূরে, জেএফকে থেকে ৭ মিনিটের ড্রাইভ। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪১-৩৬১৫
আ-০১/০৮

LIVE IN NANNY WANTED

Need of a live in nanny to take care of a little kid and help with little house hold work as well in Ridgefield, New Jersey. Traveling is also acceptable. Contact persons: Rahima: **1 (646) 346-0395 Ayesha 1 (646) 431-0724**

বাসা ভাড়া

সিটিলাইন / ওজনপার্ক এলাকায় এ ট্রেন গ্রান্ট এভিনিউ স্টপ, ২য় তলায় ২ বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। বড় লিভিং রুম, কিচেন এবং এক বাথরুম। নতুন রিনোভেটেড করা বাসা। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২-৭৪৬৩

বাসা ভাড়া

এক বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, বাথরুম ভাড়া হবে। হিলসাইড এভিনিউ এবং হাইল্যান্ড এভিনিউ এর মধ্যে। ১৬৯ স্ট্রীট।

যোগাযোগ: ৯২৯-৩৯৮-৮২৮৩

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ হিলসাইড এভিনিউস্থ এফ ট্রেন সাওয়ে থেকে এক ব্লকের মধ্যে ১৮০ স্ট্রীটে একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০০৬৯
জু-২০/২৭

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট, হলিস, নিউইয়র্ক ১১৪২৩ ঠিকানায় ফাস্ট ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ছোট পরিবারের কাছে (২/৩ সদস্য) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
জা-১০/১৭

রুম ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকা এস্টেটে তিন তলা ফ্ল্যাটের একটি ফামিলির সাথে থাকার জন্য একটি সম্পূর্ণ পৃথক ফার্নিসড রুম ইউটিলিটি সহ একজন ব্যাচেলর অথবা স্বামী-স্ত্রীর কাছে ভাড়া হবে। বাসার এক ব্লকের মধ্যে এফ ট্রেন সবওয়ে (লাস্ট স্টপেজ) এবং অন্তত ৫/৬টি বাস স্টপেজ। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০ অথবা ৯১৭-৩০০-৫০০৪
ফে-০৭/২১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউডে (১৩৯ স্ট্রীট, ৮৭ এভিনিউ) এফ ট্রেনের সন্নিকটে আগামী মার্চ মাস থেকে প্রাইভেট হাউজের নীচতলা তিন রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস, ট্রেন স্টপেজ- কয়েক ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪০-৬০৬২
জা-৩১/ফে-০৮

আবশ্যক

নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের সাফক কাউন্টিতে একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য ফুল টাইম/পার্ট টাইম ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। প্রার্থীকে অবশ্যই অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। যোগাযোগ: ৬৩১-২৭৫-০০৭
মা-২৮/০৪

রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ মসজিদ, স্কুল, বাস, ট্রেন স্টপেজ- কয়েক ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪০-৬০৬২
জা-৩১/ফে-০৮

আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসে প্রিন্টিং প্রেসে
একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার আবশ্যক।
ফোন: 917-310-8921

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

পাত্র আবশ্যক

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, সুশ্রী, শান্ত স্বভাবের কানাডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষে অধ্যয়নরতা, ২৩ বছর বয়সী, সিটিজেন, নামাজী পাত্রীর জন্য নামাজী উপযুক্ত ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৬৪৭-৬৩৭-৫৭৮৯
মা-০৭/২৮

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

HOUSE FOR RENT

2 Bedroom Apartment with Large Living room for Rent in Hollis. 195-21 Carpenter Ave Hollis, NY 11423. Rent: $2200.00
Tel: 718-200-0723

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

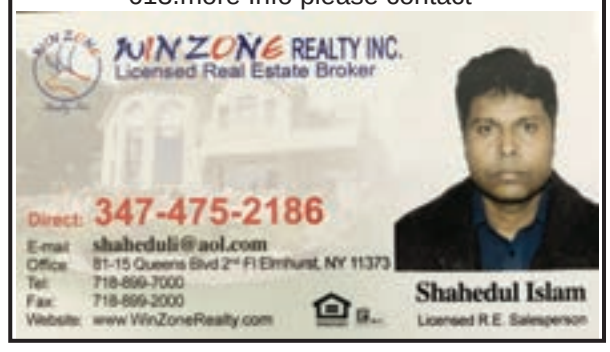
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

কেনেডি ফ্রাইড চিকেন বিক্রয়

একটি কেনেডি ফ্রাইড চিকেন স্টোর বিক্রয় হবে। গ্রেট লোকেশনে গুডি ইনকাম। মূল্যঃ $120k ঠিকানাঃ ১৭০৮ ড. মার্টিন এল কিং জুনিয়র বুলেভার্ড, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৫৩।
যোগাযোগঃ সাইদ ফোনঃ ৩৪৭-৬৫৪-২৩৬১।

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

অমুসলিমরাও মানে, আল্লাহ একজন আছেন

(শেষের পাতার পর)

আবু লাহাব সবাই আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করত। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, 'যদি তুমি তাদের (অমুসলিমদের) জিজ্ঞেস করো, কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন? অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ। তাহলে তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?

আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার রিজিক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা সীমিত করেন।

নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

যদি তুমি তাদের (কাফিরদের) জিজ্ঞেস করো, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে, কে ভূমিকে জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। কিন্তু তাদের বেশির ভাগ এটা অনুধাবন করে না।' (সুরা আনকাবুত, আয়াত : ৬১-৬৩)

আসমান-জমিন এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে এসব কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ বলেন, 'আসমান ও জমিনের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ।' (সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৮৯)

কাফিররা আল্লাহকে সব কিছুর মালিক হিসেবেও বিশ্বাস করে। আল্লাহ বলেন, 'জিজ্ঞেস করো, সব কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে? যিনি আশ্রয় দেন ও যার ওপর আশ্রয়দাতা কেউ নেই, যদি তোমরা জানো।

শিগগিরই তারা বলবে, আল্লাহ। বলো, তাহলে কিভাবে তোমরা জাদুগ্রস্ত হচ্ছ?' (সুরা মুমিনুন, আয়াত : ৮৮-৮৯)

সব কিছুর নিয়ন্ত্রক বা পরিচালক মহান আল্লাহ। কাফিররাও এই বিশ্বাস করে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তুমি জিজ্ঞেস করো, কে তোমাদের আকাশ ও ভূমি থেকে রিজিক দিয়ে থাকেন। কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? কে জীবিতকে মৃত থেকে এবং কে মৃতকে জীবিত থেকে বের করে আনেন এবং কে সব কিছু পরিচালনা করেন? নিশ্চয়ই তারা বলবে, আল্লাহ। অতএব তুমি বলো, তাহলে কেন তোমরা তাঁকে ভয় করো না?' (সুরা ইউনুস, আয়াত : ৩১)

উল্লিখিত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহই সব কিছু পরিচালনা করে থাকেন। আর এটাও প্রমাণিত হলো যে কাফিররা আল্লাহকে সব কিছুর পরিচালক হিসেবে বিশ্বাস করে। আল্লাহ তাআলাকে সৃষ্টিকর্তা, সব কিছুর মালিক ও পরিচালক হিসেবে বিশ্বাস করার নাম তাওহিদুর রুবুবিয়াহ। ইহুদি, খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ প্রায় সবাই এ ধরনের তাওহিদে বিশ্বাস করে। কিন্তু অমুসলিমরা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সঙ্গে বিভিন্ন কিছুকে শরিক করে। সুতরাং পরকালে মুক্তির জন্য শিরকমুক্ত ইবাদত জরুরি।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

'পরানে আগ্রাবাদ'র ব্যতিক্রমী বনভোজন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান











বিশেষ প্রতিনিধি: উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশের চট্টগ্রামের সকল আগ্রাবাদের মানুষের প্রাণের সংগঠন 'পরানে আগ্রাবাদ ইউএসএ'-এর উদ্যোগে প্রতি বছরের মতো এবারও অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো বনভোজন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এবছর প্রথমবারের মতো 'পরানে আগ্রাবাদ ইউএসএ' ও 'পরানে আগ্রাবাদ কানাডা'র যৌথ উদ্যোগে গত ২২, ২৩ ও ২৪ জুলাই যুক্তরাষ্ট্র-কানাডার সীমান্তে নায়াগ্রা ফলসে অনুষ্ঠিত হলো ব্যতিক্রমী এই আয়োজন। প্রাণের মেলায় মনের টানে, বন্ধুত্বের বন্ধনের সাড়া দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় বসবাসরত আগ্রাবাদীয়ান পরিবারগুলো যুক্ত হয় নায়াগ্রা ফলসের আমেরিকা সীমান্তের এই আয়োজনে।

উভয় সংগঠনের সবাই মিলে নায়াগ্রা ফলস ভ্রমণ করেন। নিউইর্য়ক সহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য এবং কানাডায় বসবাসরত, চট্টগ্রামের আগ্রাবাদের সবাইকে একত্রে করার উদ্যোগ ছিলো এই আয়োজন। এতে সবাই আনন্দে মেতে উঠেন, কারো কারোর সাথে ১০ বছর অথবা ১৫ বছর, এমন কি ২৬ বছর পর দেখা হয়েছে। সবাই পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে সময় কাটান।

এবারই প্রথম বারের মতো পরানে আগ্রাবাদ ইউএসএ ও পরানে আগ্রাবাদ কানাডা যৌথভাবে আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যে ও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত যেখানে আগ্রাবাদীয়ান ভাই-বোন আছেন সেখানেই পুনর্মিলন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নিউইয়র্ক এর তিন প্রতিষ্ঠাতা ওয়াহিদুজ্জামান বকুল, খুরশিদ আলম বাবু, মাকসুদুর রহমান জুয়েল এবং কানাডার তিন প্রতিষ্ঠাতা রীতা চৌধুরী, মনজুর আহমেদ পলাশ, ফেরদৌসী সুলতানা মুন্নি এবং তিনজন উপদেষ্টা নিয়ে একটি নতুন কমিটি করা হয়। উপদেষ্টাগণ হলেন ফরহাদ বাদশা, আকিম রহমান উত্তোজান এবং শরীফ হক মিন্টু।

অনুষ্ঠানে ওয়াহিদুজ্জামান বকুল, খুরশিদ আলম বাবু, মাকসুদুর রহমান জুয়েল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে পরানে আগ্রাবাদ ইউএসএ ও পরানে আগ্রাবাদ কানাডার যৌথ উদ্যোগে তিনজনকে সন্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। তারা হলেন- আগ্রাবাদ স্কুলের প্রধান শিক্ষক হেদায়েতউল্লাহ, আগ্রাবাদ স্কুলের সিনিয়র শিক্ষিকা মাজেদা বেগম এবং আমেরিকান নাগরিক ইউএসএ এনমেরি আলম।

অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠাতাদের পক্ষ থেকে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ওয়াহিদুজ্জামান বকুল। তিনি ঘোষণা দেন পরবর্তীতে প্রতিটি অনুষ্ঠান পরানে আগ্রাবাদ ইউএসএ ও কানাডার যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন ফিরোজ আহমেদ, মুন্নী এবং বাবু। মাউথ অরগান বাজান মাইন চুমি, কবিতা আবৃত্তি করেন কবি শামস রুশো ও শাহনেওয়াজ সবুজ। র‍্যাফেল ড্রতে প্রথম পুরস্কার টেলিভিশন পান শেলী, দ্বিতীয় পুরস্কার গেলাক্সী ট্যাব পায় মুন, তৃতীয় পুরস্কার ল্যাপটপ পান জান্নাতুল মুরশিদা দিলু, চতুর্থ পুরস্কার জুস মেশিন পায় রামিসা মালিহা মুনিয়া।

অনুষ্ঠানটি আয়োজনে পরাণে আগ্রাবাদ ইউএসএ'র পক্ষে যারা নিরলসভবে কাজ করেন- তারা হলেন বাদশা, উত্তোজন, বাবু, জুয়েল, বকুল, ফিরোজ ও জগলুল। উল্লেখ্য, সংগঠনটি ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।











ভাটেরা প্রবাসীদের বনভোজন

(শেষের পাতার পর)

ষ্টেট পার্কে গত ৩১ জুলাই রোববার দিনব্যাপী এই বনভোজনের কর্মকান্ডের মধ্যে ছিলো শুভেচ্ছা বিনিময়, আড্ডা, মধ্যাহ্নভোজ, বিভিন্ন খেলাধুরা, শুভেচ্ছা বক্তব্য, র‍্যাফল ড্র, পুরষ্কার বিতরণী প্রভৃতি। এতে বিপুল সংখ্যক ভাটেরাবাসী সহ প্রবাসী বাংলাদেশীরা সপরিবারে অংশ নেয়ায় বনভোজন স্থল এক টুকরো বাংলাদেশে পরিণত হয়। সবমিলিয়ে ছিলো ঐতিহ্যবাসী সিলেটী মেজবানী। জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সভাপতি আব্দুল কাইয়্যুম-এর সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম, মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা আবুল কালাম, কুলাউড়া সমিতির সভাপতি শাহা আলাউদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমদ সহ বিশিষ্ট রাজনীতিক লুৎফর রহমান চৌধুরী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আব্দুল হাসিম হাসনু, বদরুল হক খান, হারুনুর রশিদ তালুকদার, মিসবাহ আহমদ, আবুল হোসেন প্রমুখ।

বনভোজন আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন শেখ আব্দুল মতিন, মৌলানা সাইফুল আলম, রাজা মিয়া তালুকদার, আব্দুল জব্বার সিদ্দিকী, বদরুল ইসলাম মিন্টু, সৈয়দ ইলিয়াস খসরু প্রমুখ।





বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // August 08 // 2022

অতিরিক্ত ঘাম বড় অসুখের লক্ষণ হতে পারে

(শেষের পাতার পর)

তাই অনেকেই অতিরিক্ত ঘাম হওয়াটাকে তেমন গুরুত্ব সহকারে দেখেন না; কিন্তু এই অতিরিক্ত ঘামের প্রকৃত কারণ খুঁজে বের না করলে আপনি পড়তে পারেন মারাত্মক বিপদের মুখে। কেননা অতিরিক্ত ঘাম হওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত রয়েছে জটিল কিছু রোগের। ভারতের অ্যাপোলো মাল্টিস্পেশ্যালিটি হাসপাতালের সিনিয়র ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট ডা: বিকাশ মজুমদার মনে করেন, বেশকিছু বড় অসুখের পূর্বলক্ষণ হলো অতিরিক্ত ঘাম। তাই অতিরিক্ত ঘামের লক্ষণটিকে গুরুত্ব না দিলে পরিবারের কোনো সদস্যের অনাকাঙ্খিত আকস্মিক দুঃসংবাদ পেতে পারেন আপনি। নিজেও পড়তে পারেন বিপাকে। তাই ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সংবাদ প্রতিদিনে প্রকাশিত হওয়া একটি প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী আসুন জেনে নিই অতিরিক্ত ঘামের সাথে কোনো কোনো জটিল রোগ সম্পর্কিত রয়েছে। হৃদরোগ : হার্টের কোনো সমস্যা হলে আপনার অবশ্যই অতিরিক্ত ঘামের সমস্যা দেখা দেবে। ঘামের সাথে উপসর্গ হিসেবে থাকতে পারে বুক ধড়ফড়, বুকে ব্যথা, কিছুক্ষণের জন্য অজ্ঞান হয়ে যাওয়া এবং বুকে চা[illegible]ব ও

সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশনের বনভোজন অনুষ্ঠিত

র‍্যাফেল ড্র'র অর্থ বন্যার্তদের সহযোগিতার ঘোষণা















বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অব আমেরিকার বনভোজন গত ২৪ জুলাই রোববার অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিউইয়র্কের ইস্ট রিভারের পাড়ে এস্টোরিয়া পার্কে আয়োজিত এ বনভোজনে ছিলো মজাদার খাবার, খেলাধুলা, র‍্যাফল ড্র, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা প্রভৃতি। অনুষ্ঠানে র‍্যাফেল ড্র থেকে অর্জিত সমুদয় অর্থ সিলেটের বন্যার্ত মানুষের সহযোগিতায় প্রদানের ঘোষণা দেয়া হয়। হযরত শাহজালাল (রা), শাহপরান (রা) সহ ৩৬০ আউলিয়ার স্মৃতি বিজরিত সিলেটের ঐতিহ্যবাহী আঞ্চলিক এ সংগঠনের কমিউনিটি নেতা, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, সংস্কৃতি কর্মী, সংগঠনের সদস্য ও তাদের পরিবার-পরিজন সহ অতিথিরা অংশ নেন। উল্লেখ্য, প্রচন্ড তাপদাহের মধ্যে পার্কের ছায়াঘেরা এলাকাজুড়ে সাজানো হয়েছিল প্যান্ডেল। বিস্তীর্ন এলাকাজুড়ে সবুজ চত্বরে যেন বসেছিল সিলেট সদরবাসীর মিলন মেলা। এতে চমৎকার সময় কাটিয়েছেন বনভোজনে অংশ নেয়া প্রবাসীরা।

জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সংগঠনের সভাপতি রানা ফেরদৌস চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক দুরুদ মিয়া রনেলের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং 'এলিস আইল্যান্ড পদক'-এ ভূষিত একমাত্র বাংলাদেশী-আমেরিকান অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ এবং ডা. ফাতেমা আহমেদ, সিলেট পৌরসভা ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা বাবরুল হোসেন বাবুল, প্রবীণ সাংবাদিক মাহবুবুর রহমান, বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক রতন তালুকদার, বীর মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত বিশ্বাস, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুকিত চৌধুরী, এডভোকেট মুজিবুর রহমান, ফোবানার সাবেক প্রেসিডেন্ট বেদারুল ইসলাম বাবলা, সংগঠনের উপদেষ্টা মাছুম চৌধুরী, এমসি কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি শফিক আহমেদ চৌধুরী, সাপ্তাহিক ঠিকানা'র সিইও মুশরাত শাহীন অনুভা, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মিন-হাজ আহমেদ সাম্মু, তিলোত্তমা তীলু, ফকু চৌধুরী, শাহাব উদ্দীন চৌধুরী, কিনু চৌধুরী, ফয়সল আহমেদ, জাকির হোসেন প্রমুখ। বক্তারা তাদের বক্তব্যে সিলেটবাসীদের সহমর্মিতা, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের ঐতিহ্যকে ছড়িয়ে দেয়ার উপর গুরুত্বারোপ কনেন। অনুষ্ঠানে জানানো হয় যে, সিলেট সদর এসোসিয়েশনের মাধ্যমে সিলেটের বন্যার্ত গৃহহীনদের ঘর নির্মান করে দিচ্ছেন অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, ডা. ফাতেমা আহমেদ, সুফিয়ান খান, কাদির খান, সেলিনা উদ্দিন, আতাউর রহমান সেলিম, আলতাফ চৌধুরী, সৈয়দ ফয়সল আহমদ, রাজীব খান, ডি এম রনেল, শাহানারা খান, রানা ফেরদৌস চৌধুরী, সবিতা দাস, নিয়াজ উদ্দিন, মোহাম্মদ আর চৌধুরী, মোহাম্মদ নিয়াজ প্রমুখ।

সিলেট অঞ্চলে সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহযগতায় এরমধ্যেই সংগঠনটি ব্যাপক সহযোগিতার উদ্যোগ নিয়েছে। বনভোজনে জানানো হয়, সংগঠনের পক্ষ থেকে কার্যকরী সদস্য জুয়েল চৌধুরী সিলেটে অবস্থান করে সহযোগিতার বিষয় সমন্বয় করছেন। লোকজনকে গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হচ্ছে। অসুস্থজনদের চিকিৎসা সহ দেয়া হচ্ছে খাদ্য সহযোগিতা জন্য অর্থ। বনভোজনেও সংগঠনটি বন্যা কবলিত লোকজনের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বারবার আহ্বান জানিয়েছে।

অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশ থেকে আগত প্রখ্যাত বাউল শিল্পী কালা মিয়া, প্রবাসের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী সবিতা দাস সহ অন্যান্যরা। এতে শিল্পীরা সিলেটের গান, হাসন রাজা, আরকুম শাহের গানের সাথে আধুনিক নস্টালজিক গান পরিবেশন করেন।

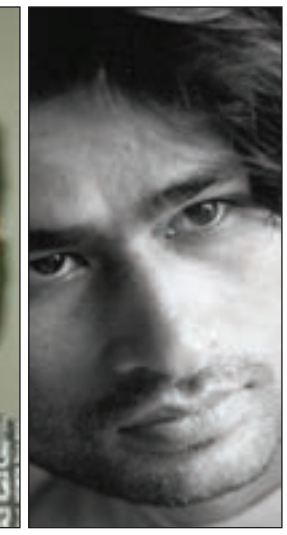
সিলেট সদর সমিতির বনভোজন সফল করায় সভাপতি রানা ফেরদৌস চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক দুরুদ মিয়া রনেল কার্যকরী কমিটির পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। এই আয়োজনে অন্যান্যের মধ্যে সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সংগঠনের সহ সভাপতি আমিনুল ইসলাম নাসিম ও জুবায়ের চৌধুরী শাহীন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদুদ ও মেহরাজ ফাহমী, সাংগঠনিক সম্পাদক মিনহাজ চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ রাজীব খান, প্রচার সম্পাদক হিমেল চৌধুরী সোহেল, দপ্তর সম্পাদক সুবিন পুরকায়স্থ, আইন এবং আন্তর্জাতিক সম্পাদক জয় দেব জয়, সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদক জাকির হোসাইন, ক্রীড়া সম্পাদক সারওয়ার চৌধুরী, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা সেলিনা উদ্দিন, সহ মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা ডালিয়া সারওয়ার, কার্যকরী সদস্য জাবেদ আহমেদ বাবু, আক্তার রহমান টিপু এবং জ্যোতির্ময় দত্ত নিশু।











“বই কোন বর্ডার মানেনা”

(শেষের পাতার পর)

আয়োজনে চারদিনব্যাপী বইমেলা চলে বৃহস্পতিবার থেকে রোববার পর্যন্ত অর্থাৎ ২৮ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই। বৃহস্পতিবার (২৮ জুলাই) সন্ধ্যায় মেলার উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি কলকাতার বিশিষ্ট লেখক ও কথা সাহিত্যিক অমর মিত্র। এসময় মেলা কমিটির আহ্বয়ক গোলাম ফারুক ভূইয়া, আয়োজক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারপার্সন ফেরদৌস সাজেদীন সহ মেলা কমিটি ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে গত ২৭ জুলাই বুধবার সন্ধ্যায় আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় বইমেলা সম্পর্কে আয়োজক কমিটি ও অতিথিবৃন্দ বিস্তারিত তুলে ধরেন। এই সভা পরিচালনা করেন মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক বিশ্বজিৎ সাহা।

এবারের মেলায় শহীদ কাদরী গ্রন্থ পুরস্কার-২০২২ লাভ করেন ‘দেশী কবিতা’ গ্রন্থের জন্য মুজিব ইরম, মুক্তধারা-জিএফবি সাহিত্য পুরস্কার-২০২২ লাখ করেন অধ্যাপক ড. গোলাম মোর্শেদ এবং চিত্তরঞ্জন সাহা সেরা পুরস্কার-২০২২ লাখ করে ঢাকার অন্বয় প্রকাশ। মেলায় আগামী বছর অর্থাৎ ৩২তম বইমেলার কনভেনর মনোনীত হয়েছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবীদ ও লেখক ড. আব্দুর নূর। খবর ইউএনএ'র। এদিকে অন্যান্যবারের মতো এবারের মেলায়ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে লেখক-সাহিত্যিকেরা যোগ দিচ্ছেন। কোভিড-উত্তর এই বইমেলার অনুষ্ঠান চলে অপরাহ্ন থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত। অয়োজনকরা জানান, এবারের বইমেলায় মুহম্মদ নূরুল হুদা, শাহাদুজ্জামান, আসাদ মান্নান ও লুৎফর রহমান রিটনসহ রেকর্ডসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যোগ দেন।

মেলায় প্রতিদিনই ছিলো সাহিত্যের অনুষ্ঠান ছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী অধ্যাপক ড. রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, অস্ট্রেলিয়া থেকে অধ্যাপক ড. নীরা রহমান, লন্ডন থেকে নাহিদ নাজিয়া সহ আরো অনেক শিল্পী সংগীত পরিবেশন করেন।

বইমেলার আহ্বায়ক গোলাম ফারুক ভূইয়া জানান, এবারের মেলার সকল ক্ষেত্রে ‘বই’-কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন মেলায় বইয়ের স্টল ছাড়া শাড়ী-কাপড়ের স্টল ছিলো না। নতুন বই সহ অন্যান্য বইয়ের উপর আলোচনা ছিলো বেশী। মেলায় ছিলো না কোন প্রবেশ মূল্য।

মুক্তধারা নিউইয়র্ক, ঘুংঘুরসহ আমেরিকা থেকে ৮টি প্রকাশনা সংস্থার স্টল ছিলো এবারের বইমেলায়। ঢাকার প্রকাশনাগুলোর মধ্যে ছিলো: অঙ্কুর, অন্বয়, অনন্য, আকাশ, অ্যাডর্ন, ইত্যাদি, কথাপ্রকাশ, কবি, কাকলী, নালন্দা, প্রথমা, বাতিঘর, সময় ও স্বদেশ শৈলী।

মেলার প্রথম দিন

মেলার প্রথমদিন সন্ধ্যা ৬টার দিকে জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্ট সেন্টার ক্যাম্পাসে ঢাকা-ঢোল পিটিয়ে একগুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে ও ফিতা কেটে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কলকাতার কথা সাহিত্যিক অমর মিত্র। এসময় দেশ-বিদেশ ও প্রবাসের কবি-সাহিত্যিক এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এরপর মূল মঞ্চে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেলার আহ্বায়ক গোলাম ফারুক শাহীন। পরবর্তীতে ৩১তম মেলা উপলক্ষ্যে ৩১টি প্রদীপ প্রজ্জলন করা হয়। এরপর উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন অমর মিত্র। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন ফেরদৌস সাজেদীন, কবি আসাদ মান্নান, বাংলাদেশ কনস্যুলেটের ভারপ্রাপ্ত কনসাল জেনারেল এস এম নাজমুল হাসান, ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটন, অনন্যা প্রকাশনীর মনিরুল ইসলাম, একুশে পদকপ্রাপ্ত প্রবাসী লেখক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নূরুন নবী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিবেশন করে বাংলাদেশ পারফর্মিং আর্ট-বিপা।

পরবর্তীতে খানিকটা বিরতীর পর উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশন করেন অনুপ দাস ড্যান্স একাডেমী (আড্ডা)-এর শিল্পীরা। এদিন মেলায় প্রবাসের দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ‘মুক্তধারা সম্মাননা’ করা হয়। এরা হলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবীদ ড. নজরুল ইসলাম ও বিশিষ্ট শিল্পপতি সৈয়দ জাকি হোসাইন। উভয়ের হাতে ক্রেষ্ট তুলে দেন এবং উত্তরীয় পড়িয়ে দেন ড. নূরুন নবী, আর ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেন সাংবাদিক নিনি ওয়াহিদ।

উদ্বোধনী বক্তব্যে কথা সাহিত্যিক অমর মিত্র বলেন, বই-ই পারে সকল ভেদাভেদ, দেয়াল আর বর্ডার ভাঙতে। বাংলা ভাষা আর বাংলাদেশ বা কলকাতা কেন্দ্রীক নয়, বাংলা ভাষা আজ আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা পেয়েছে। ফলে বিশ্বব্যাপী যেখানেই বাঙালী রয়েছে সেখানেই বইমেলা হচ্ছে। বইমেলা সকল বাংলা ভাষা-ভাষীকে সেতুবন্ধনে আবদ্ধ করেছে। তিনি বলেন, আমরা বাংলা ভাষার মানুষ বাঙালীরা কোন বিভেদ-বিভক্তি চাইনি, আমরা কোন বর্ডার চাইনি। কিন্তু রাজনীতি আর রাজনীতিকরা আমাদেকে পৃথক করে দিয়েছে। আমাদেরকে বিভক্ত করেছে। কিন্তু বাংলা ভাষা, বাংলা বই আর বইমেলা আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। এটা কোন রাজনীতি বা রাজনীতিক বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।

বইমেলা অনুষ্ঠানের বিভিন্ন আলোচনায় বক্তারা বলেন, আমরা আমাদের দেশে-বিদেশে বইমেলার আয়োজন করে সময় পার করে দিচ্ছি। বিশ্বের যেখানে বাঙালী রয়েছে সেখানেই বইমেলার আয়োজন হচ্ছে। কিন্তু এসব মেলায় আমাদের নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহন হতাশাজনক। বইমেলায় আমাদের নতুন প্রজন্ম কোথায়? আর এই অবস্থা চলতে থাকলে আগামীতে কি বিদেশে বইমেলার আয়োজন হবে, কে করবে এই আয়োজন? এখনই এসব ভাবতে হবে। নতুন প্রজন্মকে তাদের মতো করে বইমেলায় সম্পৃক্ত করতে হবে।

মেলার দ্বিতীয় দিন

নিউইয়র্ক বইমেলার দ্বিতীয় দিনে শুক্রবার বইপ্রেমী প্রবাসীদের ভীড় ছিলো লক্ষ্যনীয়। জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্ট সেন্টারের খোলা ক্যাম্পসে এদিন অপরাহ্ন থেকে বইয়ের স্টলগুলোতে ধীরে ধীরে প্রবাসীদের আনাগোনা বাড়তে থাকে। পাশাপাশি (বাকি অংশ ২৯ পাতায়) বাড়তে থাকে আড্ডা। প্রবাসী লেখকরাও ঢাকার প্রকাশকদের ষ্টলে বসে আড্ডা দিয়ে সময় কাটান। মেলায় নতুন নতুন বইয়ের সমাহার ছিলো লক্ষণীয়। এদিকে সন্ধ্যায় মূল মিলনাতনে চলে কবিতা লেখার অভিজ্ঞতা, লেখক-প্রকাশ মুখোমুখী, বিদ্রোহী কবিতার ১০০ বছর, বইমেলা দেশে-বিদেশে কিভাবে লিখতে এলাম, আমরা যাঁদের হারিয়েছি, বইমেলা দেশে-বিদেশে শীর্ষক আলোচনা, আর সঙ্গীত। আলোচনায় অংশ নেন উদ্বোধক অমর মিত্র ছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথি আসাদ মান্নান সহ বাংলাদেশ, কলকাতা, অষ্ট্রেলিয়া, সুইডেন, কানাডা ও জার্মানী থেকে আগত অতিথি আর নিউইয়র্কের কবি-সাহিত্যিকগণ। একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী অধ্যাপক ড. রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। এদিন শহীদ কাদরী গ্রন্থ পুরস্কার-২০২১ ঘোষণা করা হয়।

মেলার তৃতীয় দিন

জ্যামাইকা সেন্টার ফর আর্টস লার্নি-এ আয়োজিত মেলার তৃতীয় দিন শনিবার। (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA

প্রধানমন্ত্রীর সাথে যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগ নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ : বঙ্গবন্ধুর মাজার জিয়ারত

শেখ হাসিনা সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্ক আসছেন



ঢাকায় গণভবনে প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনার সাথে বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘের ৭৭তম অধিবেশনে যোগ দিতে নিউ-ইয়র্ক আসছেন। জাতিসংঘের বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন ও দলীয় সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। তবে তাঁর নিউইয়র্ক আসার দিন-তারিখ এখনো চূড়ান্ত হয়নি। **(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)**



মিহির-অধরা'র নতুন ইনিংশ শুরু

দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্বকে সাথী করে জীবনের নতুন ইনিংশ শুরু করলেন কমিউনিটির পরিচিত মুখ, টাইম টেলিভিশন-এর দুই উপস্থাপক আশরাফুল এইচ চৌধুরী মিহির ও আয়শা তাহমিনা অধরা। গত ৩১ জুলাই রোববার ওয়াল্ড ফেয়ার মেরিনায় তাদের বিবাহত্তোর সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থেকে নতুন দম্পতিকে আশীর্বাদ জানান। ছবি: বাংলা পত্রিকা



অমুসলিমরাও মানে, আল্লাহ একজন আছেন

মাওলানা সাখাওয়াত উল্লাহ

সৃষ্টিকর্তার ওপর বিশ্বাস অমুসলিমদেরও আছে। পৃথিবীখ্যাত কাফির ফেরাউন, আবু জাহল, **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

ভাটেরা প্রবাসীদের বনভোজন অনুষ্ঠিত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত হলো মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার তিন নং ভাটেরা ইউনিয়নের প্রবাসীদের বনভোজন। নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডস্থ হ্যামষ্টেট **(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)**

৩২তম বইমেলার কনভেনর ড. আব্দুর নূর

'বই কোন বর্ডার মানেনা'

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): 'বই হোক বিশ্ব বাঙালীর মিলন সেতু' শ্লোগান নিয়ে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হলো ৩১তম নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা। মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্ট সেন্টারে ব্যতিক্রমী **(বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)**

পুরস্কার পেলেন ড. গোলাম মুর্শিদ, মুজিব ইরম ও 'অন্বয় প্রকাশ'



বই মেলায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন

খেলার খবর

ভারতের কাছে হেরে রানার্স আপ বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক: লিগ পর্বে অপরাজিত থাকা বাংলাদেশ ফাইনালে এসে পথ হারাল। শুরুতেই গোল হজম করে পিছিয়ে পড়া বাংলাদেশ **(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)**

হেলথ টিপস

অতিরিক্ত ঘাম বড় অসুখের লক্ষণ হতে পারে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গরমের এ সময়টাতে ঘামের পরিমাণ অনেকটাই বেড়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক। **(বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)**

বিনোদন

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন হিরো আলম

বিনোদন ডেস্ক: হঠাৎ করেই আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলেন হিরো আলম। **(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)**

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**



নাট্য উৎসবে রাক্ষুসী নাটকের একটি দৃশ্য

বর্ণিল আয়োজনে ড্রামা সার্কল'র নাট্য উৎসব ও সামার ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত

বিশেষ প্রতিনিধি: ড্রামা সার্কল নিউইয়র্ক এর নাট্য উৎসব এবং সামার ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হলো ৩১ জুলাই রোববার উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে। এদিন বিকেল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ফেস্টিভ্যালে উপস্থিত ছিলেন নি-উইয়র্ক এর সংস্কৃতি অঙ্গনের বিশিষ্টজনেরা। আয়োজকদের দাবী সুস্থ্য সংস্কৃতি নির্ভর কয়েকশত মননশীল দর্শক একটি গোছানো সুন্দর অনুষ্ঠান **(বাকি অংশ ০৩ পাতায়)**

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax: 718-262-0254
Email: Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
হজ্বব্রত পালনকারীগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
BRITISH AIRWAYS
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE., OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com